সকালের শিরোনাম

শুক্রবার

অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক ছাড় দিলেই চূড়ান্ত হবে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি - পীযূষ গোয়েল ● পৃঃ ৬

● বৃষ্টি থামলেও স্বস্তি নেই, ডিভিসির ছাড়া জলে বাড়ছে প্লাবনের আশঙ্কা, সতর্ক নবান্ন ● পৃঃ ৩

● রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত থামাতে যে কোনো সহায়তায় প্রস্তুত ভারত, বার্তা জয়শঙ্করের ● পৃঃ ৬

দৈনিক বাংলা পত্রিকা •৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ • বাংলা ১৭ ভাদ্র ১৪৩৩ •বর্ষঃ- ০১ •সংখ্যা ঃ-৩৪৮ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা• PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

যাদবপুরে ফের দেওয়াল-স্লোগান, একই দিনে এবিভিপি-এসএফআই কর্মসূচি ঘিরে বাড়ছে উত্তাপ

আজকের খবর

মহানায়কের জন্মশতবর্ষ

উত্তম কুমারের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম

সুষমা পাল মন্ডল

মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ বলে কথা। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে প্রথম কুমারের প্রথম জন্মদিন উপলক্ষে টালিগঞ্জে মহানায়কের মূর্তিতে মাল্য দান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন শুভেন্দু অধিকারী। মহানায়কের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে টালিগঞ্জের বিভিন্ন স্টুডিওতে। তাই শতবর্ষ উপলক্ষ্যে টালিগঞ্জেই আয়োজন করা হয়েছিল একটি ছোট অনুষ্ঠানের। সেখানে সকলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরাও। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যজুড়ে উত্তমকুমার নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। উত্তম মঞ্চকে ঢেলে সাজানো থেকে পদযাত্রা, বছরজুড়ে অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করেন। এদিন প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর মাল্যদানের কথা থাকলেও তিনি রঞ্জিত মল্লিককে জায়গা করে দেন এবং ইন্ডাস্ট্রির প্রবীণ অভিনেতা হওয়ার সুবাদে প্রথমে মাল্যদান করার আবেদন করেন। সেই মতো প্রথমে নিজের সহকর্মী, বাংলার মহানায়ককে শ্রদ্ধা জানান রঞ্জিত মল্লিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক, রত্না ঘোষাল, প্রবীন পরিচালক গৌতম ঘোষ, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, দেব, জিৎ-সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন টলিউডের সঙ্গে যুক্ত বর্তমানের বিধায়করাও। উত্তমকুমারের জন্ম শতবর্ষে বাংলায় পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। সোশ্যাল মিডিয়ায় মহানায়ককে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও। উত্তমকুমারকে সাংস্কৃতিক আইকন বলে চিহ্নিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, 'আজ মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবার্ষিকী। তিনি ছিলেন এক অনন্যসাধারণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর অতুলনীয় অভিনয়দক্ষতা, কালজয়ী আকর্ষণ ও অনায়াস পর্দায় উপস্থিতি চলচ্চিত্র মাধ্যমকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। উত্তম কুমার এমন এক মানদণ্ড স্থাপন করেছিলেন যা আজ পর্যন্ত প্রতিটি প্রজন্মের শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে। অজস্র অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীলভাবে জীবনের মূল নির্যাস ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রূপালি পর্দায় নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়েছেন উত্তম কুমার। এই চিরসবুজ 'ম্যাটিনি আইডল'-এর কালজয়ী স্মৃতি ও অবদান পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র বিশ্বের সাংস্কৃতিক আঙিনাকে চিরকাল আলোকিত করে রাখবে। এই ঐতিহাসিক জন্মশতবর্ষে মহানায়কের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা ও প্রণাম।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও মহানায়ককে নিয়ে তাঁর আবেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনি মহানায়ককে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন।' গত রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানেও প্রধানমন্ত্রী মহানায়ককে নিয়ে পাঁচ মিনিট বক্তব্য রাখেন বলে মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন। মহানায়কের শতবর্ষ উদযাপনে রাজ্য সরকার বছরভর নানা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীর মতোই মহানায়কের শতবর্ষকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, উত্তম কুমারের নামাঙ্কিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হবে। আগামিকাল সকাল ১১টায় মহানায়কের নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের ভূমিপূজন হবে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি, ভারত সরকার শতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ কয়েন এবং ডাকটিকিট প্রকাশ করছে। অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার যে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করেনি, তা স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম এই শিল্পী কলাকুশলী এবং যারা উত্তম কুমারকে নিয়ে ভাবেন চিন্তা করেন তাদের উপরে।' আগের সরকারের নীতির সঙ্গে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কথাও এদিন উঠে আসে। আগে প্রয়াণ দিবসটিকে উৎসব হিসেবে পালন করা হত। সেই প্রথা বদলানোর কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা ঠিক করেছি বিগত সরকার প্রয়াণ দিবসটাকে উৎসব দিবস করত আমরা ঠিক করেছি প্রয়াণ দিবসে স্মরণ করব শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব আর জন্মদিনটাকে উৎসবের মতো পালন করব যেটা হওয়া উচিত।'

বাংলায় ইসলামী শিক্ষা

বিগত সিপিএম এবং তৃণমূল সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির পাঠ্যক্রমে ইসলামী শিক্ষা চালু করার জন্য চেষ্টা চালানো হয়েছিল বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'একটা সময়ে বামেরা বাংলার প্রচার-প্রসারে বাধা দিয়েছে। তৃণমূল যে শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করেছিল, তাতে রাষ্ট্রবাদ-দেশপ্রেম হারিয়ে যেতে বসেছিল। মা কে আম্মা, আকাশ কে আসমান... প্ল্যান করে ভাষার বিকৃতি করা হয়েছিল। এমনভাবে সিলেবাস তৈরি করা হয়েছিল, যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ ভাবেনি। শিশুমনে বিভাজন ঘটানো হয়েছিল। টাটাদের ইতিহাস ছিল, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথা ছিল, অথচ শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গ তৈরির ইতিহাস ছিল না। সঠিক সময়ে পরিবর্তন এসেছে। সঠিক সময়ে আমরা বেঁচে গিয়েছি। বাংলাদেশের ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে কোনও তফাৎ থাকত না।'

ক্যামাক স্ট্রিটে ভাঙচুর অভিষেকের পার্টি অফিস

পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই, অভিযোগ অভিষেকের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

কিছুদিন আগেই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতলায় অভিষেকের পার্টি অফিসের একাংশ বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার পরে এবারে খাস কলকাতা শহরে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি অফিসে ভোর রাতে হামলা চালালো দুষ্কৃতীরা। গোটা ঘটনায় সরাসরি বিজেপির হাত রয়েছে বলে ছবি এবং ভিডিও প্রকাশ্যে এনে দাবি করেছেন অভিষেক। তৃণমূলের অভিযোগ, আজ ভোররাতে লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একদল 'বিজেপির গুন্ডা' জোরপূর্বক ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে প্রবেশ করে। অফিসে সেই সময় উপস্থিত থাকা কর্মীদের মারধর ও হেনস্থা করা হয়। কর্মীদের চিৎকার এবং প্রতিরোধের চেষ্টা করা হলে হামলাকারীরা তাদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় যাতে তারা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন।

সিসিটিভি ফুটেজ শেয়ার করে দেখানো হয়েছে কীভাবে অফিসে ঢুকে দেদার ভাঙচুর চালানো হয়েছে। অফিসের আসবাবপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক সামগ্রী, টেলিভিশন, প্রিন্টার ও অন্যান্য গ্যাজেট লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল রাতে বিশেষ কাজে নতুন দিল্লি রওনা দেওয়ার পর, তিনি কলকাতায় নেই জেনেই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। এই গোটা ঘটনায় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'ভোর সাড়ে ৪টেয় অস্ত্র হাতে একটা রাজনৈতিক দলের অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালানো হচ্ছে, আর কলকাতা পুলিশ তখন কোথায় ছিল? আমাদের কর্মী ও আইনজীবীরা অনবরত ফোন করলেন, ইমেল পাঠালেন, তা সত্ত্বেও প্রায় দুই ঘণ্টা পুলিশের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি!

এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।' তৃণমূল নেতৃত্বের প্রশ্ন, গত কয়েকদিন ধরে বেআইনি বিলবোর্ড সরানো এবং ফায়ার অডিটের নামে যে কলকাতা পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা এই অফিসের সামনে নজরদারি চালাচ্ছিল, আজ বিপদের সময় সেই পুলিশকে বারবার খবর দেওয়া সত্ত্বেও কেন তারা প্রায় ২ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছাল? মাত্র এক মাসের মধ্যে প্রথমে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আমতলা পার্টি অফিস ভাঙচুর এবং তারপরে খাস কলকাতায় পার্টি অফিস ভাঙচুরের ঘটনার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই বলে দাবি করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সরাসরি বিচার ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ চাওয়ার পাশাপাশি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন, 'কোনও রাজনৈতিক দল বা সংশ্লিষ্ট গুন্ডাবাহিনী আইনের ঊর্ধ্বে হতে পারে না। এই হিংসার নেপথ্যে কারা মাস্টারমাইন্ড, কারা এই হামলার পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছে, তা অবিলম্বে খুঁজে বের করতে হবে এবং হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। আর যথেষ্ট নয়-এবার অ্যাকশন চাই।' তিনি সরাসরি রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁরা কি এখনও চোখ বুজে থাকবেন?

অভিযোগ ওড়ালেন শমীক

তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ঘটনায় বিজেপির কোনও যোগসূত্র নেই। সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তাঁর দাবি, বিজেপি যদি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পথে চলত, তাহলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল ক্ষমতায় আসতে পারত না।শমীকের কথায়, 'কেন্দ্রে বিজেপির বদলে কংগ্রেস সরকার থাকলে তৃণমূল যে ধরনের রাজনীতি করেছে, তাতে তারা ২০২১ সালে ক্ষমতায় আসতে পারত না। বিজেপি যদি আক্রমণের রাজনীতি করত, তাহলে অনেক আগেই তা করতে পারত।' তাঁর অভিযোগ,

প্রতিহিংসার রাজনীতি বরং তৃণমূল ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনাকে ঘিরে আরও প্রশ্ন তুলে বিজেপি নেতা বলেন, ওই এলাকায় তৃণমূলের কোনও আনুষ্ঠানিক দলীয় কার্যালয় রয়েছে বলেই তিনি জানেন না। তাঁর স্পষ্ট দাবি, ওই হামলার ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।

ফেসবুক লাইভে হুঙ্কার মমতার

আমাদের দফতরে মধ্যরাতে গুন্ডা পাঠিয়েছে বিজেপি, সব নোট করে রাখছি, চিরকাল বিজেপি থাকবে না

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আমাদের দফতরে মধ্যরাতে গুন্ডা পাঠিয়েছে বিজেপি। কাগজপত্র, দলিল, রেকর্ড সব তছনছ করা হয়েছে। আমাদের চার জনকে ভিতরে আটকে রাখা হয়েছিল, অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। নাকের ডগায় শেক্সপিয়র সরণি থানা। ওই থানা-সহ একাধিক থানার ভূমিকা আমরা নোট করে রাখছি। চিরকাল বিজেপি থাকবে না।' বৃহস্পতিবার বিকেলে এভাবেই ফেসবুক লাইভে এসে হুঙ্কার দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনাকে 'মধ্যরাতের বর্বরতা' বলে উল্লেখ করে মমতা বলেন, 'খাস কলকাতার বুকে যাঁরা মধ্যরাতে বর্বরতা চালাচ্ছে, তারা গ্রামবাংলায় কী করছে, ভাবা দরকার।' বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর পুলিশ রক্ষক থেকে ভক্ষক হয়ে উঠেছে, অভিযোগ মমতার। তিনি জানান, যে সমস্ত অফিসার পুলিশের উর্দিকে সম্মান করে রক্ষক হিসেবে কাজ করেন, তাঁদের তিনিও শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করে, সাক্ষীকে গুলি করে কেউ কেউ 'ভক্ষক' হয়ে উঠেছেন। তাঁদের জন্য কোনও সম্মান নেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। এ প্রসঙ্গে বারুইপুরের গণধর্ষণকাণ্ড এবং অভিযুক্তের এনকাউন্টারে পুলিশের ভূমিকার কথাও মমতা উল্লেখ করেছেন। বিজেপির নানাবিধ 'অত্যাচার'-এর কথা বলে দিল্লি পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা। বলেছেন, 'দরকার হলে দিল্লি পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন করব। কত দিন আটকাবেন? কত দিন অত্যাচার চলবে? অত্যাচার বন্ধ না হলে আমি দিল্লি যাব এবং সেখানে বিজেপি নেতাদের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসব। এখানে হকারেরা কাঁদছেন, দোকান ভাঙা হচ্ছে কোনও বিকল্প ছা়ড়াই। মধ্যরাতে অপারেশন চালানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে শান্তিতে থাকতে দিন। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সেটা। না হলে মানুষ ললিপপ ধরিয়ে দেবে।' বিরোধী স্বরকে বেশি দিনের জন্য দমিয়ে রাখা যাবে না, মনে করেন মমতা। তাঁর দাবি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি কোনও নিরাপত্তাই পান না রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। এ বিষয়ে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'কোথায় জ়েড প্লাস? এখানে একটাও সিকিউরিটি নেই।

এরপর ৪ পৃঃ

রেশন দোকানগুলি নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

চাল ও গমের পাশাপাশি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীও যাতে সাধারণ মানুষের কাছে ন্যায্য মূল্যে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই লক্ষ্যে দেশের রেশন দোকানগুলিকে 'ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়কেন্দ্র' হিসেবে অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই উদ্যোগে কৃষি সমবায় বিপণন সংস্থা ন্যাফেডের মাধ্যমে রেশন দোকানগুলিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি ন্যাফেড এবং সর্বভারতীয় ন্যায্য মূল্যের রেশন দোকান মালিক ফেডারেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত ও সম্পাদিত হয়েছে। এর ফলে রেশন দোকানগুলিকে শুধু খাদ্যশস্য বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে না দেখে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হল।সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানিয়েছেন, দেশের প্রায় ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৫১ জন রেশন দোকানদারের পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ ও সমন্বয়ের কাজ করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রান্তিক ও গ্রামীণ এলাকার মানুষও সহজে ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য পেতে পারবেন। এই ব্যবস্থায় ন্যাফেডের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে রেশন দোকান মালিকদের সংগঠন।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা রেশন দোকানগুলিকে এই ব্যবস্থার আওতায় এনে সাধারণ মানুষের সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।চাল ও গমের মতো খাদ্যশস্যের পাশাপাশি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীও যদি রেশন দোকানে ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়, তা হলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বাজারের চাপ কিছুটা কমতে পারে।

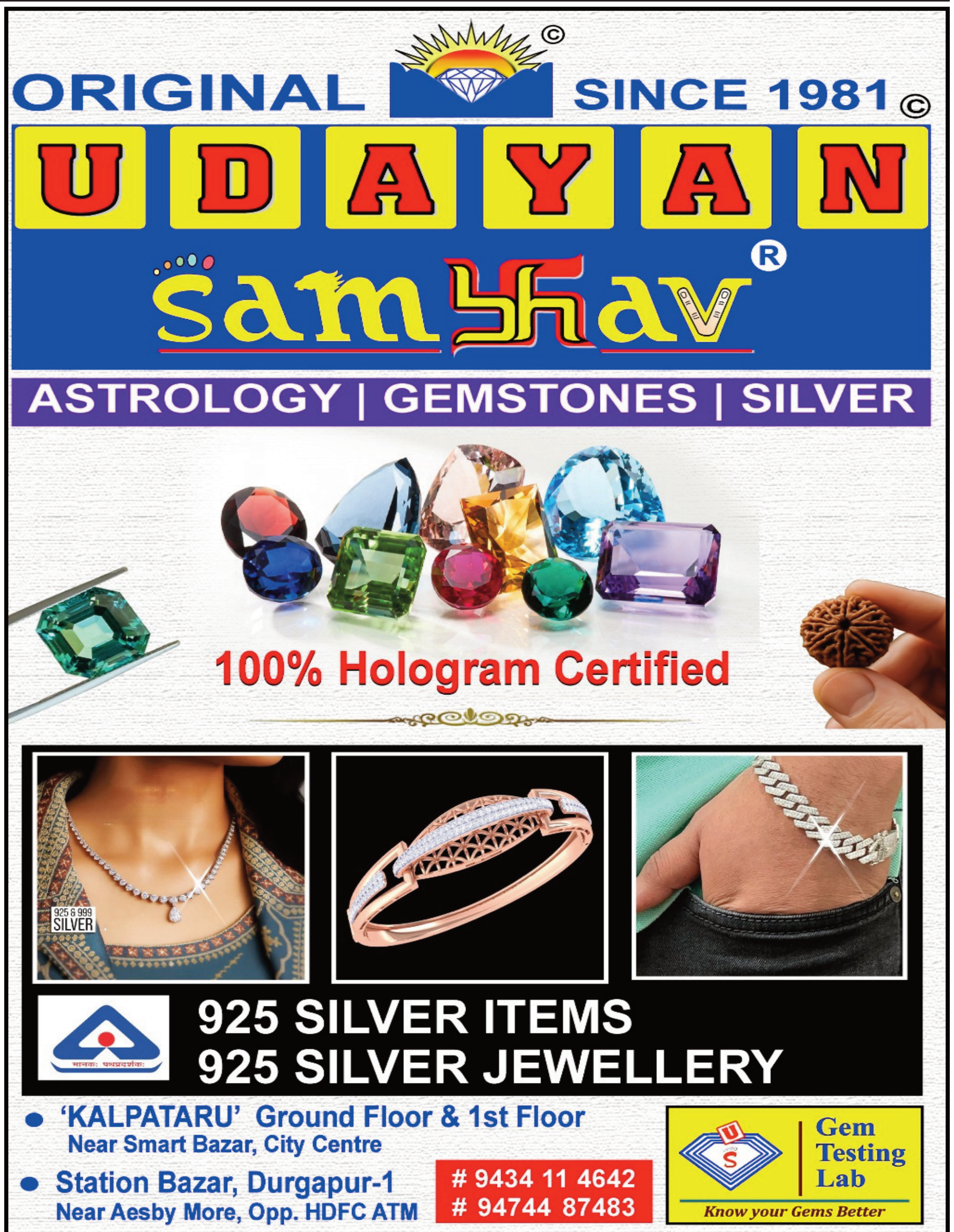

চাপে ফিরহাদ

নিউ আলিপুরে ফিরহাদের দুই সংস্থার অফিসে তল্লাশি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছেড়ে 'ভালো তৃণমূল ' হয়েও লাভ হল না। কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিমের দু'টি সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালানোর ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার দুপুরে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের কয়েক জন সদস্য নিউ আলিপুরের টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এলাকায় ওই দুই সংস্থার দফতরে হানা দেন। সংস্থার ওয়েবসাইট অনুযায়ী 'হাকিম পলিমেকার এবং হাকিম কেমিক্যালস'-এর মালিক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, যিনি রাজনৈতিক মহলে ববি নামেই পরিচিত। বৃহস্পতিবার নিউ আলিপুরের ওই দু'টি অফিসে তল্লাশি চালান প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের তিন সদস্যের একটি দল। তাদের সঙ্গে ছিল পুলিশও। তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, যে দু'টি সংস্থার অফিসে তল্লাশি চালানো হয়েছে, সেগুলি হল 'হাকিম পলিমেকার্স প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'হাকিম কেমিক্যালস'। নিউ আলিপুরে অবস্থিত সংস্থাগুলির অফিসে এদিন বেশ কিছুক্ষণ ধরে তল্লাশি ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার কাজ চলে। তল্লাশি ঘিরে এলাকায় পুলিশের উপস্থিতিও খেয়াল করা যায়। সংস্থাগুলির ওয়েবসাইটেও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ফিরহাদ হাকিমের নাম উল্লেখ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সেই কারণে তল্লাশির খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই এই ঘটনায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তল্লাশি চলাকালীন সংস্থার বিভিন্ন নথি, কাগজপত্র এবং অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে ঠিক কোন অভিযোগ বা কোন নির্দিষ্ট মামলার সূত্র ধরে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে, তা নিয়ে তদন্তকারী সংস্থার তরফে এখনও বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তল্লাশি অভিযানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের তিন সদস্যের পাশাপাশি পুলিশ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। ফলে অভিযানের গুরুত্ব আরও বেড়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। তবে তল্লাশিতে ঠিক কী কী নথি বা তথ্য হাতে এসেছে, সে বিষয়েও এখনও কোনও সরকারি বিবৃতি সামনে আসেনি। এদিকে, গোটা ঘটনা নিয়ে ফিরহাদ হাকিমের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি তল্লাশি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ফলে তদন্তকারী দলের অভিযান ঘিরে তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন।

সকালের শিরোনাম
সম্পাদকীয়
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ শুক্রবার

আজও সমকালীন...

উত্তম কুমারের অভিনয় পঞ্চাশের দশকেও আধুনিক, আজও সমকালীন অভিনেতা হিসেবে উত্তম কুমারের থেকে শিখেছি, ওঁর আধুনিক অভিনয় করার দক্ষতা। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও সেই দক্ষতা অত্যন্ত বিস্ময়কর। পঞ্চাশ, ষাট বা ষাটের দশকের শেষের দিকে ওঁর যে সমস্ত জনপ্রিয় ছবি তৈরি হয়েছে, সেগুলির দিকে যদি ফিরে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে তিনি এক অনন্য অভিনয়শৈলী তৈরি করেছিলেন।সেই সময়কার তাঁর সহ-অভিনেতা যাঁরা ছিলেন;যেমন ছবি বিশ্বাস, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, জিবেন বসু, অসিতবরণ কিংবা জহর গাঙ্গুলি;তাঁদের অভিনয়ের মধ্যে এক ধরনের প্রাচীন রীতি খুঁজে পাওয়া যায়। সাধারণ রঙ্গালয় বা যাত্রার ঢঙে সুর করে সংলাপ বলার একটি রীতি সেখানে ছিল, যা আজকের দিনে হয়তো কিছুটা সেকেলে মনে হতে পারে। এঁরা প্রত্যেকেই অসাধারণ মাপের অভিনেতা, কিন্তু তাঁদের সেই নাটুকে ঘরানা আজকের সময়ের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না।বিস্ময়ের জায়গাটা ঠিক এখানেই। উত্তম কুমার সেই পঞ্চাশ-ষাটের দশকে তাঁদের মাঝে দাঁড়িয়েও এমন একটি অভিনয়শৈলী তুলে ধরেছিলেন, যা সমকালের সেই অতি অভিনয়ের সঙ্গেও মানিয়ে যেত, আবার আজকের সময়ের নিরিখেও অত্যন্ত আধুনিক ও সমকালীন মনে হয়। এই দুইয়ের যে একটা বিস্ময়কর সহাবস্থান, তার রসায়ন আজও আমি পুরোপুরি মিলিয়ে উঠতে পারিনি।সেই সময়ে তিনি কীভাবে এতখানি ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করেছিলেন, তা সত্যিই ভাবার মতো। তাঁর অভিনয় সেই সময়কার অভিনয়ের সঙ্গেও মিশে যেত, খাপছাড়া মনে হতো না; অথচ আজকের দিনে সেই একই কাজ দেখলে মনে হয় তা আজকের অভিনয়রীতিরই এক বিস্তার।উত্তম কুমার কীভাবে সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তা আমার জানা নেই; তবে অভিনেতা হিসেবে সেই জাদুটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা আমি সবসময়ই করি। আজ আমরা যে অভিনয়কে অত্যন্ত আধুনিক বলে মনে করছি, ত্রিশ বছর পর তা কিন্তু আর আধুনিক থাকবে না। এখন পৃথিবী উন্মুক্ত হওয়ায় প্রতিনিয়ত অভিনয়ের ব্যাকরণ বদলে যাচ্ছে। বিশ্বের যে প্রান্তেরই অভিনয় হোক না কেন, চোখের পলকে তা দর্শকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান যে গতিতে এগোচ্ছে, শিল্পের প্রকাশমাধ্যমও ঠিক সেই গতিতেই রূপ বদলাচ্ছে। ফলে উত্তম কুমারের সময়ের তুলনায় এখনকার অভিনয়শৈলী নিত্যনতুন আঙ্গিকে আধুনিক রূপ নিচ্ছে।এই পরিবর্তনের নিরিখে বারবার ওঁর কাজ দেখে আমি বোঝার চেষ্টা করি, যে কোন জায়গায় উনি বিষয়টাকে সারস্বত করে দিচ্ছেন। সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়ার এই শিল্পরীতি উত্তম কুমারের থেকে আমি অভিনেতা হিসেবে প্রতিনিয়ত শিখ ছি। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বের চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও এমন অভিনয়ের দৃষ্টান্ত মেলা ভার। এই জায়গায় তিনি অতুলনীয়, অনন্য।উত্তম কুমারের থেকে আরও একটি বড় শিক্ষা নেওয়ার মতো বিষয় হলো তাঁর চরিত্র নির্বাচন। আশির দশকে তাঁর মৃত্যু হবে;তা নিশ্চয়ই তাঁর জানা ছিল না; অথচ সত্তরের দশকের মাঝামাঝি, বিশেষত ১৯৭৩-৭৪ সালের পর যখন তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে, তখন থেকেই তিনি মূল চরিত্রে থেকেও নিজের বয়সোচিত চরিত্র বেছে নিতে শুরু করেছিলেন।এই সময় 'বাঘ বন্দী খেলা', 'অগ্নীশ্বর', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'ব্রজবুলি' কিংবা 'দুই পৃথিবী'র মতো ছবিতে তাঁর অভিনয় এক দৃষ্টান্ত। একজন অভিনেতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন মহাতারকা। প্রমথেশ বড়ুয়ার পর বাংলায় ওই পর্যায়ের তারকাখ্যাতি আর কারোর ছিল না, এবং তাঁর পরেও তা দেখা যায়নি।সেই শিখরে দাঁড়িয়ে তিনি এমন সব চরিত্র বেছে নিয়েছিলেন, যা তাঁর বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রগুলি পুরোপুরি গ্ল্যামারহীন। এই উপমহাদেশে খ্যাতির চূড়োয় বসে এমন ঝুঁকিপূর্ণ চরিত্র নির্বাচনের সাহস আর কোনো তারকা দেখাতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।উত্তম কুমারের থেকে একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে শেখার মতো;চরিত্রের মধ্যে 'হিরো' বলে আলাদা কিছু হয় না। হিরো সে-ই, যে মূল চরিত্র, এবং সেই চরিত্র যেকোনো বয়সের হতে পারে, চেহারা যেমন খুশি হতে পারে; তা হতে পারে পাকা চুলের কিংবা পুরোপুরি রূপটানহীন। 'বাঘ বন্দী খেলা' ছবিতে তিনি যেভাবে একটি সম্পূর্ণ নেতিবাচক চরিত্রে রূপদান করেছিলেন, তা ছিল এক বিরাট পরীক্ষামূলক বিষয়। সেই সময়ে যেকোনো মূলধারার নায়কের পক্ষে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। সমগ্র ভারতের নিরিখে যদি তাঁর সমকালীন তারকাদের দেখা যায়;দিলীপ কুমার, দেব আনন্দ, রাজ কাপুর কিংবা রাজেন্দ্র কুমার;তাঁদের কেউই খ্যাতির মধ্যগগনে এমন চরিত্র বেছে নেওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি। সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তই উত্তম কুমারকে আলাদা করে দেয়।

স্মৃতির পাতা থেকে

হরিবংশ রাই বচ্চন

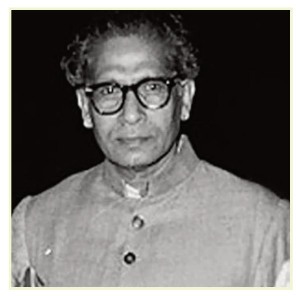

হরিবংশ রাই বচ্চন ২৭ নভেম্বর ১৯০৭ , ১৮ জানুয়ারি ২০০৩) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় কবি এবং বিশ শতকের সূচনাকালে হিন্দি সাহিত্যজগতের 'নঈ কবিতা সাহিত্য আন্দোলন' এর (রোমান্টিক ধারার) অন্যতম লেখক। তার মধুশালা, মধুবালা, ও মধুকলশ এই কাব্যগ্রন্থত্রয়ীকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রখ্যাত সমাজকর্মী তেজী বচ্চন হলেন তার পত্নী। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য চিত্রতারকা অমিতাভ বচ্চন এবং অজিতাভ বচ্চনের পিতা। তিনি অভিষেক বচ্চনের পিতামহ। ভারত সরকার ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দি সাহিত্যে অবদানের জন্য তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণ প্রদান করে। হরিবংশ রাই শ্রীবাস্তব ১৯০৭ খি স্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তৎকালীন আগ্রা ও অবধের যুক্তপ্রদেশ বর্তমানে উত্তর প্রদেশের বাবুপট্টিতে অবধের ' শ্রীবাস্তব' পদবির এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে। পিতা প্রতাপনারায়ণ শ্রীবাস্তব এবং মাতা সরস্বতী দেবী শ্রীবাস্তব। হরিবংশ কবিতা লেখার সময় ত্বচ্চনদ ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন এবং সেই থেকেই তার পদবিতে শ্রীবাস্তব-এর পরিবর্তে বচ্চন ব্যবহৃত হতে থাকে। এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা ও পুর-বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৯৪১ খি স্টাব্দ হতে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পডাশোনা করে এম.এ পাশ করেন। এরপর যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সেন্ট ক্যাথরিন'স কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস -এর কবিতা নিয়ে গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।পেশাগত জীবনে হরিবংশ রাই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যায়ে গবেষণা শেষ করে দেশে ফিরে এক বৎসর অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীতে বেশ কিছুদিন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে প্রযোজক রূপে। নিযুক্ত হন। এলাহাবাদে অবস্থালকালে জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সুবাদে তিনি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ হতে দীর্ঘ দশ বৎসর ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকে বিশেষ কর্মকর্তারূপে কাজ করেন। দপ্তরে নানা গুরুত্বপূর্ণ ইংরাজীর নথিপত্র হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং এইভাবে তিনি হিন্দিকে ভারতের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে উন্নীত করতে সক্ষম হন। তবে পেশাগতভাবে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থেকেও হরিবংশ রাই মূলত কবি হিসাবে হিন্দি সাহিত্য জগতে এক বিশেষস্থান অর্জন করে আছেন।হরিবংশ রাই বচ্চন ইংরাজি ভাষা ছাড়াও হিন্দি ও অবধি ভাষায় সাবলীল ছিলেন। তিনি দেবনাগরী লিপিতে হিন্দির এক বৃহৎ শব্দভাণ্ডারে গড়ে ছিলেন। তিনি ফরাসি লিপি জানতেন না,তবুও তিনি ফরাসি ও উর্দু কবিতা বিশেষ করে ওমর খৈয়াম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।হরিবংশ রাই বচ্চন ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, শোক-সন্তাপ, চাওয়া-পাওয়া, দারিদ্র্য সহ নানা অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তার কবিতায়। স্পর্শকাতর অনুভূতি, গভীর আবেগ সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে বলেই তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে হরিবংশ রায় বচ্চন তার দো চট্টানেঁ কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ওই বৎসরেই তিনি 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার' ও আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের 'লোটাস পুরস্কার'-এ ভূষিত হন। তার চার খণ্ডে বিভক্ত আত্মজীবনীর জন্য বিড়লা ফাউন্ডেশন প্রথম সরস্বতী সম্মান প্রদান করে। সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষণ প্রদান করে।হরিবংশ রাই বচ্চন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে শ্যামা দেবীকে বিবাহ করেন, কিন্তু ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে শ্যামা দেবীর মৃত্যু হলে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে লাহোর কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা সমাজকর্মী তেজবন্ত কৌরি সুরিকে বিবাহ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য ও তাঁর চিরন্তন জীবনদর্শন

সুব্রত পাল, শিলচর, অসম

সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক দর্শনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমব্রহ্মের পূর্ণ অবতার, প্রেম, জ্ঞান, কর্ম ও ধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-য় স্বয়ং ভগবান ঘোষণা করেছেন, ‖যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।‖ অর্থাৎ যখনই ধর্মের অবক্ষয় এবং অধর্মের প্রাবল্য ঘটে, তখনই ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। দ্বাপর যুগে অত্যাচারী কংসের শাসনে মথুরা ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদ যখন অধর্ম ও অত্যাচারে ভারাক্রান্ত, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভে আবির্ভূত হন। ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির সেই পবিত্র নিশি তাই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে শুধু একটি ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক স্মৃতির দিন নয়, এটি ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অশুভের বিনাশ, সত্যের জয় এবং পরমেশ্বরের করুণাময় আবির্ভাবের পবিত্র তিথি। এই মহাপবিত্র তিথিই আজ বিশ্বজুড়ে ভক্তিভরে পালিত হয় শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব। জন্মরাত্রিকাল থেকেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী নামে ভারতবর্ষের অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়। সনাতনী পঞ্জিকা অনুসারে ভাদ্রপদ বা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মাষ্টমী পালিত হয়। এই দিনটি একজন দেবতার জন্মদিনের পাশাপাশি, সত্যের কাছে অসত্যের পরাজয়, ধর্মের কাছে অধর্মের পরাজয় এবং অন্ধকারের ভিতর থেকে আলোর আবির্ভাবের প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হয়। কারাগারের অন্ধকারে জন্ম নিলেন আলো; পুরাণ ও মহাভারত-ভিত্তিক কৃষ্ণকথায় বলা হয়েছে, মথুরার রাজা কংস জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর বোন দেবকীর অষ্টম সন্তানই তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। ভবিষ্যদ্বাণীর আতঙ্কে কংস দেবকী ও তাঁর স্বামী বাসুদেবকে কারাগারে বন্দি করেন। দেবকীর প্রথম ছয় সন্তানকে কংস হত্যা করেন। সপ্তম সন্তান বলরামকে অলৌকিকভাবে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তর করা হয় বলে কৃষ্ণকথায় বর্ণিত।

অবশেষে আসে সেই প্রতীক্ষিত অষ্টমী রাত্রি। ঝড়-বৃষ্টিতে যখন মথুরার রাত আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, তখন দেবকীর গর্ভে জন্ম নিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কারাগারের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, প্রহরীরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয় এবং বাসুদেব নবজাতক কৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পেরিয়ে গোকুলের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে নন্দ ও যশোদার গৃহে কৃষ্ণের শৈশবলীলা শুরু হয়। এই কাহিনি ভারতীয় সনাতন ধর্মীয় ভক্তি-সংস্কৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত। এই জন্মকাহিনির মধ্যে একটি গভীর প্রতীকী অর্থও রয়েছে। অন্ধকার কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম যেন মানুষের অন্তরের অন্ধকারে চেতনার জন্ম। যেখানে ভয় আছে, সেখানে সাহস, যেখানে অন্যায় আছে, সেখানে ন্যায়, যেখানে হতাশা আছে, সেখানে আশার আবির্ভাব। কৃষ্ণ একই সঙ্গে শিশু, প্রেমিক, বন্ধু, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক; শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হল তাঁর বহুমাত্রিকতা। গোকুলের ছোট্ট কৃষ্ণ কখনও মাখনচোর, কখনও গোপাল, কখনও মায়ের আদরের কানাই। বৃন্দাবনে তিনি বাঁশির সুরে গোপ-গোপীদের হৃদয় জয় করেছেন। রাধার সঙ্গে তাঁর প্রেম ভারতীয় ভক্তি সাহিত্যে প্রেমের এক অতুলনীয় আধ্যাত্মিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আবার সেই কৃষ্ণই পরবর্তীকালে মহাভারতের রাজনৈতিক ও নৈতিক সংকটের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি পাণ্ডবদের বন্ধু, অর্জুনের সারথি এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে মানবজাতিকে দিয়েছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অমর শিক্ষা। এই কারণেই কৃষ্ণকে কেবল একটি নির্দিষ্ট

ধর্মীয় পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি ভারতীয় মননের এক বিশাল প্রতীক। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ প্রেম ও ভক্তির অনন্ত সুর; কৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত বৃন্দাবন, গোকুল, নন্দগাঁও, বরসানা ও গোবর্ধন। এই সমগ্র অঞ্চলকে বলা হয় ব্রজভূমি। সরকারি পর্যটন তথ্যেও মথুরা ও বৃন্দাবনকে কৃষ্ণ-সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ যেন রাজা নন, তিনি মানুষের ঘরের আপনজন। তাঁর হাতে রাজদণ্ড নেই, আছে বাঁশি। তাঁর চারপাশে রাজপ্রাসাদের চাকচিক্য নেই, আছে গোপালদের সরল জীবন, গরু, যমুনার তীর, কদম্বতল আর বৃন্দাবনের নিধুবন, মধুবন, কুঞ্জবন। কৃষ্ণের বাঁশি তাই শুধু একটি বাদ্যযন্ত্র নয়। ভক্তের কাছে সেটি আত্মসমর্পণের প্রতীক। বাঁশির নিজের কোনো সুর নেই, শিল্পীর ঠোঁটের স্পর্শেই সে সুর পায়। ঠিক তেমনই মানুষ যখন নিজের অহংকার সরিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন তার জীবনেও জন্ম নিতে পারে এক নতুন সুর।

রাধা-কৃষ্ণ প্রেম যখন ভক্তিতে উত্তীর্ণ হয়; ভারতীয় সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম একটি অনন্য অধ্যায়। এই প্রেমকে শুধুমাত্র পার্থিব প্রেমের সীমায় বিচার করলে এর গভীরতা ধরা যায় না। বৈষ্ণব ভাবধারায় রাধা হলেন পরম ভক্তির প্রতীক এবং কৃষ্ণ পরম আরাধ্য।

বিরহ এখানে কেবল বিচ্ছেদের বেদনা নয়, বরং ঈশ্বরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। তাই রাধার বিরহে যেমন অশ্রু আছে, তেমনই আছে ভক্তির সর্বোচ্চ আকুলতা। বাংলা পদাবলি সাহিত্য, মৈথিলি পদ, ব্রজভাষার ভক্তিগীতি এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কীর্তন ও লোকসংস্কৃতিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করে এসেছে। গোবর্ধন থেকে কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণের কর্মদর্শন;ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা হল কর্মের মর্যাদা। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন যখন আপনজনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন কৃষ্ণ তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার কেন্দ্রে ছিল কর্তব্য, আত্মসংযম, অনাসক্তি এবং ধর্মবোধ। গীতার বহুল উদ্ধৃত শিক্ষা ‖কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন‖ অর্থাৎ মানুষের অধিকার কর্মে, কর্মফলের ওপর নয়। এই শিক্ষার অর্থ কর্মফলকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা নয়। বরং নিজের কর্তব্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা এবং ফলের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে নিজের নৈতিকতা ও কর্তব্যবোধকে বিসর্জন না দেওয়াই এর মূল শিক্ষা। আজকের প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতেও এই দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু শুধুমাত্র ফলের পেছনে ছুটতে গিয়ে যদি মানুষ নীতি, সততা ও মানবিকতা হারিয়ে ফেলে, তবে সেই সাফল্য শেষ পর্যন্ত অর্থহীন হয়ে যায়।

ধর্মের অর্থ কী? কৃষ্ণের দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধর্ম। ধর্ম এখানে কেবল কোনো আচার বা সম্প্রদায়ের পরিচয় নয়। ধর্ম মানে ন্যায়, কর্তব্য, সত্য এবং সঠিক কাজের প্রতি অটল থাকা। গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন ‖যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত...‖ অর্থাৎ যখনই ধর্মের অবক্ষয় এবং অধর্মের প্রাবল্য ঘটে, তখন ন্যায় ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই বক্তব্যের গভীরে রয়েছে একটি চিরন্তন মানবিক সত্য অন্যায় কখনও চিরস্থায়ী নয়। কংস যত শক্তিশালীই হোন, তাঁর পতন হয়েছে। দুর্যোধনের ক্ষমতা যত বিস্তৃতই হোক, অন্যায়ের পরিণতি থেকে তিনি রক্ষা পাননি। অর্থাৎ ক্ষমতা যদি ন্যায়বোধহীন হয়, তবে তার ভিত যত শক্তই মনে হোক, একদিন না একদিন তা ভেঙে পড়ে। জন্মাষ্টমীর উপবাস ও মধ্যরাত্রির আরাধনা- জন্মাষ্টমীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল উপবাস, জাগরণ, কীর্তন, ভজন, গীতাপাঠ, কৃষ্ণলীলা ও মধ্যরাত্রিতে কৃষ্ণজন্মের উৎসব উদযাপন। বহু মন্দিরে ফুল ও আলো দিয়ে সাজানো হয় কৃষ্ণের বিগ্রহ। মধ্যরাত্রিতে শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি ও 'জয় শ্রীকৃষ্ণ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। অনেক পরিবারে শিশুকৃষ্ণের ছোট্ট পদচিহ্ন ঘরের প্রবেশপথ থেকে পূজার স্থানের দিকে আঁকা হয়। এর মধ্যে রয়েছে অপূর্ব এক প্রতীকী ভাবনা কৃষ্ণ যেন বাইরে থেকে নয়, মানুষের ঘরে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করছেন। কোথাও কৃষ্ণের জন্মের পর তাঁকে দোলনায় বসানো হয়, কোথাও মাখন-মিশ্রি, দুধ, দই, ক্ষীরসহ নানা নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। আবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত হয় দধি-হান্ডি, যেখানে কৃষ্ণের বাল্যকালের মাখনপ্রিয়তার স্মৃতিকে কেন্দ্র করে মানবপিরামিড তৈরি করে উঁচুতে বাঁধা দইয়ের হাঁড়ি ভাঙার উৎসব হয়। জন্মাষ্টমী শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এক বিশাল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য; ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জন্মাষ্টমীর উদযাপনের ধরন আলাদা হলেও তার প্রাণ এক। মথুরা ও বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা, রাসলীলা, কীর্তন, ঝাঁকি ও বিশেষ পূজা জন্মাষ্টমীকে এক অনন্য আধ্যাত্মিক উৎসবে পরিণত করে।

ব্রজভূমিতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, বরসানা, নন্দগাঁও ও গোবর্ধনজুড়ে বিশেষ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আয়োজন হয়। আবার অসম ও মণিপুরের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষ করে বরাক উপত্যকার শিলচরের হরি মন্দির, শ্যামসুন্দর জিউর আখড়া, রাধামাধব মন্দির, গোপাল আখড়া সহ শ্রীভূমি, হাইলাকান্দি শহরের অঞ্চলগুলিতেও কৃষ্ণভক্তির বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। রাসলীলা ও বৈষ্ণব সংস্কৃতি এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। অর্থাৎ জন্মাষ্টমী একদিকে যেমন ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎসব, অন্যদিকে তেমনই ভারতীয় সংগীত, নৃত্য, নাট্য, লোকসংস্কৃতি ও ভক্তিসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারক। কৃষ্ণ আজও কেন প্রাসঙ্গিক? প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাজার হাজার বছর ধরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা মানুষ কেন শুনে আসছে? কারণ কৃষ্ণের শিক্ষা শুধু প্রাচীন ভারতের জন্য নয়। আজ মানুষ প্রযুক্তিতে উন্নত, কিন্তু মানসিক অস্থিরতা কমেনি। অর্থ বেড়েছে, কিন্তু শান্তি সবসময় বাড়েনি। যোগাযোগের মাধ্যম বেড়েছে, কিন্তু মানুষের মধ্যে দূরত্বও অনেক সময় বেড়েছে। এই সময়ে কৃষ্ণের শিক্ষা নতুন করে আমাদের ভাবতে শেখায়। তিনি বলেন কর্তব্যের কথা,তিনি বলেন আত্মসংযমের কথা, তিনি বলেন জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের কথা,তিনি বলেন অহংকার ত্যাগের কথা, তিনি বলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা, তিনি বলেন মানুষের অন্তর্গত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার কথা। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি শেখান যে সংকটের মুহূর্তেও মানুষকে নিজের বিবেক হারালে চলবে না। জন্মাষ্টমীর প্রকৃত শিক্ষা; জন্মাষ্টমীর দিনে আমরা যদি শুধু উপবাস করি, মন্দিরে যাই, কৃষ্ণের মূর্তিতে ফুল দিই, কিন্তু জীবনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই, দুর্বলকে অবহেলা করি, অসত্যকে সমর্থন করি, তবে কৃষ্ণজন্মের প্রকৃত তাৎপর্য আমাদের জীবনে সম্পূর্ণ হয় না। কৃষ্ণের জন্ম যেন আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেও একটি প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে আমার জীবনের অন্ধকার কতটা দূর হয়েছে? আমার মধ্যে কি কংসের মতো অহংকার আছে? আমার আচরণে কি দুর্যোধনের মতো অন্যায় আছে? আমার মনে কি অর্জুনের মতো দ্বিধা আছে? আর সেই দ্বিধার মধ্যে কি কৃষ্ণের মতো বিবেকের কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি? এই আত্মজিজ্ঞাসাই হতে পারে জন্মাষ্টমীর সবচেয়ে বড় সাধনা। অন্ধকারের মধ্যে আলো; শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল কারাগারের অন্ধকারে। সেই অন্ধকার যেন আজও আমাদের কাছে একটি প্রতীক।

পৃথিবীতে যখন হিংসা বাড়ে, তখন কৃষ্ণের করুণা মনে পড়ে। যখন অন্যায় বাড়ে, তখন কৃষ্ণের ধর্মবোধ মনে পড়ে। যখন মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে, তখন গীতার কর্মযোগ মনে পড়ে। যখন অহংকার মানুষকে গ্রাস করে, তখন কৃষ্ণের সরল বাঁশির সুর মনে পড়ে। আর যখন ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে যেতে বসে, তখন বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণের প্রেম আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সত্যিকারের প্রেমের ভিতরে অধিকার নয়, আছে আত্মসমর্পণ। তাই জন্মাষ্টমী আসলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনের পাশাপাশি এটি মানুষের ভিতরে নতুন করে সত্য, প্রেম, ন্যায় ও চেতনার জন্ম দেওয়ার দিন। আজও মধ্যরাত্রিতে যখন মন্দিরের ঘণ্টা বেজে ওঠে, শঙ্খধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হয় এবং হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'জয় শ্রীকৃষ্ণ', তখন মনে হয় সেই প্রাচীন মথুরার কারাগারের অন্ধকার যেন আবার ভেদ করে আলো বেরিয়ে আসছে। সেই আলো কোনো একটি যুগের জন্য নয়। সেই আলো মানুষের জন্য। সেই আলো সত্যের জন্য। সেই আলো প্রেমের জন্য। সেই আলো ধর্মের জন্য। শ্রীকৃষ্ণের আলো আমাদের অন্তরকে সত্য, প্রেম, শান্তি ও মানবিকতার আলোয় আলোকিত করুক। তাঁর বাণী আমাদের কর্মে নিষ্ঠা, জীবনে সততা এবং হৃদয়ে ভক্তির পথ দেখাক। মানুষের মনে যতদিন ভালোবাসা, সত্য ও কল্যাণের সাধনা জাগ্রত থাকবে, ততদিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীও আমাদের জীবনে নতুন আশা, নতুন চেতনা ও নতুন আলোর বার্তা নিয়ে ফিরে আসবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ও করুণায় সকলের জীবন পূর্ণ হোক। ধর্ম, সত্য, শান্তি ও মানবতার আলোয় আলোকিত হোক আমাদের সমাজ ও পৃথিবী। জয় শ্রীকৃষ্ণ।

সরকারি স্কুলে সংবাদমাধ্যম ও বহিরাগতদের প্রবেশে বিধিনিষেধ

জনস্বার্থ মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নতুন দিল্লি

রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের সরকারি স্কুলগুলিতে বহিরাগত, সাংবাদিক, সমাজকর্মী এবং সামাজিক মাধ্যমের প্রতিনিধিদের অবাধ প্রবেশ, ভিডিওগ্রাফি ও সরাসরি সম্প্রচারের ওপর শিক্ষা দপ্তরের জারি করা নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা সরাসরি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি পি এস নরসিমহা এবং বিচারপতি অলোক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি শুনতে পুরোপুরি অস্বীকার করে সাফ জানিয়ে দেয়, সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে এই রিট আবেদনটি গ্রহণ করতে আদালত কোনোভাবেই প্রস্তুত নয়। গ্রামীণ সরকারি বিদ্যালয়গুলির ভেঙে পড়া পরিকাঠামোর ত্রুটি প্রকাশ্যে আনতে ককরোচ জনতা পার্টির ঘোষিত 'স্কুল ঠিক করো' প্রচার অভিযানের আবহে দুই রাজ্যের এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ অত্যন্ত বিতর্কিত হয়ে উঠেছিল। রাজস্থানের মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার ১৬ আগস্টের নির্দেশিকায় প্রধান শিক্ষকের লিখিত অনুমতি ছাড়া স্কুলে প্রবেশ বা ছবি তোলার ওপর কড়া নজরদারি চালু করা হয়। একইভাবে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা জেলা মৌলিক শিক্ষা আধিকারিকের ১৯ আগস্টের নির্দেশ ছাড়াও আজমগড়, বালিয়া, বস্তি, বলরামপুর, শামলি ও আগ্রা জেলায় অননুমোদিত প্রবেশ ও ভিডিও রেকর্ডিং নিষিদ্ধ করে পৃথক ফরমান জারি করা হয়েছিল। আবেদনকারী প্রিয়া মিশ্রের পক্ষে আদালতে যুক্তি দেওয়া হয় যে, এই ঢালাও নিষেধাজ্ঞা সংবিধানের ১৪, ১৯(১)(ক), ১৯(১)(ছ), ২১ এবং ২১-এ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বাকস্বাধীনতা ও সাংবাদিকতার মৌলিক অধিকারকে চরমভাবে লঙ্ঘন করে। পিটিশনে সওয়াল করা হয়েছিল, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষার প্রয়োজন থাকলেও স্কুলবাড়ির শ্রেণিকক্ষ, শৌচাগার, পরিশ্রুত পানীয় জল, বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং মিড-ডে মিলের পরিকাঠামোগত বেহাল দশা তুলে ধরার অধিকার খর্ব করা যায় না।

খবর

যুদ্ধবিমান নয়, এবার আঞ্চলিক উড়ানের দায়িত্বে বালাকোটের নায়ক অভিনন্দন

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল

পাকিস্তানের মাটিতে ঢুকে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ধ্বংস করে অসামান্য বীরত্ব দেখানো বীরচক্রজয়ী বায়ুসেনা আধিকারিক গ্রুপ ক্যাপ্টেন অভিনন্দন বর্তমান ভারতীয় বায়ুসেনা (আইএএফ) থেকে অবসর নিয়ে যোগ দিলেন ভারতের আঞ্চলিক বিমান সংস্থা 'ফ্লাই৯১'-এ। সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর অনুযায়ী, দীর্ঘ সামরিক কেরিয়ারের ইতি টেনে চলতি বছরের ৩১ মার্চ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বায়ুসেনা ছাড়েন এবং পরবর্তী সময়ে গোয়া-ভিত্তিক এই বেসরকারি উড়ান সংস্থায় যুক্ত হন। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জইশ-ই-মহম্মদের আত্মঘাতী হামলায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ানের শহিদ হওয়ার ঘটনার জবাবে বালাকোটে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান হামলার পরদিন এক ঐতিহাসিক আকাশযুদ্ধের সাক্ষী ছিল গোটা বিশ্ব। তৎকালীন উইং কমান্ডার অভিনন্দন তাঁর পুরনো প্রযুক্তির মিগ-২১ বাইসন যুদ্ধবিমান নিয়ে শত্রুপক্ষের তুলনায় বহুগুণ উন্নত চতুর্থ প্রজন্মের পাকিস্তানি এফ-১৬ যুদ্ধবিমানকে তাড়া করে গুলি করে নামিয়েছিলেন।

আকাশযুদ্ধের ঠিক পর মুহূর্তেই তাঁর মিগ বিমানে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানলে তিনি যুদ্ধবিমান থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে নামতে বাধ্য হন এবং প্রায় ৬০ ঘণ্টা পাকিস্তানি হেফাজতে থাকার পর তীব্র কূটনৈতিক চাপে তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ইসলামাবাদ। সামরিক ইতিহাসে মিগ-২১ দিয়ে এফ-১৬ ধ্বংসের নজিরবিহীন কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালে ভারত সরকার তাঁকে দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ সামরিক বীরত্বের পদক 'বীরচক্র' প্রদান করে এবং পরবর্তী সময়ে তিনি গ্রুপ ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পান। সামরিক যুদ্ধবিমানের ঝুঁকিভরা আকাশ ছেড়ে অভিনন্দন এবার যুক্ত হয়েছেন ভারতের অভ্যন্তরীণ উড়ান পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে তৈরি হওয়া 'ফ্লাই৯১' সংস্থায়। গোয়াকে প্রধান কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই আঞ্চলিক উড়ান সংস্থাটি মূলত দেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির ছোট শহরগুলির মধ্যে আকাশপথে যোগাযোগ বাড়ানোর কাজ করে। বর্তমানে সংস্থাটি স্বল্প দূরত্বের রুটে চলাচলের জন্য অত্যন্ত জ্বালানি-সাশ্রয়ী ও জনপ্রিয় ৬৮ থেকে ৭৪ আসনবিশিষ্ট ছয়টি এটিআর ৭২-৬০০ টার্বোপ্রপ বিমান পরিচালনা করছে। উড়ান নেটওয়ার্ক আরও বিস্তৃত করতে বৃহস্পতিবার সংস্থাটি নতুন করে আরও ৪০টি এটিআর ৭২-৬০০ বিমানের সুনির্দিষ্ট বরাত দিয়েছে এবং আগামী বছরের শেষ নাগাদ নিজস্ব বিমানের সংখ্যা ১২ থেকে ১৪টিতে ও চূড়ান্ত পর্যায়ে মোট ৬০টিতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এই সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য সংস্থাটি ইতিমধ্যেই প্রায় ২৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছে। যদিও ফ্লাই৯১-এর পক্ষ থেকে কর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রেখে অভিনন্দন বর্তমানের নির্দিষ্ট প্রশাসনিক বা পাইলট সংক্রান্ত দায়িত্ব নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি, তবুও দেশের অন্যতম সেরা যুদ্ধবিমান চালকের এই বেসামরিক উড়ান ক্ষেত্রে আগমনকে ভারতীয় এভিয়েশন মহলে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

শরীরের নড়াচড়াতেই বিদ্যুৎ তৈরি

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যুগান্তকারী আবিষ্কার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নতুন দিল্লি

হৃৎস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস কিংবা স্বাভাবিক হাঁটাচলার মতো শারীরিক গতিবিধিকে কাজে লাগিয়ে মানবদেহে প্রতিস্থাপনযোগ্য চিকিৎসা যন্ত্রে বিদ্যুৎ জোগানোর ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। প্রোটিনের স্বাভাবিক উপাদান পেপটাইড ব্যবহার করে অত্যন্ত কার্যকরী ও নমনীয় বায়োকম্প্যাটিবল পাইজোইলেকট্রিক উপাদান তৈরির সহজ অথচ শক্তিশালী আণবিক কৌশল আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ বেঙ্গালুরুর সেন্টার ফর ন্যানো অ্যান্ড সফট ম্যাটার সায়েন্সেসের (সিইএনএস) ড. গৌতম ঘোষ ও গবেষক অপর্ণা রমেশের নেতৃত্বে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এই প্রকল্পে সরাসরি যুক্ত ছিলেন কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের (আইআইএসইআর কলকাতা) অধ্যাপক নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত ও গবেষক সর্বজিৎ লায়েক এবং বেঙ্গালুরুর জেএনসিএএসআরের তারক নাথ দাস। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞান পত্রিকা 'অ্যাঞ্জেওয়ান্ডটে কেমি ইন্টারন্যাশনাল এডিশন'-এ এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণত প্রচলিত পাইজোইলেকট্রিক বস্তুগুলি সিরামিক দিয়ে তৈরি হওয়ায় সেগুলি অত্যন্ত ভঙ্গুর, পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং জীবদেহের ভেতরে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। জীবদেহে পেপটাইড সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং ক্ষয়যোগ্য হলেও তা থেকে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে এতদিন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। উন্নত অণুবীক্ষণ কৌশল ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, পেপটাইডের মূল রাসায়নিক গঠনের কোনো পরিবর্তন না করে কেবল অণুগুলির বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করেই এই আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করা গিয়েছে। জলে পেপটাইড স্বাভাবিকভাবে ন্যানোফাইবার তৈরি করলেও কোনো বিদ্যুৎ সংকেত দেয় না; কিন্তু মাত্র এক শতাংশ বিশেষ কো-সলভেন্ট মেশানোমাত্র অণুগুলি সুশৃঙ্খল ও নন-সেন্ট্রোসিমেট্রিক উপায়ে সজ্জিত হয়ে ওঠে, যা পাইজোইলেকট্রিসিটির মৌলিক শর্ত। এই পরিবর্তিত বিন্যাসের ফলে যান্ত্রিক চাপকে অতি দক্ষতায় বিদ্যুতে রূপান্তর করার ক্ষমতা তৈরি হয় এবং এই পেপটাইড ন্যানোম্যাটেরিয়ালটি প্রতি ভোল্টে প্রায় ৩০ পিকোমিটার পাইজোইলেকট্রিক সহগ প্রদর্শন করেছে, যা জৈব উপাদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য মাত্রা। বিজ্ঞানীদের মতে, ভবিষ্যতে মানবদেহে বসানো পেসমেকার, বায়োসেন্সর, ইলেকট্রনিক স্কিন এবং পরিধানযোগ্য স্বাস্থ্যযন্ত্রের জন্য আলাদা ব্যাটারির প্রয়োজন হবে না; মানুষের দৈনন্দিন চলাফেরার শক্তিকে কাজে লাগিয়েই এগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সচল রাখা যাবে। পরিবেশবান্ধব নরম ইলেকট্রনিক্স এবং আধুনিক স্বাস্থ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই উদ্ভাবন আগামী দিনে বৈপ্লবিক রূপরেখা তৈরি করবে।

সরকারি ঋণে সুদ ৭.৩২ শতাংশ, কিস্তি শোধে কড়া নবান্ন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত সরকারি তহবিল থেকে ঋণ নেওয়া সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণের খরচ নির্দিষ্ট করে দিল রাজ্য অর্থ দফতর। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এই ধরনের ঋণের উপর বার্ষিক ৭.৩২ শতাংশ সুদ ধার্য করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঋণ ফেরতের সময়সীমা নিয়েও একাধিক বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। ৩১ অগস্টের নির্দেশিকায় অর্থ দফতর জানিয়েছে, সরকারি ঋণ নেওয়ার পর প্রথম বছর থেকেই মূল টাকা সমান বার্ষিক কিস্তিতে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণ যত দ্রুত সম্ভব মেটানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ ক্ষেত্রে কোনও ঋণের মেয়াদ ১০ বছরের বেশি করা যাবে না। এই সুদের হার প্রযোজ্য হবে সরকারি ও সমবায় ক্ষেত্রের শিল্প-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, পুরসভা, পুরনিগম, উন্নয়ন পর্ষদ, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং হাউসিং বোর্ডের মতো সংস্থার ক্ষেত্রে। নাবার্ড বা এনসিডিসির অর্থে পরিচালিত নয়, এমন সমবায় সমিতিও এর আওতায় থাকবে। অন্যান্য সরকারি ঋণের ক্ষেত্রেও নির্দেশিকাটি কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। বিশেষ নজর রয়েছে কার্যকরী মূলধনের ঘাটতি মেটাতে নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে। এই ধরনের ধার সাধারণত দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই মেয়াদ পাঁচ বছরের বেশি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু আসল নয়, বকেয়া মূলধনের উপর নিয়মিত সুদও দিতে হবে। বিশেষ কারণ না থাকলে সুদ মেটানোর ক্ষেত্রে কোনও স্থগিত সুবিধা দেওয়া হবে না। নির্ধারিত সময়ে কিস্তি না দিলে আর্থিক চাপ আরও বাড়বে; স্বাভাবিক সুদের হারের সঙ্গে অতিরিক্ত ২.৫ শতাংশ হারে জরিমানা দিতে হবে। তবে সব সরকারি ঋণ এই নিয়মের আওতায় পড়ছে না। এলআইসি, জিআইসি বা হাডকোর মতো সংস্থার অর্থে পরিচালিত রাজ্যের আবাসন প্রকল্পগুলিকে এই কাঠামোর বাইরে রাখা হয়েছে। বন্ধ বা রুগ্‌ণ শিল্পের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট দফতরকে অর্থ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে পৃথক সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে পুরনো ঋণখেলাপিদের নতুন করে অর্থ দেওয়ার আগে আগের বকেয়া উদ্ধারের বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি ঋণ বণ্টনের পাশাপাশি তার আদায় এবং আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতেও এ বার নজর বাড়াচ্ছে নবান্ন।

২৯০ কোটির ঋণ কোথায় গেল? কলকাতা-হাওড়ায় একযোগে ইডির তল্লাশি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

ঝাড়খণ্ডে বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির জন্য নেওয়া প্রায় ২৯০ কোটি টাকার ব্যাঙ্কঋণের গতিপথ খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কলকাতা, হাওড়া-সহ একাধিক জায়গায় সকাল থেকে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। এই মামলায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার ডিরেক্টর এবং কয়েক জন শীর্ষ কর্তার বাড়ি ও অফিসেও পৌঁছেছেন তাঁরা। তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে হাওড়ার বালির কে পি কুমার স্ট্রিটের একটি আবাসন। সেখানে একটি পরিবারের ফ্ল্যাটে দীর্ঘ সময় ধরে নথি পরীক্ষা করা হয়। একই মামলার সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড এবং আরও কয়েকটি রাজ্যেও অভিযান চলছে বলে ইডি সূত্রে খবর। মামলার সূত্রপাত একটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য নেওয়া ঋণকে ঘিরে। অভিযোগ, ৬৬ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারি সংস্থা ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ ধার নেয়। কিন্তু প্রকল্পে সেই টাকা যথাযথ ভাবে খরচ না করে বিভিন্ন সংস্থা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্ক হিসাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ তদন্তকারীদের। সেই আর্থিক লেনদেনের প্রকৃত চরিত্রই এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইডির তদন্তে মূল প্রশ্ন হয়ে উঠেছে; ঋণের টাকা শেষ পর্যন্ত কোন কোন হিসাবে পৌঁছেছিল এবং সেই অর্থের প্রকৃত ব্যবহার কী হয়েছিল? ভুয়ো সংস্থা বা পরস্পর-সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সরানো হয়েছিল কি না, তারও তথ্য সংগ্রহ করছেন আধিকারিকেরা। প্রয়োজনীয় নথি ও ডিজিটাল তথ্যের সন্ধানেই একাধিক ঠিকানায় একসঙ্গে অভিযান বলে সূত্রের খবর। অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইনে এই মামলার তদন্ত চলছে। তল্লাশিতে পাওয়া কাগজপত্র, বৈদ্যুতিন তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য মিলিয়ে দেখার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে, এর ঠিক আগের দিনও অন্য একটি দুর্নীতি মামলায় কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি-সহ দেশের সাতটি রাজ্যে ইডির বড়সড় অভিযান হয়েছিল। ফলে পরপর দু'দিনের এই তল্লাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে চলতি তৎপরতাকেই সামনে আনছে। তবে বৃহস্পতিবারের অভিযানে এখনও পর্যন্ত কী উদ্ধার হয়েছে বা কাউকে আটক করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তদন্তকারীদের তরফে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

যাদবপুরে ফের দেওয়াল-স্লোগান, একই দিনে এবিভিপি-এসএফআই কর্মসূচি ঘিরে বাড়ছে উত্তাপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেই ফের বিতর্কিত দেওয়াল লিখন সামনে এল। বৃহস্পতিবার সকালে ক্যাম্পাসের একটি দেওয়ালে হিটলার, মুসোলিনি এবং আরএসএসকে উল্লেখ করে স্লোগান দেখা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিশেষ করে একই দিনে এবিভিপি ও এসএফআই পৃথক কর্মসূচি ডাকায় পরিস্থিতির দিকে নজর রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রাজনৈতিক মহলের। দেওয়ালে ইংরেজি হরফে লেখা হয়েছে, 'জো হিটলার ওয়ালি চাল চালেগা, ওহ হিটলার ওয়ালি মউত মারেগা।' পাশাপাশি রয়েছে, 'মুসোলিনি কো দে দি আজাদি, আরএসএস কো ভি দেঙ্গে আজাদি।' কারা রাতের অন্ধকারে এই লেখাগুলি করেছে, সে বিষয়ে এখনও নির্দিষ্ট তথ্য সামনে আসেনি। ঘটনাটির তাৎপর্য শুধু দেওয়াল লিখনেই সীমাবদ্ধ নয়। গত কয়েক দিন ধরে যাদবপুরে ছাত্র রাজনীতিকে ঘিরে যে সংঘাত তৈরি হয়েছে, তার মধ্যেই ফের এমন স্লোগান প্রকাশ্যে আসায় উত্তেজনা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যে বিতর্কিত লেখাগুলি মুছে ফেলার পরও নতুন করে স্লোগান দেখা যাওয়ায় প্রশ্ন উঠছে, ক্যাম্পাসে দেওয়াল লিখন ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা কতটা কার্যকর। সম্প্রতি বিতর্কিত গ্রাফিতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। দেওয়াল সাদা করার পর সেখানেই ফের বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত কার্ল মার্ক্সের একটি উক্তি লেখা হয়েছিল। রয়েছে। অন্যদিকে, একই দিনে পাল্টা মিছিলের ডাক দিয়েছে এসএফআই। ফলে দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্কের সঙ্গে সরাসরি ছাত্র রাজনীতির কর্মসূচিও জুড়ে গিয়েছে।

পরে সেটিও মুছে ফেলা হয়। তার পরেই নতুন এই লেখাগুলি সামনে এল। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার যাদবপুরে এবিভিপির 'বন্দে মাতরম যাত্রা'র কর্মসূচি রয়েছে। পাশাপাশি 'হরিপদ ভারতী স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র উদ্যোগে ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে জাতীয়তাবাদী সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং 'বন্দে মাতরম' পরিবেশনের কথা যাদবপুরে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর থেকে ক্যাম্পাসের পরিবেশ এমনিতেই স্পর্শকাতর। তার মধ্যে নতুন স্লোগান ফের একটি পুরনো প্রশ্ন সামনে আনল; বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল কি মতপ্রকাশের ক্ষেত্র, নাকি রাজনৈতিক সংঘাতের নতুন মঞ্চ? বৃহস্পতিবারের কর্মসূচিগুলির আবহে সেই প্রশ্নের উত্তরই আপাতত আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মালিকের ছবি হোয়াটসঅ্যাপ ডিপিতে, কর্মীকে মেসেজ পাঠিয়ে ১৮ লক্ষ টাকা হাতাল প্রতারকরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

মালিকের মুখের ছবি দেখেই বিশ্বাস করেছিলেন কর্মী। সেই বিশ্বাসকেই হাতিয়ার করে সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এক ধাক্কায় ১৮ লক্ষ টাকা সরিয়ে নিল সাইবার প্রতারকরা। কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকায় এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আনন্দপুরের একটি অভিজাত আবাসনের বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ীর অফিস শেক্সপিয়র সরণি এলাকায়। সম্প্রতি তাঁর এক কর্মীর হোয়াটসঅ্যাপে অচেনা নম্বর থেকে বার্তা আসে। প্রেরকের প্রোফাইলে ছিল ব্যবসায়ীর ছবি। ফলে কর্মীর সন্দেহ হয়নি। তিনি ধরে নেন, ম্যানেজার বা মালিকেরই অন্য নম্বর থেকে নির্দেশ এসেছে। এর পরেই নির্দিষ্ট একটি অ্যাকাউন্টে সংস্থার টাকা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। বার্তায় এমন ভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছিল, যাতে কর্মীর মনে হয়, টাকাটি দ্রুত পাঠানো জরুরি। মালিকের ছবি দেখে নির্দেশের সত্যতা যাচাই না করেই সংস্থার অ্যাকাউন্ট থেকে ১৮ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেন তিনি। টাকা চলে যাওয়ার পরই প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। যে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল, সেটিও পরে বন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি জানার পর ব্যবসায়ী রাজ্য ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোতে অভিযোগ করেন। সেখান থেকেই শেক্সপিয়র সরণি থানায় ই-জিরো এফআইআর পাঠানো হয়। তার ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, টাকা কেরলের কোচিনের একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। ওই ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি, কোন নম্বর থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছিল, কারা অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করেছিল এবং টাকা পাঠানোর পর তা কোথায় সরানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় ফের স্পষ্ট, পরিচিত ব্যক্তির ছবি বা নাম দেখেই ডিজিটাল যোগাযোগকে আসল বলে ধরে নেওয়া কতটা বিপজ্জনক। বিশেষ করে সংস্থার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপ-নির্ভর নির্দেশের পাশাপাশি সরাসরি ফোন করে বা বিকল্প মাধ্যমে পরিচয় যাচাই না করলে বড় অঙ্কের ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যায়।

ইউসিসির খসড়া তৈরির কাজ শুরু, দিল্লিতে শুভেন্দুর ও কমিটির বৈঠক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

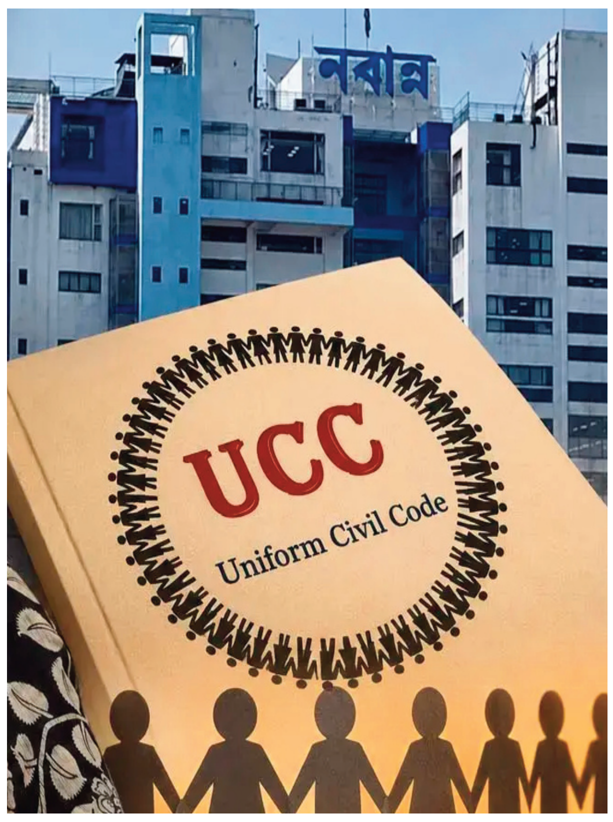

পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি চালুর পথে আরও এক ধাপ এগোল রাজ্য সরকার। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এ বার আইনের সম্ভাব্য কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লির চাণক্যপুরী বঙ্গভবনে ইউসিসি নিয়ে বৈঠকে বসে রাজ্য সরকারের গঠিত কমিটি। বৈঠকে ছিলেন কমিটির চেয়ারপার্সন তথা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা দেশাই। রাজ্য প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিকও আলোচনায় অংশ নেন। রাজ্য সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই পরবর্তী পর্যায়ে বিধানসভায় ইউসিসি বিল আনার প্রস্তুতি হবে। বিজেপি-শাসিত অন্য রাজ্যগুলিতে কী ধরনের আইনি কাঠামোয় এই বিধি চালু হয়েছে, তা-ও পর্যালোচনা করবে কমিটি। কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টিও প্রক্রিয়ার অংশ বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ, শুধু রাজনৈতিক ঘোষণা নয়, এ বার তার আইনি রূপরেখা তৈরির কাজও শুরু হল। কমিটির সামনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি বণ্টনের মতো ব্যক্তিগত আইন-সংক্রান্ত বিষয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অন্তত ন'টি বিষয়ে আলোচনা করে মতামত নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে আদিবাসী ও জনজাতি সম্প্রদায়কে প্রস্তাবিত আইনের আওতার বাইরে রাখার কথা আগেই জানিয়েছে রাজ্য সরকার। এই কমিটিতে রয়েছেন মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, আইএএস আধিকারিক দুষ্মন্ত নারিয়ালা, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস শত্রুঘ্ন সিং, সংঘমিত্রা ঘোষ, নৃতত্ত্ববিদ রত্না ভটাচার্য, শিক্ষাবিদ গোপালচাঁদ মিশ্র, আইনজীবী ওসমান গনি মল্লিক এবং নির্মাল্য ভট্টাচার্য-সহ একাধিক সদস্য। ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ক্ষ্মআমরা এ রাজ্যে ইউসিসি বিল আনব। গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, অসমের পর। এতে সব সম্প্রদায়ের জন্য এক আইন লাগু হবে। আলাদা আলাদা ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা কোনও আইন হবে না। শুধু আদিবাসী, জনজাতিরা এর বাইরে থাকবে।ক্ষ্ম ইউসিসি নিয়ে এই উদ্যোগ রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ব্যক্তিগত আইন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার মতো সংবেদনশীল বিষয় সরাসরি এর সঙ্গে যুক্ত। ফলে খসড়া তৈরির সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতামত কতটা গুরুত্ব পায়, সেটিই পরবর্তী রাজনৈতিক বিতর্কের অন্যতম কেন্দ্র হতে পারে।

বারুইপুরের কান্ডে ৭০২ পাতার চার্জশিট পেশ

বারুইপুরে ১২ বছরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের মামলায় তদন্ত শেষ করে বৃহস্পতিবার আদালতে ৭০২ পাতার চার্জশিট জমা দিল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। ঘটনার ৫৭ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করাকে মামলার দ্রুত তদন্তেরই ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে। বারুইপুরের বিশেষ পকসো আদালতে চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। তবে অভিযুক্তদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল ইতিমধ্যেই পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩৭(২), ১৪০(৩), ৬৫(১), ৭০(২), ১০৩(১), ২৩৮ ও ৬১ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এর সঙ্গে পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। তদন্তে নতুন কোনও তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া গেলে পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত চার্জশিট জমা দেওয়ার সুযোগ থাকছে। মামলার সূত্রপাত ৫ জুলাই। ধপধপি-২ পঞ্চায়েতের সূর্যপুর এলাকার ওই কিশোরী খাবার কিনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু রাতে আর ফেরেনি। পরদিন ভোরে বাড়ির কাছাকাছি একটি পুকুর থেকে বস্তার ভিতর তার দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ প্রভাস মণ্ডলের সঙ্গে নাবালিকার শেষবার দেখা হওয়ার তথ্য পায় বলে দাবি। পরে প্রভাস-সহ একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তের পর মোট চার জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ঘিরেও তদন্তে একাধিক তথ্য সামনে আসে।

বৃষ্টি থামলেও স্বস্তি নেই, ডিভিসির ছাড়া জলে বাড়ছে প্লাবনের আশঙ্কা, সতর্ক নবান্ন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

এক দিকে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্পে ফের সক্রিয় বর্ষা, অন্য দিকে ডিভিসির জল ছাড়ার জেরে নদীগুলিতে বাড়ছে চাপ। দুইয়ের জেরে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় নতুন করে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে নবান্ন। নদী তীরবর্তী নিচু এলাকাগুলিতে স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। কয়েকটি জায়গায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমতে পারে। শুক্রবার থেকে পরিস্থিতির সাময়িক উন্নতির ইঙ্গিত থাকলেও সোমবার ফের বর্ষণের পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মৌসুমী অক্ষরেখা রাঁচি, দিঘা হয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখার অবস্থান রয়েছে। এই দুই আবহাওয়াগত পরিস্থিতির প্রভাবেই ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ নদীঘেরা এলাকাগুলিকে নিয়ে। আরামবাগ মহকুমার আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট ও পুরশুড়ায় জলস্তর বাড়ছে। খানাকুলের নিচু অংশে ইতিমধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রাতে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সাবধান করেছে প্রশাসন। বীরভূমেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। কোপাই নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় কঙ্কালীতলা সতীপীঠের মন্দির চত্বর জলের তলায় চলে গিয়েছে। ফলে স্থানীয় পরিস্থিতির উপর নজর আরও বাড়ানো হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবারও এই অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। অর্থাৎ শুক্রবার সাময়িক বিরতি মিললেও বিপদ পুরো কাটছে না। নদীর জলস্তর, ডিভিসির জল ছাড়া এবং আগামী সপ্তাহের ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস; তিনটি বিষয়ই এখন প্রশাসনের নজরে।

শিক্ষাব্যবস্থায় 'পরিবর্তন' না এলে কী হত, গোলপার্কে বিস্ফোরক দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ফের পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, সময়মতো রাজনৈতিক পালাবদল না হলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছতে পারত। একইসঙ্গে পাঠ্যক্রম, ইংরেজি শিক্ষা এবং স্কুলে জাতীয়তাবোধের প্রসঙ্গেও নিজের সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার গোলপার্কে আরএসএসের একটি শাখা সংগঠনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাম আমলে ইংরেজি শেখার পরিসর সংকুচিত হয়েছিল।

তাঁর দাবি, পরবর্তী শাসনপর্বের শেষ দিকে শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা আরও অবনতি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে বলেও জানান তিনি। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, বাংলার মানুষ কোনও রাজনৈতিক দলকে সরিয়ে দিতে তাড়াহুড়ো করেন না। তাঁর কথায়, ক্ষ্মবাংলার মানুষ পরিবর্তন ও সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সময় দেন। কংগ্রেসকে সময় দিয়েছেন, আর গত ১৫ বছর সময় দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। তবে সঠিক সময়ে রাজ্যে পরিবর্তন এসেছে বলেই আজ আমরা বেঁচে গেছি, নয়তো রাজ্যে ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়ে যেত!

এই মন্তব্য ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি ধর্মীয় পরিচয় ও শিক্ষানীতিকে একই রাজনৈতিক বয়ানে এনেছেন। শুভেন্দুর আরও অভিযোগ, আগের সরকারগুলির সময়ে শুধু পাঠ্যক্রমেই পরিবর্তন হয়নি, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়ম হয়েছে। তাঁর দাবি, ফাঁকা খাতায় নিয়োগ দেখিয়ে শিক্ষকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ পেশার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন তৈরি এবং এনসিসি বন্ধ করার অভিযোগও করেন তিনি। ইতিহাস শিক্ষার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিপ্লবীদের অবদান যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি।

ভুয়ো এসসি শংসাপত্র দেখিয়ে অধ্যাপনা!

সমাবর্তনের আগেই সাসপেন্ড কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

ভুয়ো এসসি শংসাপত্র দেখিয়ে চাকরি পাওয়ার অভিযোগে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক কার্তিক দাসকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে এই সাসপেনশনের কথা সামনে এসেছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ঠিক আগে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে মুখ খুলতে চাইছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত অধ্যাপক কার্তিক দাসের বাড়ি অসমে।

এসসি (তফসিলি জাতি) সংরক্ষণের কোটায় তিনি কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি পান। অভিযোগ ওঠে, অসমের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোচবিহারের মহকুমা দপ্তর থেকে এসসি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে তা চাকরিতে জমা দিয়েছিলেন। পরে ওই শংসাপত্রটি ভুয়ো বলে অভিযোগ উঠলে শুরু হয় তদন্ত। মাসখানেক আগে মহকুমাশাসক সেই সার্টিফিকেট আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করে দেন এবং সেই তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয়।

এর পরই অধ্যাপককে শোকজ করা হলেও তিনি কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি। ফলস্বরূপ, মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, এর আগেও কার্তিকবাবু এই একই ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেট ব্যবহার করে মাথাভাঙা মহাবিদ্যালয় এবং আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কীভাবে বছরের পর বছর ধরে এই জালিয়াতি বজায় থাকল, তা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে এই বিষয়ে অভিযুক্ত অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে প্রসূতির পরিজনদের থেকে টাকা তোলার অভিযোগ!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালিম্পং

সরকারি হাসপাতালে নিখুঁত ও বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার কথা থাকলেও উলটো ছবি ধরা পড়ল জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এখানকার মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার হাবে ভর্তি হওয়া প্রসূতিদের আত্মীয়দের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। রোগীর পরিজনদের দাবি, প্রসূতিদের লিফটে ওঠানো-নামানো, অপারেশন থিয়েটার বা লেবার রুম থেকে বের করা এবং সদ্যোজাতকে দেখতে হলেও নির্দিষ্ট হারে টাকা দিতে হচ্ছে। রোগীপিছু ২০০ থেকে ৩০০ টাকা এবং নবজাতককে দেখার জন্য ১০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে, যার সঙ্গে খোদ হাসপাতালের একাংশের স্বাস্থ্যকর্মীরা যুক্ত বলে অভিযোগ। হাসপাতালের এই অনিয়ম নিয়ে রোগীর আত্মীয়দের ক্ষোভ চরমে উঠেছে।

একরামুল হক ও রতন বর্মন নামের দুই রোগীর আত্মীয় জানিয়েছেন, গরিব মানুষরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে যদি পদে পদে এই হেনস্তার শিকার হন, তবে তাঁরা কোথায় যাবেন? বাধ্য হয়েই তাঁদের এই টাকা দিতে হচ্ছে। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা আলি শেখের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীকে লিফটে তোলা এবং লেবার রুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন টাকা নেওয়া হয়েছে, তেমনই সন্তানকে দেখার জন্যও ১০০ টাকা দিতে হয়েছে। তবে চিকিৎসাধীন মা ও সন্তানের সুরক্ষার কথা ভেবেই তাঁরা এতদিন লিখিত অভিযোগ করতে সাহস পাননি বলে জানিয়েছেন। অভিযোগ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ড. কল্যাণ খাঁ জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে এই ধরনের অভিযোগ মৌখিকভাবে এসেছে এবং বিষয়টি তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখ ছেন। এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হবে। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী এটিকে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ বলে অভিহিত করে দ্রুত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন। এই অবৈধ টাকা আদায় রুখতে হাসপাতাল চত্বরে মাইক প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ শুরু হলেও, সাধারণ মানুষের প্রশ্ন; এত কিছুর পরেও কি

এই নৈরাজ্য বন্ধ হবে?

সমতলের ফায়ার আইন পাহাড়ে চাপানো নিয়ে তীব্র অসন্তোষ! কালিম্পঙে হোটেল বন্ধের হুঁশিয়ারি অ্যাসোসিয়েশনের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
করণদিঘি

কালিম্পং-সহ গোটা পাহাড়ে হোটেল ও রেস্তরাঁগুলিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার। অগ্নি সুরক্ষা আইন অমান্য করার অভিযোগে ইতিমধ্যে কালিম্পং শহরের ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৬০টি হোটেল ও রেস্তরাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি পরপর তিনটি নোটিশ দেওয়ার পর কিছু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর এবং হোটেল সিল করে দেওয়ার মতো কড়া পদক্ষেপের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় ব্যবসায়ী মহলে তীব্র আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতির দ্রুত সুরাহা না হলে এবং সমতলের নিয়ম পাহাড়ে বলবৎ রাখা হলে আগামী পর্যটন মরশুমের আগেই শহরের সমস্ত হোটেল ও রেস্তরাঁ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে 'হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ কালিম্পং' (ছঞ্জট্টজ্জ)।

হোটেল মালিকদের প্রধান অভিযোগ, সমতলের জন্য তৈরি 'পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপক আইন ১৯৫০' পাহাড়ি এলাকায় জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ এবং ব্যবসায়ী মথান রাই জানিয়েছেন, সমতলের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি হোটেলে ১০ হাজার লিটারের ভূগর্ভস্থ জলাধার, ৮ হাজার লিটারের ওভারহেড জলাধার তৈরি করা, বিকল্প সিঁড়ি বা আধুনিক স্প্রিঙ্কলার ব্যবস্থা করা পাহাড়ের ভৌগোলিক কারণে প্রায় অসম্ভব। পাহাড় অত্যন্ত সংবেদনশীল সিসমিক জোনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় টিনের চাল বা বহুতলের ছাদে হাজার হাজার লিটার জলের ভার বহন করা চরম ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া মাটির নিচে বিশাল জলাধার তৈরির জায়গাও অধিকাংশ ছোট ও মাঝারি হোটেলে নেই। যদিও অধিকাংশ হোটেলেই অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র, স্মোক ডিটেক্টর, ফায়ার অ্যালার্ম এবং জরুরি নির্গমনের ব্যবস্থা রয়েছে, তবুও ফায়ার লাইসেন্স না থাকার অজুহাতে একের পর এক নোটিশ ধরানো হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গত তিন দিনে কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা, জেলাশাসক, এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্যসচিব ও এগজিকিউটিভ ডিরেক্টরের সঙ্গে বৈঠক করেছে ছঞ্জট্টজ্জ-এর প্রতিনিধিদল। পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য পৃথক ও বাস্তবসম্মত

অগ্নিসুরক্ষা নীতি নির্ধারণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে। বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের দমকল মন্ত্রীর জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়েছেন, যাতে পুরোনো আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে অঞ্চলভিত্তিক কার্যকর নিয়ম তৈরি করা যায়। সামনেই দুর্গোৎসব ও শীতের মরশুম। এই সময়ে শহরের অধিকাংশ হোটেলের অক্টোবর পর্যন্ত বুকিং সম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, এই মুহূর্তে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিলে পর্যটকরা যেমন চরম হয়রানির শিকার হবেন, তেমনই পাহাড়ের অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড পর্যটন শিল্প ধসে পড়বে। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অন্তত অক্টোবর পর্যন্ত নোটিশের কড়াকড়ি বন্ধ রাখার আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে মরশুম শেষে পর্যায়ক্রমে সমস্যাটির স্থায়ী সমাধান করা যায়। অন্যথায় পর্যটন মরশুম শেষ হলে ব্যবসায়ীরা সব হোটেল ও রেস্তরাঁ স্বেচ্ছায় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন। হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ জানিয়েছেন, পাহাড়ের বাস্তব চিত্র না বুঝে সমতলের মাপকাঠিতে ফায়ার লাইসেন্সের শর্ত চাপানো হলে তা মানা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (ঞ্জজ্জ) পর্যটন বিভাগের চেয়ারম্যান সম্রাট সান্যালও এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে পর্যটন শিল্প বাঁচাতে সরকারের নমনীয় মনোভাবের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, দার্জিলিংয়ের ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার দেওয়ান লেপচা জানিয়েছেন, পাহাড়ের একাধিক হোটেল ও রেস্তরাঁয় পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না-থাকায় নিয়ম মেনেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে হোটেল সংগঠনের দাবি ও অভিযোগগুলি বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত হওয়ায় সেই প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হচ্ছে এবং উপরমহলের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আপাতত কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।

ভূতনী রক্ষার উদ্যোগ ব্যর্থ, পরপর দুই বাঁধ ভেঙে বাড়ল বন্যার আতঙ্ক

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

গত দু'বছর ধরে বন্যার জেরে বিপর্যস্ত হয়েছিল মালদহের মানিকচকের ভূতনী। এবারও বর্ষার মরশুমে ফের ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে ভূতনীর কেশরপুর ও কালুটনটোলা সংলগ্ন এলাকায় পরপর দু'টি রিং বাঁধ ভেঙে হু হু করে গঙ্গার জল ঢুকতে শুরু করে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ভূতনীর বিস্তীর্ণ এলাকায়। ইতিমধ্যেই অসংরক্ষিত এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে গঙ্গার প্রবল জলস্রোতের ধাক্কায় প্রথমে প্রায় ২০ মিটার অংশ জুড়ে পুরনো রিং বাঁধ ভেঙে যায়। সেই ভাঙা অংশ দিয়ে দ্রুত জল ঢুকতে শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আগেই অদূরে তৈরি করা নতুন অস্থায়ী রিং বাঁধটিও জলের প্রবল চাপে ধসে পড়ে। ফলে পরপর দু'টি বাঁধ ভেঙে ভূতনীর সংরক্ষিত এলাকার দিকে জল ঢোকার আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।উল্লেখ্য, আগের সরকারের আমলে প্রায় ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দে তৈরি হয়েছিল পুরনো রিং বাঁধটি। পরে চলতি বছরে ভূতনীকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে কেশরপুরের কাছে পুরনো বাঁধের অদূরে নতুন একটি অস্থায়ী রিং বাঁধ তৈরি করা হয়। কিন্তু গঙ্গার জলস্তর ও স্রোতের চাপের কাছে সেই বাঁধও টিকল না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকায় পৌঁছন সেচ দপ্তরের আধিকারিক, বিডিও এবং মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল। তাঁদের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দাদের মতো এবারও বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেচ দপ্তরের গাফিলতির কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ।

অন্যদিকে, বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল সেচ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, বাঁধটি পরিকল্পনামাফিক তৈরি করা হয়নি। বর্তমানে গঙ্গার জল যে

একাংশ। বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিবছর বর্ষার সময় বন্যার আশঙ্কা থাকলেও স্থায়ী সমাধানের পরিবর্তে অস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সিপিআইএমের জেলা নেতা দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, ক্ষ্মবারবার বলা হয়েছিল এবার ভূতনীতে বন্যা হতে দেওয়া হবে না। অথচ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জল ঢুকতে শুরু করেছে। গত দু'বছরের ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, তাতে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে ভূতনীতে যাতে জল ঢুকতে না পারে, তার জন্য প্রশাসনের তরফে সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি।বাঁধ ভেঙে জল ঢোকার ঘটনায় নতুন করে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ভূতনীবাসী। প্রশাসন দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কী পদক্ষেপ নেয়, এখ ন সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয়রা।

নেপালের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা!

ধস নামার আগেই মোবাইলে বাজবে অ্যালার্ম

পাহাড়ে বিশেষ উদ্যোগ রাজ্যের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দার্জিলিং

নেপালে হড়পা বান ও ভয়াবহ ধসে সাতশোর বেশি মানুষের মৃত্যুর ঘটনার পর প্রতিবেশী দেশের এই বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপে নড়েচড়ে বসল রাজ্য প্রশাসন। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্শিয়াংয়ের মতো সংবেদনশীল পাহাড়ি অঞ্চলগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে নবান্ন। পাহাড়ে এবার ধস নামার আগেই সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে অভিনব আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখ ানে বিপদের আঁচ পেলেই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের মোবাইলে বেজে উঠবে অ্যালার্ম। রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, নতুন এই প্রযুক্তি চালু হলে ধসপ্রবণ এলাকার কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে থাকা সমস্ত মোবাইল ফোনে তৎক্ষণাৎ বিপদবার্তা পৌঁছে যাবে। শুধু তীব্র শব্দে অ্যালার্ম বাজাই নয়, মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠবে সতর্কবার্তাও। পরবর্তী ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে ঠিক কোন জায়গায় ধস নামার আশঙ্কা রয়েছে, তা পরিষ্কার লেখা থাকবে সেই বার্তায়। একই সঙ্গে ওই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের কী করা উচিত এবং কীভাবে তাঁরা সুরক্ষিত থাকবেন, তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকাও দেওয়া থাকবে, যাতে বিপদ ঘটার আগেই মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার সুযোগ পান। পুরো প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়িত করতে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' বা জিএসআই-এর সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, পাহাড়ের নির্দিষ্ট এলাকার বৃষ্টির পরিমাণ, মাটির আর্দ্রতা এবং আবহাওয়ার যাবতীয় তথ্য নিখুঁতভাবে যাচাই করে রিয়েল-টাইম পূর্বাভাস দেওয়া হবে। ধসপ্রবণ এলাকাগুলিকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে অতীতের পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পাহাড়ে ওয়েদার স্টেশনের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। চলতি বছরেই রাজ্যে 'ক্যাপ শ্যাচেট' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম চালু হয়েছে, যা এবার পাহাড়ের ধসের আগাম বার্তা পাঠাতেও ব্যবহার করা হবে। পাহাড়ের বর্তমান জনবিন্যাস নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে। আগের তুলনায় পাহাড়ে ঘরবাড়ি, হোটেল এবং কংক্রিটের নির্মাণের পাশাপাশি পর্যটকদের আনাগোনাও বহুগুণ বেড়েছে। ফলে কোথাও আচমকা ধস নামলে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি। প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার পাশাপাশি আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারকাজের জন্য দুর্যোগ মোকাবিলা স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে রাজ্য। এই উদ্যোগে স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার আগেই সেখানকার ভূমিধসের ইতিহাস এবং রাস্তা আটকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কি না, তা জেনে নিয়ে পর্যটকরা তাঁদের ভ্রমণ পরিকল্পনা সুরক্ষিত করতে পারবেন। রাজ্য সরকারের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধসপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে তিস্তা ভ্যালি, যেখানে প্রত্যেক বছরই নিয়ম করে ছোট-বড় ধস নামে এবং

জীবনহানির ঘটনা ঘটে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ তিস্তায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থানের কারণে এটিকে একটি 'হাইলি সেনসিটিভ জোন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিগত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান বলছে, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি অঞ্চলে ধসের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বৃষ্টির সময়ে বহু ছোট-বড় ধস নেমেছে। এমনকি ২০২৪ সালে ধসের কারণে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সিকিম এবং কালিম্পং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এবং ২০২৫ সালে এই ধসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রশাসনের এই নতুন অ্যালার্ম সিস্টেম পাহাড়বাসীর জীবন বাঁচাতে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।

হিমঘরে আলু, তলানিতে বাজার, আশঙ্কার মেঘ কৃষক, ব্যবসায়ীদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ধূপগুড়ি

কেউ বলছেন নজিরবিহীন, কারও মতে 'ম্যান মেড'। বাস্তবে উত্তরবঙ্গের আলু চাষ ও আলুকেন্দ্রিক বার্ষিক দেড় হাজার কোটি টাকার কারবার আজ বিপর্যয়ের মুখে। মজুতদার, ফড়ে থেকে কৃষকরা লোকসানের বহর কমাতেও ব্যর্থ হচ্ছেন।

বিমার টাকা জুটলেও তাতে লোকসান সামান্যও কমেনি। হিমঘরগুলিতে মজুত ৭০ শতাংশ আলু এবং খোলা বাজারে দামে ধসই সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। গত মরশুমে উত্তরবঙ্গের ৮০টির বেশি হিমঘরে ৩ কোটি ২৫ লাখ প্যাকেটের কিছু বেশি আলু মজুত হয়। জুলাই পর্যন্ত মাত্র ১৮ শতাংশ আলু বেরিয়েছে। অগাস্টেও সেই সংখ্যা সর্বাধিক ৩০ শতাংশ হতে পারে বলে হিমঘর ব্যবসায়ীদের মত। ফলে আগামী নভেম্বরের শেষে সরকারি নিকাশির (হিমঘর থেকে মজুত আলু বের করার পদ্ধতি) অন্তিম দিনেও বিপুল আলু হিমঘরে অবশিষ্ট থাকার আশঙ্কা বাড়ছে। রাজ্য হিমঘর মালিক সমিতির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনোজ সাহার কথায়, 'সামান্য অগ্রিমে আলু লোড হয় এবং নিকাশির সময় বাকি ভাড়া মেলে। আলু মজুত থাকলে বকেয়া মিলবে না।

সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিল, ঋণের কিস্তি ও বেতন মিটিয়ে বিপুল লোকসানে অস্তিত্ব সংকটে পড়বে হিমঘরশিল্প। আলুর বাজারে এই বিপর্যয়ের মূলে তলানিতে ঠেকে যাওয়া চাহিদা এবং পড়ে যাওয়া দামকেই মূলত দায়ী করছেন সকলে। গত মরশুমে ৫.৫০-৬.৫০ টাকা কেজি দরে আলু লোড হয়েছিল।

ভাড়া, বস্তা, পরিবহণ ও শ্রমিক মিলিয়ে কেজিপ্রতি আরও ৩.৫০ টাকা খরচ হয়েছে মজুতদার-কৃষকদের। এখন আলুর বন্ড বিক্রি হচ্ছে ১.৫০-২ টাকা দরে। পরিবহণ ও বাছাইয়ের পর খোলা বাজারে দাম মিলছে ৫-৫.৫০ টাকা প্রতি কেজি। ফলে কেজিতে ৪-৫ টাকা বা এক গাড়িতে ৪০-৫০ হাজার টাকা লোকসানের ভয়ে বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে হিমঘর থেকে কেউ আলু বের করছেন না। 'নজিরবিহীন বিপর্যয়' উল্লেখ করে উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, 'আড়াই দশকের অভিজ্ঞতায় বলছি, আলুর ব্যবসা এমন বিপদে পড়েনি। বিগত সরকারের ভ্রান্ত নীতি, খামখেয়ালি ও রপ্তানি আটকে আলুর ব্যবসাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলা হয়েছে।' জানা গিয়েছে, অসম সহ গোটা উত্তর-পূর্বের আলুর বাজার এখন উত্তরপ্রদেশের দখলে। বিগত সরকার ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধ করার সুযোগেই তারা এই বাজার ধরেছে।

এই অবস্থায় সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক প্রাণগোপাল ভাওয়াল বলেন, 'আগের সরকারের পথে না হেঁটে বর্তমান সরকারের উচিত দ্রুত আলু নিয়ে সদর্থক পদক্ষেপ করে ভিনরাজ্যে পাঠানো সুনিশ্চিত করা এবং কৃষিঋণ মকুব করে কৃষকদের চরম বিপদ থেকে রক্ষা করা।'

দক্ষিণের শিরোনাম

প্লাবিত দুর্গাপুরের হুচুকডাঙা পিকনিক স্পট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

দামোদরের জলস্তর বাড়তেই জলের তলায় চলে গেল দুর্গাপুরের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের হুচুকডাঙা পিকনিক স্পট। পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরই দামোদরের জলস্তর দ্রুত বাড়তে শুরু করে।

আর তার জেরেই প্লাবিত হয়ে পড়ে হুচুকডাঙা পিকনিক স্পটের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের তলায় চলে গিয়েছে পিকনিক স্পটের কটেজ, খেলার মাঠ এবং শিশুদের পার্ক। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলস্তর আরও বেড়ে যাওয়ায় কটেজে থাকা পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত তাঁদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জলের প্রবল স্রোতে কটেজে থাকা বেশ কিছু সামগ্রীও ভেসে যায় দামোদরের জলে। চোখের সামনেই ধীরে ধীরে জলের তলায় চলে যায় গোটা পিকনিক স্পট। জলস্তর আরও বাড়ার আশঙ্কায় উদ্বেগে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। দামোদরের জলস্তর এবং পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। নতুন করে জল বাড়লে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে।

ডিভিসির জল ছাড়ায় বাড়ছে বিপদ, উদয়নারায়ণপুরে সরেজমিনে জেলাশাসক

সকালের শিরোনাম
সুমিত চক্রবর্তী,
উদয়নারায়নপুর

ডিভিসি থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ার জেরে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে দ্রুত বাড়ছে নদীর জলস্তর। বিপদসীমার উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়ায় একাধিক নদী তীরবর্তী এলাকায় বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার উদয়নারায়ণপুরে পৌঁছে সরেজমিনে পরিস্থিতি পরিদর্শন করলেন হাওড়ার জেলাশাসক ডক্টর পি দিপাপ্রিয়া। প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। এরপর নদী তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকা ঘুরে জলস্তর ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক। এদিন মনসুকা ও কুমারচক গ্রামও পরিদর্শন করেন তিনি। কুমারচকে নদীর ধারের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতির খোঁজ নেন এবং জলস্তর আরও বাড়লে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে ও প্রয়োজনে ত্রাণ শিবিরে চলে যাওয়ার আবেদন জানান। জেলাশাসকের সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক, উদয়নারায়ণপুরের বিডিও, স্থানীয় থানার ওসি, সেচ দপ্তরের আধিকারিক, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মী-সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। নদী তীরবর্তী এলাকায় ভাঙন বা জল ঢোকার মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হলেই যেন এক মুহূর্ত দেরি না করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেই নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে প্রয়োজনে বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত রাখা এবং ত্রাণ ও জরুরি পরিষেবা সচল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা;নদীর জলস্তর আরও বাড়লে পরিস্থিতিকে কোনওভাবেই হালকা করে দেখা যাবে না। নদীর ধারের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রশাসনের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজে যাতে কোনওরকম দেরি না হয়, তার জন্য প্রশাসনের সমস্ত স্তরকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। জল বাড়ছে, বাড়ছে আশঙ্কাও। তাই সতর্কতাই এখন একমাত্র ভরসা;নদী তীরবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়িয়ে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখ ছে প্রশাসন।

হুঙ্কার মমতার

১ পৃঃ পর

মিথ্যা কথা বলবেন না। সব নিরাপত্তা তুলে নিয়েছেন প্রথম দিন থেকেই। এখ ন ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। আমার চাই না আপনাদের নিরাপত্তা।' বিজেপির আচরণে এ রাজ্যে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশই বিরক্ত, মনে করেন মমতা। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'শুধু দুষ্কৃতীদের রক্ষা করতে সিআরপিএফ পাঠিয়ে আপনারা বিজেপি-র পরিকাঠামোই নষ্ট করছেন। দলের আসল কর্মীদের হারাচ্ছেন। পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে আপনাদের। দলের পরিস্থিতি আপনারা জানেন না।' বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলের কালীঘাট শিবির। একের পর এক এফআইআর হয়েছে নেতাদের বিরুদ্ধে। মমতা সে প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'আমাদের চার হাজারের বেশি পার্টি অফিস দখল করা হয়েছে। আমাদের বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। রোজ এফআইআর হচ্ছে। এফআইআরে তো বিশ্ব রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। আপনারা এফআইআর করতে করতে হাঁপিয়ে যাবেন। আমাদের থামাতে পারবেন না।'

দীপাবলিতে নতুন চমক!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় চা উৎপাদনকারী সংস্থা 'লক্ষ্মী টি' দার্জিলিং পাহাড়ের ক্ষুদ্র চা চাষিদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিখ্যাত 'মকাইবাড়ি' ব্র্যান্ডের ছত্রছায়ায় ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিয়ে একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে। সংস্থাটি 'মকাইবাড়ি কালেক্টিভ' নামে একটি নতুন চা ব্র্যান্ড চালু করতে চলেছে। এই উদ্যোগে নিজেদের উৎপাদিত চায়ের সঙ্গে ক্ষুদ্র চাষিদের থেকে সংগৃহীত চা মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করা হবে। চাষিদের থেকে সর্বাধিক ২৫ শতাংশ চা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এই যৌথ উদ্যোগে ক্ষুদ্র চা চাষিরা যে শুধু কাঁচা পাতার দাম পাবেন, তা-ই নয়, বরং নতুন এই পরিসরে অবদান রাখা চাষিদের সঙ্গে ব্যবসার লভ্যাংশও ভাগ করে নেবে কর্তৃপক্ষ। তবে, প্রিমিয়াম বা উচ্চমানের মকাইবাড়ি চা আগের মতোই দেশীয় বাজারে বিক্রি হবে।'

স্থান সংকটের জেরে নাকাল দুই স্কুল

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ভবনে সকালে শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিকের ক্লাস হয়। একই বিল্ডিংয়ে ক্লাস হওয়ায় মাঝেমাঝে দুই স্কুলের কর্তৃপক্ষকে সমস্যা পোহাতে হয়। সরকারি নির্দেশে যখন দুটো স্কুলেরই সকালে ক্লাস হয় তখন টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অসুবিধা হয়। তখন 'অল্টারনেট ডে'-তে ক্লাস করানো ছাড়া কর্তৃপক্ষের কাছে আর কোনও উপায় থাকে না। এছাড়াও কোনও অনুষ্ঠান করতে গেলেও যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেটাও দুই স্কুলের কর্তৃপক্ষকে মাথায় রাখতে হয়। এই সমস্যা মেটাতে পুরনিগমের মেয়র থাকাকালীন গৌতম দেব শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিকের নতুন ভবন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কলেজপাড়ায় শিলিগুড়ি কলেজের দ্বিতীয় গেটের সামনে থাকা শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রায় পাঁচ কাঠা জমিতে এই ভবন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। এরমধ্যে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। গৌতমও মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সবিমিলিয়ে শিলিগুড়ির প্রাথমিক গার্লসের নতুন ভবনের ভবিষ্যৎ আপাতত বিশবাঁও জলে। এবিষয়ে গৌতম জানান, তিনি এখন আর মেয়র নন। তাই এবিষয়ে কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। পর্যটনমন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'কোন স্কুলের কী সমস্যা আছে সে বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছি।' ২০২৩ সালে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রায় পাঁচ কাঠা জমিতে শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিকের নতুন শিক্ষা ভবন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রাক্তন মেয়র। বিষয়টি শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)-কেও জানানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা অনুযায়ী ক'টা ক্লাসরুম প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কথা হয়েছিল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সঙ্গেও। কিন্তু ওই আলোচনাই সার, নতুন শিক্ষা ভবন তৈরির পরিকল্পনা আর আলোর মুখ দেখেনি। গার্লস প্রাথমিকের তৎকালানীন টিচার ইনচার্জ ঋতুপর্ণা গুহ রায় বলেন, 'স্কুলের জন্য আলাদা ভবন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এতে স্কুলের পঠনপাঠনে সুবিধা হত। কিন্তু তারপর আমার অন্য স্কুলে বদলি হয়ে যায়। এই পরিকল্পনার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমার কিছু জানা নেই।' শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বলেন, 'গার্লস প্রাথমিকের জন্য আলাদা ভবন তৈরি হলে দুটো স্কুলের জন্যই ভালো।'

যে জমিতে গার্লস প্রাথমিকের জন্য নতুন ভবন তৈরি করা হবে বলে ভাবা হয়েছিল পরিচর্যার অভাবে সেই জমি আগাছায় ভরে গিয়েছে। দিনের পর দিন ওই জায়গা পরিষ্কার না হওয়ায় মশার উপদ্রব বেড়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। তাঁরা চান ওই জায়গায় স্কুলের ভবন তৈরি হোক। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার বলেন, 'গার্লস প্রাথমিকের জন্য নতুন ভবন তৈরির বিষয়ে একসময় প্রাথমিক আলোচনা হলেও এখন এবিষয়ে কোনও আপডেট নেই।' শিলিগুড়ি গার্লস প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষিকা মিতা ঘোষ বলেন, 'আমি ২০২৪ সালের মার্চ মাসে এই স্কুলে জয়েন করেছি। এব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।'

বক্সায় ফিরছে বাঘ!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

অরণ্যপ্রেমীদের জন্য সুখবর, আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে ফের বাঘ ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া এবার জোরকদমে এগোচ্ছে। গোটা প্রক্রিয়াটি যাতে নিখুঁতভাবে শেষ হয়, তা নিশ্চিত করতে দেশের শীর্ষ বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষ প্যানেল গঠন করেছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ)। দেশের ত্রয়োদশ অভয়ারণ্য হিসেবে এমন বিরল পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সাক্ষী হতে চলেছে ডুয়ার্সের এই জঙ্গল। অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি এই দলে রয়েছেন গ্লোবাল টাইগার ফোরামের মহাসচিব রাজেশ গোপাল, রাজ্য বন দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান সৌমিত্র দাশগুপ্ত এবং বিশিষ্ট বন্যপ্রাণ বিজ্ঞানী কামার কুরেশি। ডুয়ার্সের আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বন দপ্তরের প্রস্তুতি কতটা নিখুঁত, তা খতিয়ে দেখতে এই মাসেই বক্সা সফরে আসছেন তাঁরা। জঙ্গলে শিকারের পর্যাপ্ত জোগান রয়েছে কি না এবং বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি না, সরেজমিনে তা পর্যবেক্ষণ করবেন দলের সদস্যরা। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে আগামী ২ অক্টোবর বক্সার মাটিতে পা রাখবে প্রথম বাঘিনী। বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে তাকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এসেই সোজা গভীর জঙ্গলে ছাড়া হবে না তাকে। প্রথমে এক হেক্টরের একটি বিশেষ ঘেরা জায়গায় রাখা হবে, যাকে বলা হয় 'সফট-রিলিজ এনক্লোজার'। সেখানে কিছুদিন রেখে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পর তাকে মুক্ত অরণ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। রাজারভাতখাওয়ায় তৈরি সেন্ট্রাল মনিটরিং টিম দিনরাত কাজ করবে তার গতিবিধি লক্ষ করতে। জঙ্গলে ছাড়ার পরও যাতে তার সুরক্ষায় কোনও ফাঁক না থাকে, সেজন্য প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে পুরোদমে। বাঘিনীর শরীরে পরানো থাকবে স্যাটেলাইট কলার। পাশাপাশি বনের আনাচে-কানাচে বসানো হয়েছে উন্নতমানের ট্র্যাপ ক্যামেরা। এমনকি রাতের আঁধারে, কুয়াশায় বা ঘন ঝোপের আড়ালেও স্পষ্ট ছবি তুলতে সক্ষম এমন থার্মাল ড্রোন ব্যবহার করা হবে। অরণ্যের সীমা পেরিয়ে সে যদি পাহাড়ি পথ ধরে ভুটানের দিকেও চলে যায়, তাহলেও স্যাটেলাইট কলারের সিগন্যাল দেখে প্রতি মুহূর্তের অবস্থান জানা সম্ভব হবে। সব মিলিয়ে ঘরের জঙ্গলে ডোরাকাটার প্রত্যাবর্তন ঘিরে এখন সাজোসাজো রব বক্সাজুড়ে।

পুজো-পর্যটনে আশঙ্কার মেঘ লাটাগুড়িতে,

অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগে অস্বস্তিতে পর্যটন মহল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লাটাগুড়ি

দেহব্যবসার অভিযোগে তোলপাড় লাটাগুড়ি। পুজোর মুখে এমন ঘটনায় মাথায় হাত একাধিক রিসর্ট মালিকের। ঘটনায় স্তম্ভিত উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। একটি রিসর্টে মধুচক্রের অভিযোগে পুলিশের অভিযানের পরই সামনে এসেছে আরও একাধিক রিসর্টকে ঘিরে মধুচক্রের জাল ছড়ানোর বিষয়টি। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। পুজোর পর্যটন মরশুমে যখন লাটাগুড়িতে বুকিংয়ের জন্য পর্যটকদের খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে, তখন এই ঘটনায় সেই আগ্রহে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা করছেন উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের কয়েকজন স্বীকার করে নিয়েছেন, লাটাগুড়ি নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকে খোঁজখবর নিলেও গত কয়েকদিনে বুকিংয়ের ঝোঁক অনেকটাই কম। ফলে পুজোর পর্যটনে লাটাগুড়ির বুকিংয়ে বড়সড়ো ধাক্কার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। লাটাগুড়ির পর্যটন ব্যবসায়ী তথা ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'এই ধরনের কাজ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। রিসর্ট ব্যবসায়ীদের আরও সতর্কতার সঙ্গে ব্যবসা করা উচিত।' লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজাশিস চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কোনও রিসর্টে এ ধরনের কার্যকলাপের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট রিসর্টের সদস্যপদ বাতিল করার সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে প্রশাসনের তরফে আরও কঠোর পদক্ষেপের দাবি করেছেন তাঁরা। ডুয়ার্সের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র লাটাগুড়ি। গরুমারা ও চাপড়ামারি সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে কেন্দ্র করে এখানে ৭০টিরও বেশি রিসর্ট তৈরি হয়েছে। পুজোর মরশুমে রাজ্য ও ভিনরাজ্য থেকে কয়েক হাজার পর্যটকের আনাগোনায় মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। পর্যটনের এই মরশুমই এলাকার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কয়েক কোটি টাকার ব্যবসা হয় এই মরশুমে। প্রায় তিন মাস বনাঞ্চলে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকার পর ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ফের সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলো খুলতে চলেছে। ফলে প্রতিবারের মতো এবারও পুজোর মরশুমকে ঘিরে আশায় বুক বেঁধেছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তার আগেই রিসর্টে মধুচক্রের অভিযোগে পুলিশের অভিযান ঘিরে অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গত রবিবার লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে অভিযান চালানো হয়। ঘটনায় শিলিগুড়ির তিন গৃহবধূকে আটক করা হয়। পাশাপাশি অসমের পাঁচ যুবক এবং রিসর্টের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন, লাটাগুড়ির মতো পর্যটনকেন্দ্রে এ ধরনের কার্যকলাপ চলে, তা তাঁরা জানতেনই না। কারও কারও মন্তব্য, এমন ঘটনা না ঘটলেই ভালো ছিল। এরপর পরিবার নিয়ে কেউ লাটাগুড়ি যাওয়ার আগে দু'বার ভাববেন। পর্যটন ব্যবসায়ীদেরও আশঙ্কা, এই ধরনের ঘটনায় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে লাটাগুড়ির ভাবমূর্তি এবং স্থানীয় পরিবেশ; দুই ক্ষেত্রেই বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এর মধ্যেই প্রশাসনের নজরে রয়েছে আরও কয়েকটি রিসর্ট। প্রশাসনের তরফে প্রতিদিনই বিভিন্ন রিসর্টে অভিযান চালানো হচ্ছে। আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। স্থানীয়দের অভিযোগ, লাটাগুড়ির কয়েকটি রিসর্টে দীর্ঘদিন ধরেই অনৈতিক কার্যকলাপ চলে আসছে। সোমবার রাতে লাটাগুড়ির নেওড়া মোড় এলাকায় একটি রিসর্টে এক তরুণীকে রাতে থাকার জন্য নিয়ে আসেন এক তরুণ। স্থানীয়দের বাধায় শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। পরপর এমন ঘটনায় লাটাগুড়ির রিসর্টগুলো নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে পর্যটন ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কোনও পর্যটক লাটাগুড়ির বুকিং বাতিল করেননি। কিন্তু যাঁরা এখানকার রিসর্টে থাকার বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আর পরবর্তী পর্যায়ে এগোচ্ছেন না। ফলে আগামী পুজোর মরশুমে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, তা নিয়ে চিন্তিত লাটাগুড়ির পর্যটন মহল। ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীল বলেন, 'ঘটনার পর থেকেই বহু পর্যটক বারবার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইছেন। বুকিংয়ের আগে রিসর্টে থাকা কতটা নিরাপদ, তা নিয়েও প্রশ্ন করছেন অনেকে।' শিলিগুড়ির পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল বলেন, 'এ ধরনের ঘটনা পর্যটনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবেই। এই ধরনের ঘটনা রুখতে রিসর্ট ব্যবসায়ীদের যেমন আরও সতর্ক হতে হবে, তেমনই প্রশাসনেরও কঠোর পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

দেহব্যবসার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সদস্যপদ বাতিল

রিসর্টে কড়া পদক্ষেপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লাটাগুড়ি

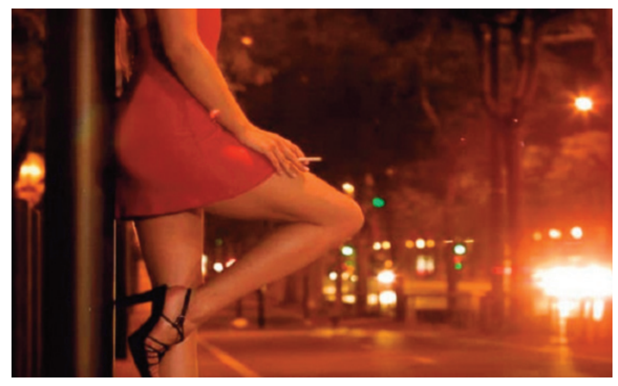

দেহব্যবসার অভিযোগ প্রমাণিত হলেই রিসর্টের সদস্যপদ বাতিল! লাটাগুড়িতে রিসর্টগুলিতে বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপের পথে প্রশাসন ও রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। কোনও রিসর্টের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট রিসর্টের সংগঠনের সদস্যপদ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রিসর্টগুলিতে নজরদারি বাড়ানো সহ একাধিক পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রশাসনের তরফে। রবিবার মধুচক্র চলার অভিযোগে লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে অভিযান চালিয়ে শিলিগুড়ির তিন গৃহবধূকে আটক করে পুলিশ। পাশাপাশি অসমের পাঁচ তরুণ সহ রিসর্টের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনার পরই সোমবার রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসে প্রশাসন। পর্যটনকেন্দ্র লাটাগুড়ির ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে রিসর্টগুলিতে বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধে কড়া অবস্থানের বার্তা দেওয়া হয় বৈঠক থেকে। রবিবার লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে পুলিশ ও প্রশাসনের অভিযানে মধুচক্র চলার অভিযোগ সামনে আসে। ঘটনায় শিলিগুড়ির তিন বধূকে আটক করা হয়। পাশাপাশি অসমের পাঁচ তরুণ এবং রিসর্টের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার পরেই লাটাগুড়ির অন্যান্য রিসর্টেও যাতে এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে তৎপর হয় প্রশাসন। পর্যটন মরশুমে লাটাগুড়িতে প্রতিদিনই বহু পর্যটকের আনাগোনা হয়। ফলে কোনও রিসর্টকে ঘিরে বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ উঠলে তার প্রভাব গোটা পর্যটনকেন্দ্রের ভাবমূর্তির উপর পড়তে পারে বলে মনে করছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। এই পরিস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে পুলিশ-প্রশাসনের উদ্যোগে রিসর্ট মালিকদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে মাল থানার আইসি পালজার সেরিং লামা ভুটিয়া, ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি তেনজিং ভুটিয়া, ক্রান্তি বিডিও অফিসের প্রতিনিধি, ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের আধিকারিক এবং লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে রিসর্ট মালিকদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, পর্যটকদের পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি রিসর্টের ভিতরে কোনও ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। বৈঠকে রিসর্টগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রতিটি রিসর্টে কারা আসছেন, থাকছেন ও বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেই তথ্য নিয়মিত নথিভুক্ত করে প্রতিদিন পুলিশ-প্রশাসনকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের পরিচয়পত্র সহ প্রয়োজনীয় নথি যাচাইয়েও জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি সিসিটিভি ফুটেজ দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য মেমরি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও অভিযোগ উঠলে যাতে পুরোনো ফুটেজ তদন্তের কাজে ব্যবহার করা যায়, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। শুধু বেআইনি কার্যকলাপ নয়, রিসর্টগুলির অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকেও নজর দেয় প্রশাসন। ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের আধিকারিকরা বেশ কিছু রিসর্টে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় খামতি থাকার কথা জানিয়ে তা দ্রুত পূরণের নির্দেশ দেন। নিয়ম না মেনে রিসর্ট চালালে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মাল থানার আইসি পালজার সেরিং লামা ভুটিয়া।

১২ বছর পর পর্দায় দেব-শুভশ্রী জুটি, মিউজিকে চমক দিলেন কোচবিহারের উজ্জ্বল বর্মন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

১২ বছর পর আবার ফিরছে দেব-শুভশ্রীর সেই হিট জুটি। সোমবার সেই জুটির সপ্তম সিনেমা 'দেশু ৭'-এর টিজার মুক্তি পেয়েছে। আর সেখানেই জুড়ে গিয়েছে কোচবিহারের নাম। সিনেমায় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের পাশাপাশি একটি গান তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন কোচবিহারের উজ্জ্বল বর্মন। এদিন যে টিজারটি মুক্তি পেয়েছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও তিনি তৈরি করেছেন। ইউটিউবে মজাদার ভিডিও বানিয়ে উজ্জ্বলের যাত্রা শুরু। এরপর নিজে একাধিক গান বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর কেড়েছেন। সেখান থেকেই দেবের সঙ্গে পরিচয়। এর আগে দেবের 'খাদান' সিনেমার প্রচারের কাজে যুক্ত ছিলেন উজ্জ্বল। তারপরই সরাসরি দেশু ৭ সিনেমায় কাজ করা নিয়ে দেবের সঙ্গে কথা হয় তাঁর। উজ্জ্বল বলেন, 'দুটি স্টুডিওতে আমাদের কাজ চলছে। টিজার মুক্তির পর ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। মিউজিক কেমন হবে, তা নিয়ে নিয়মিত দেবদার সঙ্গে কথা হচ্ছে। গ্রাম থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বানিয়েও যে বড় জায়গায় কাজের সুযোগ পাওয়া যায়, তা প্রমাণিত হল। এরপর আরও ভালো কাজ আসবে।' দেব-শুভশ্রীর সিনেমা মানেই সেখানে তাঁদের ভক্তদের বাড়তি উন্মাদনা। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই জুটি একসঙ্গে কোনও সিনেমা বানাননি। স্বাভাবিকভাবেই দেশু ৭ নিয়ে দর্শকদের উৎসাহ রয়েছে। এদিন মুক্তি পাওয়া ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের অ্যাকশন- রোমান্টিক-ড্রামার টিজার দর্শকদের উৎসাহ আরও বাড়িয়েছে।

মালদা কলেজে বাম ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে এবিভিপি-র বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

এসএফআই-ডিওয়াইএফআই বাম ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে মালদা কলেজের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। বৃহস্পতিবার সংগঠনের সদস্যরা মালদা কলেজের গেটের সামনে হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভকে ঘিরে কলেজ চত্বরে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়।এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আরএসএস-এর দক্ষিণ মালদার সংযোজক শুভজিৎ মালাকার। তাঁর অভিযোগ, গত ৩১ অগস্ট এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর সদস্যদের নিজেদের মধ্যে গন্ডগোলের ঘটনায় এবিভিপি-কে দায়ী করা হয়েছে। এরপর বুধবার এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর পক্ষ থেকে মালদা শহরে ধিক্কার মিছিল করা হয় এবং মালদা কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় বলেও দাবি করেন তিনি। শুভজিৎ মালাকারের অভিযোগ, বহিরাগতদের নিয়ে এসে কলেজের পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর আরও দাবি, যাদবপুরের মতো মালদা কলেজকেও নেশার আঁতুড়ঘরে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর। পাশাপাশি কলেজে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়ারও চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। যদিও এবিভিপি-র এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর পক্ষ থেকে এই অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, কলেজে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা এবং বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতে হবে। একইসঙ্গে কলেজ চত্বরে কোনও ধরনের নেশার ব্যবহার বা রাজনৈতিক অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না বলেও দাবি করেন তাঁরা। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচির মাধ্যমে এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর বিরুদ্ধে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করার পাশাপাশি কলেজে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বার্তাও দেওয়া হয়। ঘটনায় কলেজ চত্বরে নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক উত্তেজনা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

CEE PEE
Engineering Works
DURGAPUR

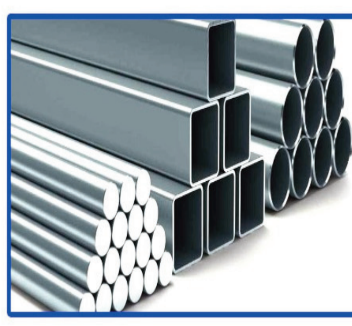

All types of Febrication works

NASSER AVENUE
DURGAPUR
PASCHIM BARDHAMAN

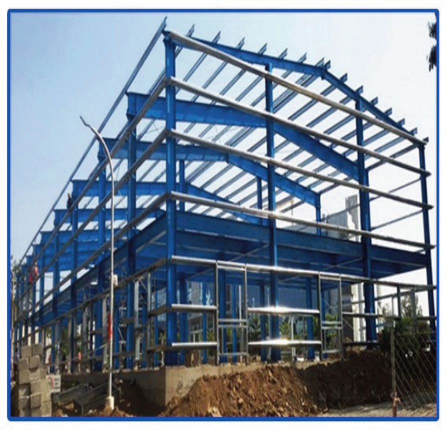

আন্তর্জাতিক খো খো আঙিনায় তাক লাগাচ্ছেন মালবাজারের অনুপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালবাজার

চা বাগান ঘেরা ডুয়ার্সের ছোট শহর মালবাজার। সেই শহরেরই ভূমিপুত্র অনুপ চক্রবর্তী আজ দেশের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে উজ্জ্বল করে তুলেছেন ভারতের নাম। বর্তমানে তিনি প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভুটানের জাতীয় পুরুষ ও মহিলা খো খো দলের প্রধান প্রশিক্ষক বা হেড কোচ হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গুরুদায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ২০২২ সাল থেকে এই আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করে তিনি কুড়িয়ে নিয়েছেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। শহরের প্রাণকেন্দ্র রামকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দা অনুপের ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলোর প্রতি গভীর টান। মাল শহর সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পরবর্তীতে সিকিম রাজ্য দলের অত্যন্ত সফল খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জনের পর, ২০২২ সালে খো খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার একটি অফিশিয়াল ই-মেলের মাধ্যমে তাঁর কাছে আসে ভুটানের জাতীয় দলের কোচ হওয়ার অপ্রত্যাশিত ও লোভনীয় প্রস্তাব। এরপর থেকেই শুরু হয় তাঁর কোচিং জীবনের এক নতুন ও গৌরবময় অধ্যায়। অনুপের নিখুঁত প্রশিক্ষণে ভুটানের জাতীয় খোখো দল ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বিগতদিনে ভুটান দল দুটি এশিয়া কাপ, ২০২৫ সালের খো খো বিশ্বকাপ এবং ইনডিপেন্ডেন্স কাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত সফলভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তাঁর সুদৃঢ় হাতে সেদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়দের বেছে নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে একেকটি অপ্রতিরোধ্য ও শক্তিশালী দল। চলতি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি ফের পাড়ি দিচ্ছেন ভুটানে। সেখানে গিয়ে তিনি জাতীয় পুরুষ ও মহিলা খো খো দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে টানা এক মাস ধরে অত্যন্ত কঠোর ও নিবিড় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনা করবেন। সামনেই রয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ২০২৭ সালের সাউথ এশিয়ান গেমস এবং ২০২৮ সালের খো খো ওয়ার্ল্ড কাপ। এই বড় ও কঠিন আসরগুলির প্রস্তুতি এখন থেকেই জোরকদমে শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

শান্তি চুক্তির সম্ভাবনা দেখছেন পুতিন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ধরে চলা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থামিয়ে ইউক্রেনের সঙ্গে একটি স্থায়ী শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর বাস্তবসম্মত সুযোগ রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তবে একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, বাণিজ্যিক জাহাজে ইউক্রেনের হামলা এবং আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলিকে রাশিয়ার আকাশসীমা এড়িয়ে চলার বিষয়ে কিভের সাম্প্রতিক হুঁশিয়ারি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত জটিল করে তুলছে। বৃহস্পতিবার রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে আয়োজিত এক অর্থনৈতিক ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুতিন স্পষ্ট জানান, আমেরিকা ও চিনের মতো একাধিক প্রভাবশালী রাষ্ট্র শান্তি আলোচনা এগিয়ে নিতে মধ্যস্থতা করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে এবং রাশিয়া এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংকটের সমাধান যুদ্ধরত দুই দেশ;রাশিয়া ও ইউক্রেনকেই নিজেদের মধ্যে আলোচনার টেবিলে বসে করতে হবে। শান্তি চুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে কি না;এমন এক প্রশ্নের জবাবে রুশ রাষ্ট্রপ্রধান ইতিবাচক সাড়া দিয়ে বলেন, তাঁর মতে এখনও যুদ্ধের অবসানের যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। তবে সম্ভাবনার কথা বললেও ইউক্রেনের সাম্প্রতিক সামরিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। অসামরিক পণ্যবাহী জাহাজে আঘাত হানা এবং অসামরিক বিমান চলাচলে বাধা সৃষ্টির হুমকিকে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ' হিসেবে আখ্যা দিয়ে পুতিন দাবি করেন, এমন আচরণ শান্তি আলোচনার ক্ষেত্রকে নষ্ট করছে। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণ সংস্থা ও বিমা সংস্থাগুলিকে সতর্ক করে জানান যে, ড্রোন হামলার কারণে রাশিয়ার আকাশপথ এখন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। যদিও ইউক্রেনের দাবি, তারা কোনো অসামরিক বিমানে আঘাত হানবে না এবং তাদের নিশানা কেবল রাশিয়ার সামরিক পরিকাঠামো। বুধবার রাষ্ট্রসংঘের অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার কাছেও রাশিয়ার আকাশসীমায় বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করার আবেদন জানিয়েছে কিভ। ২০২২ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই ইউক্রেনের আকাশসীমা বন্ধ রয়েছে, যার বিপরীতে রাশিয়ার আকাশকে অচল করে দেওয়ার এই কৌশল যুদ্ধক্ষেত্রকে আরও উত্তপ্ত করে তুলছে। ফ্রন্টলাইনে সরাসরি পদাতিক সংঘর্ষে স্থবিরতা তৈরি হলেও, সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশই দূরপাল্লার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা তীব্র করেছে এবং সমুদ্রপথে বন্দর ও বাণিজ্যিক জাহাজে আক্রমণ বাড়িয়েছে। এমন অস্থির পরিস্থিতির মাঝেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে ওয়াশিংটনের শান্তি উদ্যোগ নিয়ে মস্কোর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রয়েছে বলে নিশ্চিত করেন পুতিন। তিনি বলেন, আমেরিকা চাইলে রাশিয়া পুরোদমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনর্গঠনে রাজি এবং ট্রাম্প এই বিষয়ে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী বলেই তাঁর বিশ্বাস। দুই দেশের গোয়েন্দা প্রধান ও বিশেষ দূতদের মাধ্যমে পর্দার আড়ালে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং গত সপ্তাহেই সিআইএ প্রধান জন র্যা টক্লিফ মস্কোয় রুশ গোয়েন্দা শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে অত্যন্ত গোপনীয় বৈঠক সম্পন্ন করেছেন।

অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক ছাড় দিলেই চূড়ান্ত হবে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি - পীযূষ গোয়েল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নতুন দিল্লি

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির চেয়ে বেশি সুবিধাজনক ও অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক ছাড় নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বিটিএ) চূড়ান্ত বা তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ঘোষণা করা হবে না বলে ওয়াশিংটনকে সাফ জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। বৃহস্পতিবার বাণিজ্য মন্ত্রক আয়োজিত এক জাতীয় কর্মশালায় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ব্যবহারের ওপর আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে তিনি এই কড়া বার্তা দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ওয়াশিংটন ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় ভারতীয় পণ্যের জন্য তুলনামূলক শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত করার পরেই নয়াদিল্লি এই চুক্তি বাস্তবায়নে সিলমোহর দেবে এবং চূড়ান্ত শর্তাবলী জনসমক্ষে আনবে।

তিনি উল্লেখ করেন, ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি ইতিমধ্যেই দেশের রপ্তানিকারকদের জন্য বিপুল সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। আগামী দিনগুলিতে ভারত বিশ্বজুড়ে আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করার দিকে দ্রুত এগোচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে কানাডা, মেক্সিকো, চিলি, ব্রাজিল-নেতৃত্বাধীন মার্কোসার অর্থনৈতিক ব্লক, দক্ষিণ আফ্রিকার শুল্ক ইউনিয়ন (এসএসিইউ), ছ'টি উপসাগরীয় দেশের সংগঠন জিসিসি এবং ইজরায়েল। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে একটি সর্বাত্মক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি রূপায়ণে দীর্ঘদিন ধরেই দফায় দফায় আলোচনা চলছে। চলতি বছরের জুন মাসে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের দিল্লি সফরকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে বৈঠকে বাজার প্রবেশাধিকার বাড়ানো, ডিজিটাল বাণিজ্য, স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি, অশুল্ক বাধা অপসারণ এবং কৌশলগত ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির মতো চুক্তির মূল বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়। উভয় দেশের কৃষক, শিল্পপতি, শ্রমিক ও উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়ে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি যৌথ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছিল। এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কাঠামোর ঘোষণাও করা হয়েছিল। ২০২৫ সালের বাণিজ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আমেরিকার বাজারে ভারতের মোট পণ্য রপ্তানি দাঁড়িয়েছিল ১০৩.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ভারত আমেরিকা থেকে আমদানি করেছিল প্রায় ৪৫.৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য, যার ফলে মোট দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ পৌঁছেছিল ১৪৯.৪২ বিলিয়ন ডলারে। একই সঙ্গে ২০২৫ সালে দুই দেশের মধ্যে পরিষেবা ক্ষেত্রে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৯২.২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে ভারতের রপ্তানি ছিল ৪৮.৬৭ বিলিয়ন ডলার এবং আমেরিকা থেকে আমদানি ছিল ৪৩.৫৬ বিলিয়ন ডলার। তবে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড বা ইন্দোনেশিয়ার মতো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনীতির ভিড়ে মার্কিন বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক আধিপত্য ধরে রাখতে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে অতিরিক্ত শুল্ক অগ্রাধিকার আদায় করাই যে ভারতের মূল শর্ত, তা এদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত থামাতে যে কোনো সহায়তায় প্রস্তুত ভারত, বার্তা জয়শঙ্করের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

দীর্ঘমেয়াদি ও ধ্বংসাত্মক রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ইতি টানতে নয়াদিল্লি যেকোনো ধরনের মধ্যস্থতা ও গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর। বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের রাজধানী কিভ সফরে গিয়ে ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহার সঙ্গে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে জয়শঙ্কর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, রক্তক্ষয়ী এই সংঘাত থামাতে ভারত যদি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারে, তবে নয়াদিল্লি সবসময় সক্রিয় উদ্যোগ নিতে প্রস্তুত রয়েছে। যুদ্ধ নয়, বরং আলোচনা ও কূটনৈতিক দরকষাকষির পথেই যে এই রক্তপাতের স্থায়ী সমাধান সম্ভব, সেই অবস্থানে ভারত যে এখনও অবিচল, কিভের মাটিতে দাঁড়িয়ে তা আরও একবার আন্তর্জাতিক মঞ্চকে স্মরণ করিয়ে দেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। ইউক্রেনের মাটিতে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর এই সফর আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা এবং কিভ সফরে থাকা পোল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী রাদোস্লাভ সিকোরস্কির সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন জয়শঙ্কর। এই বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার পাশাপাশি

যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা চলছে। বিশেষ করে কৃষ্ণসাগরে সাম্প্রতিক সময়ে অসামরিক পণ্যবাহী জাহাজের ওপর লাগাতার হামলা এবং সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিয়ে দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে অত্যন্ত গভীর আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি কৃষ্ণসাগরে রুশ-ইউক্রেন সংঘাতের তীব্রতায় বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ঘটনায় এক ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু এবং একাধিক ভারতীয়র আহত হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা সামনে এসেছে। ওডেসা বন্দরে পণ্যবাহী জলযানে ভারতীয় নাবিকদের ওপর হওয়া এই প্রাণঘাতী

হামলার প্রেক্ষাপটে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নয়াদিল্লি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

সমুদ্রে আন্তর্জাতিক নাবিক ও সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষার ওপর সর্বোচ্চ জোর দিয়ে জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, যুদ্ধের বিস্তার বন্ধ করে শান্তি ফিরিয়ে আনাই এখন বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য সবচেয়ে জরুরি।

দূষণকারী ধনী দেশগুলির কাছে ক্ষতিপূরণের জোরালো দাবি কাঠমান্ডুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

গত ২৬ আগস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তে বরফ ধস, পারমাফ্রস্টের বিচ্যুতির জেরে লাহেন্ধে খোলা নদী উপচে ভোটেকোশী ও ত্রিশূলী অববাহিকায় নেমে আসা আকস্মিক হড়পা বানে এ পর্যন্ত ১,০৬৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ৪,৬০৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন। প্রাথমিক সরকারি মূল্যায়নে পরিকাঠামো ও জনজীবনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ থেকে ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই নজিরবিহীন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে এবার বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী প্রধান কার্বন নির্গমনকারী দেশগুলির বিরুদ্ধে সরাসরি ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্তর্জাতিক স্তরে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করল নেপাল সরকার। রাষ্ট্রসংঘের সদ্য কার্যকর হওয়া 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড'-এর কাছে জরুরি ভিত্তিতে অনুদানের আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন নেপালের অর্থমন্ত্রী স্বর্ণিম ওয়াগলে এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রী গীতা চৌধুরী। বৈশ্বিক এই তহবিলের আওতায় এখনও পর্যন্ত কোনো দেশ সরাসরি অর্থ পায়নি এবং প্রায় ২৮০ কোটি ডলারের দাবির বিপরীতে তহবিলে নগদ জমা রয়েছে মাত্র ৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার। তদুপরি তহবিলের পরবর্তী বোর্ড বৈঠক ডিসেম্বরে নির্ধারিত থাকায় তার আগেই বিশেষ ক্ষমতাবলে অবিলম্বে অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়েছে নেপাল। একই সঙ্গে নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খনাল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, দূষণের জন্য আমেরিকা, চিন ও ভারতের মতো দেশগুলিই মূলত দায়ী এবং তাদের ভুলের মাশুল গুনছে হিমালয়ের ছোট দেশগুলি। ফলে কাঠমান্ডু এখন আর কেবল মানবিক ত্রাণের আশায় বসে থাকতে রাজি নয়, বরং আইনি ও নৈতিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে দূষণকারী দেশগুলির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের নতুন কূটনৈতিক অবস্থানে যাচ্ছে তারা। যদিও প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ উদ্ধারকাজে প্রযুক্তিগত ও আকাশপথে সহযোগিতার জন্য নয়াদিল্লি ও বেজিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়কে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমানোর দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক আদালত ২০২৫ সালের ঐতিহাসিক মতামতে পরিবেশগত ক্ষতিপূরণের পক্ষে রায় দিলেও প্যারিস চুক্তির ধারা ৮ অনুযায়ী দায় চাপানোর বাধ্যবাধকতা সীমিত। তবু পর্বতগাত্র ধসে পড়ার নেপথ্যে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব স্পষ্ট করে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বিষয়টি জোরালোভাবে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে কাঠমান্ডু।

ফসলের মাঠেই আধুনিক শস্যভাণ্ডার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নতুন দিল্লি

দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের আওতায় থাকা প্রায় ৮০ কোটি নাগরিকের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার বিপুল দায়িত্বকে সামনে রেখে শস্য মজুত নীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহৎ ও দূরবর্তী কেন্দ্রীয় গুদামের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে কৃষিজমির কাছাকাছি শস্য মজুত, প্রক্রিয়াকরণ ও বণ্টনের সুযোগ পৌঁছে দিতে ২০২৩ সালের মে মাসে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া 'সমবায় ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত শস্য মজুত প্রকল্প' এখন দেশজুড়ে গতি পেয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় অগ্রিম অনুমান অনুযায়ী ভারতে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭৬.৫৬৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা পূর্ববর্তী বছরের ৩৫৭.৭৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টনের তুলনায় প্রায় ৫.৩ শতাংশ বেশি। খাদ্য উৎপাদনের এই ঐতিহাসিক উল্লম্ফনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফসল কাটার পরবর্তী অপচয় এবং অতিরিক্ত পরিবহণ খরচ কমাতে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিকে (প্যাক্স) বহুমাত্রিক গ্রামীণ পরিষেবা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, অসম ও ত্রিপুরা-সহ ১১টি রাজ্যের ১১টি প্যাক্সে ৯,৭৫০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা দিয়ে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ১,০১২টি চিহ্নিত প্যাক্সে। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩১৩টি প্যাক্সে আধুনিক গুদাম নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে ১.৮০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি বিকেন্দ্রীভূত শস্য মজুত ক্ষমতা। প্রচলিত গুদামের পাশাপাশি স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী ৫০, ১০০ এবং ২০০ মেট্রিক টনের ছোট ছোট সাইলো সুবিধাও যুক্ত করা হচ্ছে, যাতে উৎপাদিত ফসল দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে জমা রাখা সম্ভব হয়। গ্রাম্য অর্থনীতির এই পরিকাঠামোকে আর্থিকভাবে টেকসই ও শক্তিশালী করে তুলতে কেন্দ্র কোনো পৃথক তহবিল না বানিয়ে একাধিক চালু কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (এআইএফ) পরিকাঠামো নির্মাণে ঋণ ও সুদে ভর্তুকি দিচ্ছে, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এএমআই) মূলধনি ভর্তুকি সরবরাহ করছে এবং প্রসেসিং ও যন্ত্রপাতির জন্য যুক্ত করা হয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (পিএমএফএমই) ও কৃষিজান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পগুলিকে। প্যাক্সগুলির সুবিধার কথা মাথায় রেখে এএমআই প্রকল্পে ভর্তুকির পরিমাণ ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৩.৩৩ শতাংশ করা হয়েছে এবং মার্জিন মানির হার ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে আনা হয়েছে মাত্র ১০ শতাংশে। রাজ্য ও জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নাবার্ডের বিশেষ পুনরর্থায়ন এবং এআইএফ-এর ৩ শতাংশ সুদ ছাড় মিলিয়ে কার্যকরী ঋণের সুদের হার নেমে আসছে মাত্র ১ শতাংশে। এর পাশাপাশি ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফসিআই) শর্তসাপেক্ষে এই সমবায় গুদামগুলি নিশ্চিতভাবে ভাড়া নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সমবায় সমিতিগুলির জন্য আয় নিশ্চিত হচ্ছে। এর একটি সফল দৃষ্টান্ত মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর নেরপিঙ্গলাই প্যাক্স, যারা মাত্র ১ শতাংশ কার্যকরী সুদে ৩,০০০ মেট্রিক টনের আধুনিক গুদাম তৈরি করে প্রায় ৩০০ কৃষকের ৩২,০০০ বস্তা সয়াবিন নিরাপদে মজুত করেছে। ফসল বন্ধক রেখে কৃষকদের প্রায় ৪.৫০ কোটি টাকা স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেওয়া হয়েছে, যা তাঁদের কম দামে ফসল বিক্রির বাধ্যবাধকতা (ডিসট্রেস সেল) থেকে বাঁচিয়েছে এবং একই সঙ্গে গুদাম ভাড়া ও ঋণের সুদ থেকে সমিতিটির বার্ষিক লক্ষ লক্ষ টাকা আয় নিশ্চিত হয়েছে। ওয়্যারহাউজিং ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটির (ডব্লিউডিআরএ) কঠোর মানদণ্ড, আবহাওয়ারোধী নির্মাণপদ্ধতি এবং ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (এনসিডিসি) কড়া নজরদারিতে পরিচালিত এই বিকেন্দ্রীভূত সমবায় মডেল সাধারণ ঋণদাতা সমবায় সমিতিকে মজুত, ক্রয়, প্রক্রিয়াকরণ এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানের সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে দেশের কৃষক ও খাদ্য সুরক্ষার জন্য এক স্থায়ী বর্ম গড়ে তুলছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধিতে ধাক্কা দালাল স্ট্রিটে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুম্বই

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি এবং বন্ড ইল্ডের ওঠানামার জেরে মুদ্রাস্ফীতি ও চড়া সুদের হারের আশঙ্কা ফের চাঙ্গা হতেই সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে পতন দেখল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বৃহস্পতিবার লেনদেনের শুরুতে বাজার ইতিবাচক ধারায় থাকলেও শেষপর্যন্ত মুনাফা তোলার চাপ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় প্রধান সূচকগুলি। দিনের শেষে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) বেঞ্চমার্ক সূচক সেনসেক্স ৪১৭.৪৯ পয়েন্ট বা ০.৫৫ শতাংশ কমে ৭৬,১৫২.৮৬ অঙ্কে নেমে আসে। অন্যদিকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) নিফটি ৪১ পয়েন্ট বা ০.১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে থিতু হয় ২৩,৮৭৩.৪৫ পয়েন্টে। নিফটির হেভিওয়েট সংস্থাগুলির মধ্যে বাজাজ অটো, টেক মহিন্দ্রা এবং ট্রেন্ট উল্লেখযোগ্য পতনের মুখে পড়ে সূচকের পতনকে ত্বরান্বিত করে। তবে প্রধান সূচকগুলি নিম্নমুখী হলেও সামগ্রিক বাজারের মেজাজ ইতিবাচক ছিল। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলির শেয়ারে ভর করে নিফটি মিডক্যাপ সূচক ০.৩৭ শতাংশ এবং নিফটি স্মলক্যাপ সূচক ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে লড়াই জারি রাখে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় অর্থনীতিতে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়ার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা লগ্নিকারীদের সতর্ক অবস্থানে যেতে বাধ্য করেছে। এর পাশাপাশি বন্ডের প্রাপ্তি বাড়ায় সুদ আরও দীর্ঘ সময় ধরে চড়া থাকতে পারে;এমন আশঙ্কায় মূলধনী প্রবাহে সতর্কতা দেখা গেছে। সেক্টরাল সূচকগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে নিফটি রিয়েলটি, যা এক ধাক্কায় ২ শতাংশেরও বেশি পতন নথিভুক্ত করেছে। এ ছাড়া নিফটি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, পিএসইউ ব্যাঙ্ক, নিফটি ব্যাঙ্ক এবং মিডিয়া সূচক লোকসানে শেষ হয়েছে। নিফটি আইটি, অটো, এফএমসিজি এবং হেলথকেয়ার সেক্টরও মূল বাজারের তুলনায় দুর্বল পারফর্ম করেছে। কারিগরি দিক বিশ্লেষণ করে বাজার বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, উর্ধ্বমুখী দৌড়ে নিফটির জন্য ২৪,০০০ পয়েন্ট এখনও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ অঞ্চল হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে নিম্নমুখী চাপের ক্ষেত্রে ২৩,৮০০ পয়েন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎক্ষণিক সাপোর্ট স্তর। এই সাপোর্ট স্তর ভেঙে গেলে বিক্রির চাপ আরও তীব্র হয়ে নিফটিকে ২৩,৬০০ পয়েন্টের স্তরে নামিয়ে আনতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

> আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি এবং বন্ড ইল্ডের ওঠানামার জেরে মুদ্রাস্ফীতি ও চড়া সুদের হারের আশঙ্কা ফের চাঙ্গা হতেই সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে পতন দেখল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বৃহস্পতিবার লেনদেনের শুরুতে বাজার ইতিবাচক ধারায় থাকলেও শেষপর্যন্ত মুনাফা তোলার চাপ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় প্রধান সূচকগুলি।

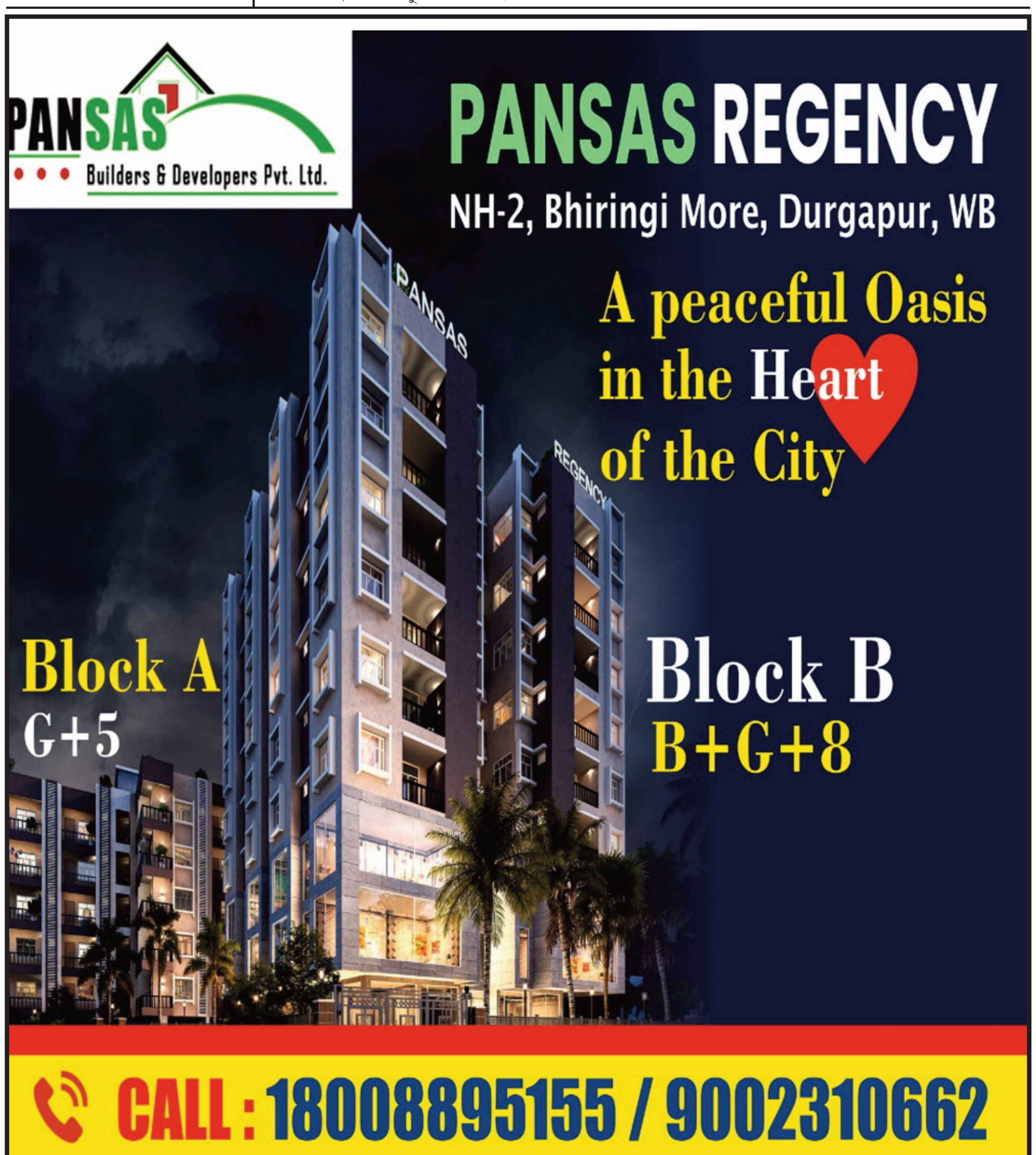

বকখালিতে যৌথ প্রশাসনের হানা, উদ্ধার পচা মাছ ও ভেজাল খাবার

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
বকখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র বকখালিতে পর্যটকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বড়সড় পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। বুধবার সন্ধ্যেবেলা বকখালি সমুদ্র সৈকত ও তার আশপাশের এলাকার একাধিক হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং অস্থায়ী খাবারের দোকানে এক সারপ্রাইজ ভিজিট বা আচমকা যৌথ অভিযান চালানো হয়। এই বিশেষ অভিযানকারী দলটিতে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ মহকুমা প্রশাসন, নামখানা ব্লক প্রশাসন, খাদ্য দপ্তর, এগ্রিকালচার মার্কেটিং বিভাগ এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। পরিদর্শনকালে আধিকারিকরা বিভিন্ন দোকানের খ াবারের গুণগত মান, রান্নার মশলা, ফ্রিজে সংরক্ষিত কাঁচা মাছ-মাংস এবং শাকসবজি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখেন। তদন্তে নেমে একাধিক দোকান ও রেস্তোরাঁ থেকে উদ্ধার হয় বাসি খ াবার, পচন ধরা মাছ, ক্ষতিকর রাসায়নিক রঙ মেশানো সবজি এবং ভেজাল মশলা। খাদ্যের এমন নিম্নমান এবং স্বাস্থ্যবিধির চরম অবহেলা দেখে তাজ্জব বনে যান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। বাজেয়াপ্ত করা অযোগ্য ও ভেজাল খাদ্যসামগ্রী পর্যটকদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ঘটনাস্থলেই বিনষ্ট করা হয়। অভিযান শেষে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ক্ষ্মপর্যটকদের স্বাস্থ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র আপস করা হবে না। প্রাথমিক পরিদর্শনে একাধিক দোকান থেকে ক্ষতিকর রঙ মেশানো খাবার, পচা মাছ ও ভেজাল মশলা বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করা হয়েছে। যাদের দোকান থেকে এসব অস্বাস্থ্যকর খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে শোকজ করা হচ্ছে। সন্তোষজনক জবাব না মিললে বা খ াদ্যের গুণগত মান না শুধরোলে কড়া আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি লাইসেন্স বাতিল পর্যন্ত করা হতে পারে।ক্ষ্ম পর্যটন কেন্দ্রের ভাবমূর্তি বজায় রাখা এবং আগত পর্যটকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও এই ধরনের কঠোর অভিযান নিয়মিত চালানো হবে বলে যৌথ প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে আশ্বস্ত এলাকার পর্যটক থেকে শুরু করে সচেতন বাসিন্দারা।

কোমর জল ডিঙিয়ে পুজো দিচ্ছেন দর্শনার্থীরা

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বোলপুর

লাগাতার মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি, প্লাবিত অবস্থা বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চল, জলমগ্ন সতীপীঠ কঙ্কালীতলা, এক কোমর জল ডিঙিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পুজো দিচ্ছেন দর্শনার্থীরা। বৃহস্পতিবার দিনভর মন্দির চত্বরে মোতায়েন রয়েছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। গত ২৪ ঘন্টা ধরে লাগাতার বৃষ্টিপাত হয়েছে বীরভূম জেলা জুড়ে। ২১১ মিলিলিটার বৃষ্টি হয়েছে বীরভূমে। এমনটাই খবর জেলা প্রশাসন সূত্রে। জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিভিন্ন নদ-নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। কোপাই নদীর জল ছাপিয়ে জলমগ্ন সতীপীঠ কঙ্কালীতলা মন্দির। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দড়ি ধরে এক কোমর জল ডিঙিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পুজো করাচ্ছে দর্শনার্থীরা। কেউ-কেউ আবার পুজো না করিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। যদিও বেলা বাড়তেই পুলিশ ঝুঁকি না নিয়ে মন্দির বন্ধ করা নির্দেশ দেন। স্বাভাবিকভাবেই কংকালী মায়ের চরণ মন্দির থেকে সরিয়ে সামনের শিব মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই দর্শনার্থীরা মা কঙ্কালীর উদ্দেশ্যে পূজা দেন।

মন্দির কমিটি জানিয়েছে, জল বেড়েছে। তবে পুজো এখনো চলছে। এরপরে জল বাড়লে মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হবে। একথা বলতে বলতেই পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পুজো চলে শিব মন্দিরে। দর্শনার্থীদের কথায়, অনেক দূর থেকে পূজো করাতে এসেছি। তবে কঙ্কালীতলা মন্দিরে হাঁটুর উপর জল। ঝুঁকি নিয়ে পূজা না করাই ভালো। তাই ফিরে যাচ্ছি।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

বর্ধমান শহরের নবাবহাট এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চার বছরের এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বুধবার সন্ধ্যায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃত শিশুর পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বর্ধমান থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃত শিশুর নাম অরণ্য রায়। সে পশ্চিম মেদিনীপুরের রামজীবনপুর এলাকার বাসিন্দা বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, প্রস্রাবের পথে সামান্য সমস্যা দেখা দেওয়ায় অরণ্যকে নবাবহাটের ওই নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের দাবি, সমস্যাটির ওষুধের মাধ্যমেই চিকিৎসা সম্ভব ছিল। কিন্তু নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ শিশুটিকে ভর্তি করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেয় বলে অভিযোগ পরিবারের। মৃত শিশুর পরিবারের আরও অভিযোগ, নির্দিষ্ট চিকিৎসকের পরিবর্তে অন্য এক চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করেন এবং অ্যানাস্থেসিয়া প্রদান করা হয়। এরপর অস্ত্রোপচারের পর শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। শিশুটির বাবা জয়ন্ত রায় অভিযোগ করে বলেন, ক্ষ্মবেডে দেওয়ার পর আমার বাচ্চা যখন কাঁপছিল, তখন আমরা বার বার ডাক্তারদের ডাকার জন্য চিৎকার করেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কোনও চিকিৎসক এসে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করেননি। আমাদের অভিযোগ, নার্সিংহোম ও চিকিৎসকদের চরম গাফিলতির ফলেই আমার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।ক্ষ্ম এই ঘটনার পর মৃত শিশুর মা বৃষ্টি রায়, বাবা জয়ন্ত রায়-সহ পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরিবারের পক্ষ থেকে নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, লাইসেন্স বাতিল এবং ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা। ময়নাতদন্তের মাধ্যমেও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। শিশুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই নার্সিংহোম চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়দের একাংশ নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বর্ধমান থানার আইসি, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত দুই চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক সাইদুল হক ও কৌশিক দত্ত। পুলিশ তাঁদের নিয়ে যাওয়ার সময় উত্তেজিত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির পরিস্থিতিও তৈরি হয় বলে জানা গিয়েছে। পরে পুলিশ কোনওরকমে ওই দুই চিকিৎসককে ঘটনাস্থল থেকে বের করে নিয়ে যায়।

ঘটনার পর থেকে নবাবহাট এলাকায় উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। শিশুর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী এবং চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা তদন্তে ্নর পরই স্পষ্ট হবে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বা অভিযুক্ত চিকিৎসকদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে শিশুর পরিবারের তোলা চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এবং ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ইঙ্গিত, গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতিতে ভাঙছে তিনশো দোকান

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
গঙ্গাসাগর

গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৭-কে সর্বাঙ্গসুন্দর ও আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রস্তুতি শুরু করল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। আসন্ন মেলাকে কেন্দ্র করে বুধবার এক উচ্চপর্যায়ের পরিদর্শনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কাজের সূচনা করলেন শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এ দিন প্রথমে সাগর ব্লক অফিসে একটি পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরপর প্রতিনিধিদলটি গঙ্গাসাগরের বেনুবনঘাট, ঐতিহাসিক কপিলমুনির আশ্রম ও প্রধান স্নানঘাটগুলি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পুণ্যার্থীদের যাতায়াত, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখ তে কচুবেড়িয়া ঘাট থেকে শুরু করে মেলা চত্বরের বিভিন্ন প্রান্তে পায়ে হেঁটে ঘুরেন আধিকারিকরা। পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিডিও অনন্ত কুমার গোস্বামী, পূর্ত দপ্তর ও বিএলআরও-র আধিকারিকেরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবিসহ স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। চলতি এই প্রস্তুতির সবচেয়ে বড় দিক হলো গঙ্গাসাগর মেলাকে 'আন্তর্জাতিক মেলা' হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা। ইঙ্গিত মিলছে, ২০২৭ সালের মেলা পেতে পারে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তেমনটা হলে দেশ-বিদেশের রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী, সাধুসন্ন্যাসী ও পর্যটকের আগমন ঘটবে এই সাগরদ্বীপে। সম্ভাব্য সেই বিপুল জনস্রোত সামাল দিতে এবং যাতায়াত ব্যবস্থা জ্যামমুক্ত রাখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে প্রশাসন। কচুবেড়িয়া থেকে মূল মেলা চত্বর পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে থাকা তিনশোরও বেশি দোকান অবিলম্বে সরিয়ে বা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাস্তার ওপর থাকা অবৈধ দখল হটিয়ে পথ প্রশস্ত করাই এই নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন এখন থেকেই পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করেছে।

১৯ দিনেও ভরাট হল না ২০ ফুটের 'মৃত্যুফাঁদ'!

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
পশ্চিম বর্ধমান

২০ ফুট গভীর ধস, কেটে গিয়েছে ১৯ দিন; তবু গর্ত ভরাটে প্রশাসনের কোনও তৎপরতা নেই! মৃত্যুর আতঙ্ক মাথায় নিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন রানিগঞ্জের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুনাথচক দুষাদপাড়ার বাসিন্দারা। ক্ষোভে বৃহস্পতিবার মেদনীপুর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভে নামেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ১০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে এই বিপজ্জনক ধস। ওই এলাকায় ব্রিটিশ আমলের পুরনো খনি থাকায় অবৈজ্ঞানিকভাবে কয়লা তোলার পর বালি ভরাট না করাতেই বারবার ধস নামছে বলে দাবি তাঁদের। এর আগেও ২০২৩ সালে ষষ্ঠীতলায় একই ধরনের ধসের ঘটনা ঘটেছিল। আরও উদ্বেগের বিষয়, ধসস্থলের ঢিল ছোড়া দূরত্বেই রয়েছে ঘন জনবসতি, আইসিডিএস কেন্দ্র ও স্কুল।

ফলে যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। ঘটনার পর পুলিশ ব্যারিকেড করলেও ১৯ দিনেও গর্ত ভরাটে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ না হওয়ায় এদিন প্রায় আধঘণ্টা মেদনীপুর রোড অবরোধ করেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, ক্ষ্মআর কতদিন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে বাঁচব?ক্ষ্ম পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠলেও দ্রুত বালি ভরাট করে এলাকা সুরক্ষিত না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এখন প্রশ্ন একটাই; রাস্তা অবরোধের পরও কি প্রশাসনের ঘুম ভাঙবে?

ফরাক্কা ব্যারেজের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, জানালেন জিএম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফরাক্কা

ফরাক্কায় গঙ্গার জলের প্রবাহ ও ডিসচার্জ নিয়ে তৈরি হওয়া বিভিন্ন জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে জেনারেল ম্যানেজার আরডি দেশ পান্ডে জানাল, বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে গঙ্গার জলের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেলেও এর ফলে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। গত ৩১ তারিখে ফরাক্কায় জলের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ কিউসেক। এরপর ১ তারিখে তা সামান্য কমে ১১.৯ লক্ষ কিউসেক এবং পরবর্তী সময়ে ১১.৯ লক্ষ কিউসেকের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে। তিনি আরও জানান, ফরাক্কা ব্যারেজের নকশা বা ডিজাইন ক্ষমতা প্রায় ২৫ লক্ষ কিউসেক।

অতীতে ১৬.৫ লক্ষ কিউসেক পর্যন্ত জল সফলভাবে সামলানো হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি সেই তুলনায় অনেক কম এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। ভারী বর্ষণ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেছে যে, ক্যাচমেন্ট এলাকা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টির তারতম্যের কারণে জলের পরিমাণে সামান্য তারতম্য ঘটে থাকে।

তবে এর ফলে কোনো ধরনের আতঙ্ক বা প্যানিকের অবকাশ নেই। ব্যারেজের সমস্ত গেট অপারেশনাল শিডিউল অনুযায়ী খোলা রাখা হয়েছে এবং যতটুকু জল ইনপ্লো আসছে, তা নির্বিঘ্নে নিষ্কাশন করা হচ্ছে।

স্কুলের দেওয়ালে 'বিকৃত' জাতীয় পতাকা! ইন্ডিয়া গেটের বদলে বিতর্কিত কাঠামো

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সমুদ্রগড়

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্কুলের দেওয়ালে আঁকা একটি ছবিকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়ে। অভিযোগ, ওই দেওয়ালচিত্রে জাতীয় পতাকার রঙের ক্রম ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ইন্ডিয়া গেটের আদলে ছবি আঁকতে গিয়ে এমন একটি গম্বুজবিশিষ্ট কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যা স্থানীয়দের একাংশের কাছে মসজিদের মতো বলে মনে হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা। স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় পতাকার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতীক আঁকার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও যথাযথতা বজায় রাখা হয়নি। পতাকার রঙের ক্রম নিয়ে যে ভুল হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, তা দ্রুত সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। তবে বিতর্ক শুধু জাতীয় পতাকার রঙের ক্রম নিয়েই নয়, স্থানীয়দের দাবি, দেওয়ালচিত্রে স্মৃতিসৌধ হিসেবে ইন্ডিয়া গেটকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলেও সেখানে একটি গম্বুজবিশিষ্ট কাঠামো আঁকা হয়েছে, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা ও বিতর্ক। স্থানীয় প্রাক্তন ছাত্র শ্যামল মালাকার এবং বাসিন্দা জয়দেব পাল-সহ একাধিক ব্যক্তি জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নজরে আনা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, জাতীয় প্রতীক ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের ভুল কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ক্ষুব্ধ স্থানীয়দের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে ওই দেওয়ালচিত্রের ভুল ও বিতর্কিত অংশ সংশোধন করতে হবে।

প্রয়োজন হলে বর্তমান ছবিটি মুছে সঠিক তথ্য ও যথাযথ রূপ অনুসরণ করে নতুন করে ছবি আঁকারও দাবি উঠেছে। এখন দেখার, স্থানীয়দের ক্ষোভ ও দাবির পর স্কুল কর্তৃপক্ষ কত দ্রুত পদক্ষেপ করে এবং বিতর্কিত দেওয়ালচিত্রটি সংশোধন করা হয় কি না।

স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে তৈরি একটি ছবির এমন ভুল ঘিরে সমুদ্রগড়ের এই ঘটনাই এখন এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

ম্যানহোলে আর মানুষ নয়, নামবে রোবট

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

ফাইয়ে রোবোটিক্সে জোর রাজ্যের, সিএমইআরআই-এর সঙ্গে মউ-এর উদ্যোগ।

ফাইয়ে রোবোটিক্সে জোর রাজ্যের, সিএমইআরআই-এর সঙ্গে মউ-এর উদ্যোগ। বিপজ্জনক কাজে কর্মী নামালেই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে এফআইআর। ম্যানহোলের বিষাক্ত অন্ধকারে আর নামতে হবে না সাফাইকর্মীদের। মানুষের বদলে এ বার নামবে যন্ত্র, বিপজ্জনক সাফাইয়ের কাজে জোর দেওয়া হবে রোবোটিক্সে। দুর্গাপুরের সিএমইআরআই-তে সাফাইকর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এসে এই বার্তাই দিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ম্যানহোলের ভিতরের স্লাজ ও বর্জ্য ইতিমধ্যেই বিশেষ যন্ত্রে সাকশন পদ্ধতিতে তুলে আনার কাজ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে স্লাজ থেকে জল আলাদা করার ব্যবস্থাও রয়েছে। ফলে কর্মীকে ভিতরে নামানোর প্রয়োজন নেই। প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করতে সিএমইআরআই-এর সঙ্গে মউ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আর নিরাপত্তা বিধি উপেক্ষা করে ঠিকাদার কর্মীকে ম্যানহোলে নামালে এফআইআর-এর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী।

ফের প্লাবনের মুখে রায়না-জামালপুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

ডিভিসির জল ছাড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই যেন আতঙ্কের ঘণ্টা বেজে উঠেছে পূর্ব বর্ধমানে! রায়না ও জামালপুরসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ফের প্লাবনের ভয় ঘিরে ফেলেছে সাধারণ মানুষকে।

নদীর জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কায় একের পর এক গ্রামের মানুষের মনে এখন শুধুই আতঙ্ক; কখন জল ঢুকে পড়বে ঘরবাড়ি ও কৃষিজমিতে? সবচেয়ে বেশি উদ্বেগে রয়েছেন এলাকার চাষিরা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো ফসল কি এবার জলের তোড়ে ভেসে যাবে; এই আশঙ্কাতেই দিন কাটছে তাঁদের। অতীতের প্লাবনের ভয়াবহ স্মৃতি এখনও টাটকা। তাই ডিভিসির জল ছাড়ার খবর সামনে আসতেই রায়না ও জামালপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে চরম উৎকণ্ঠা। জল আরও বাড়লে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। নদীবাঁধ সংলগ্ন ও নিচু এলাকার মানুষ বিশেষভাবে চিন্তিত। এখন কার্যত নদীর জলের দিকেই তাকিয়ে দিন কাটছে তাঁদের।

এলাকাবাসীর আশঙ্কা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে মুহূর্তের মধ্যে দেখা দিতে পারে ভয়াবহ পরিস্থিতি। প্রশ্ন একটাই; ডিভিসির ছাড়া জল কি ফের পূর্ব বর্ধমানের বুকে ডেকে আনছে প্লাবনের বিভীষিকা?

Sakaler sironam...18 August......2026_Layout 1 04-09-2026 05:56 Page 8

চিনির দামেই মিষ্টির ‘মণ্ডা’ ম্লান ! ১০ টাকার ঐতিহ্য এবার ১২ টাকায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রভাব এবার পড়ল বাংলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির বাজারেও। চিনির দাম বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেড়েছে মিষ্টি তৈরির খরচ। আর সেই বাড়তি খরচের প্রভাব এসে পড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের বড়া চৌমাথার পরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী মণ্ডার উপর। দীর্ঘদিন ধরে যে মণ্ডা ১০ টাকায় পাওয়া যেত, এখন সেই মণ্ডার দাম বেড়ে হয়েছে ১২ টাকা। বড়া চৌমাথা ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের কাছে মণ্ডা শুধুমাত্র একটি মিষ্টি নয়, এটি দীর্ঘদিনের স্বাদ ও ঐতিহ্যের অংশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পথচলতি মানুষ, দূরদূরান্ত থেকে আসা যাত্রী এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই মিষ্টির চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে উৎসব-পার্বণ, পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা অতিথি আপ্যায়নে এই ঐতিহ্যবাহী মণ্ডা অনেকেরই পছন্দের তালিকায় থাকে। তবে বর্তমানে মিষ্টি তৈরির অন্যতম প্রধান উপকরণ চিনির দাম বৃদ্ধির কারণে ব্যবসায়ীদের উৎপাদন খরচ বেড়েছে। শুধু চিনিই নয়, মিষ্টি তৈরির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, জ্বালানি, পরিবহণ এবং শ্রমের খরচও বেড়েছে বলে দাবি মিষ্টি ব্যবসায়ীদের। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ক্রমবর্ধমান খরচের চাপ সামলেও আগের দামে মণ্ডা বিক্রি করা হচ্ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, শেষ পর্যন্ত দাম বাড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। এর ফলে ১০ টাকার মণ্ডা এবার বিক্রি হচ্ছে ১২ টাকায়। অর্থাৎ প্রতিটি মণ্ডার দাম বেড়েছে ২ টাকা। ছোট অঙ্কের এই মূল্যবৃদ্ধি হলেও প্রতিদিন বহু মণ্ডা কেনেন এমন ক্রেতাদের কাছে এর প্রভাব স্পষ্ট। অনেকেই বলছেন, দাম বাড়লেও বড়া চৌমাথার ঐতিহ্যবাহী মণ্ডার স্বাদের টান এখনও কমেনি। স্থানীয় ক্রেতাদের একাংশের বক্তব্য, দ্রব্যমূল্যের বাজারে সবকিছুর দাম বাড়ছে। সেই পরিস্থিতিতে মিষ্টির দাম বৃদ্ধি অস্বাভাবিক নয়। তবে তাঁদের আশা, দাম বাড়লেও মণ্ডার গুণগত মান ও সেই পুরনো স্বাদ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। কারণ একটি এলাকার ঐতিহ্যবাহী খাদ্য শুধুমাত্র বাজারের পণ্য নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বহু বছরের স্মৃতি, সংস্কৃতি এবং স্থানীয় পরিচিতি। মিষ্টি ব্যবসায়ীদের মতে, চিনির বাজারদর যদি আরও বাড়তে থাকে, তাহলে আগামী দিনে অন্যান্য মিষ্টির দামেও তার প্রভাব পড়তে পারে। যদিও ব্যবসায়ীরা এখনও চেষ্টা করছেন যাতে ক্রেতাদের উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। উৎপাদন খরচ এবং বিক্রয়মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই ব্যবসা চালিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁদের। আউশগ্রামের বড়া চৌমাথার মণ্ডা দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় মিষ্টিপ্রেমীদের কাছে বিশেষ পরিচিত। তাই দাম বেড়ে ১২ টাকা হলেও এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির চাহিদা কমবে কি না, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে। আপাতত অবশ্য ক্রেতাদের একাংশের বক্তব্য;দাম একটু বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু ঐতিহ্য আর স্বাদের টানে মণ্ডা কেনা বন্ধ করা সম্ভব নয়। চিনির মূল্যবৃদ্ধির এই প্রভাব যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, বাজারদরের ওঠানামা শুধু দৈনন্দিন রান্নাঘরেই নয়, বাংলার ঐতিহ্যবাহী খাবার ও মিষ্টির জগতেও সরাসরি প্রভাব ফেলছে। আর সেই প্রভাবেই আউশগ্রামের বড়া চৌমাথার বহু পরিচিত ১০ টাকার মণ্ডা এখন ১২ টাকার মিষ্টি স্মৃতি।

মুঠোফোনের মুঠোয় শৈশব

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত
বর্ধমান

প্রযুক্তির অগ্রগতি আধুনিক জীবনের গতিপথ বদলে দিয়েছে। যোগাযোগ, শিক্ষা, তথ্য সংগ্রহ থেকে বিনোদন; সর্বত্রই আজ স্মার্টফোনের উপস্থিতি। স্বাভাবিকভাবেই শিশুদের জীবন থেকেও প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে অন্য জায়গায়;প্রযুক্তির ব্যবহার কি শিশুর বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠছে, নাকি অতিরিক্ত নির্ভরতা ধীরে ধীরে তাদের স্বাভাবিক শৈশবকে সংকুচিত করে দিচ্ছে? এক সময় শিশুর অবসর মানেই ছিল মাঠে খেলাধুলা, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, বই পড়া, ছবি আঁকা কিংবা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্প করা। এখন সেই জায়গার অনেকটাই দখল করেছে মোবাইল ফোনের পর্দা। শিশুকে খাওয়ানোর সময় মোবাইল, কান্না থামাতে মোবাইল, অবসর কাটাতে মোবাইল;অনেক পরিবারেই এটি এখন দৈনন্দিন অভ্যাস। ব্যস্ত জীবনে সন্তানকে কিছু সময় শান্ত রাখার সহজ উপায় হিসেবে মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু এই সাময়িক সুবিধার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও পারিবারিক মূল্য কতটা, তা নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। প্রযুক্তিকে দোষারোপ করাই সমাধান নয়। সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে মোবাইল ফোন শিশুদের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে। শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, নতুন ভাষা শেখা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা কিংবা পাঠ্যবিষয়ের অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ;সব ক্ষেত্রেই ডিজিটাল প্রযুক্তির ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। সমস্যা তৈরি হয় তখন, যখন ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং মোবাইল ধীরে ধীরে শিশুর প্রধান বিনোদন, সঙ্গী ও নির্ভরতার মাধ্যম হয়ে ওঠে। শৈশবের বিকাশ কেবল বইয়ের শিক্ষা বা তথ্য জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিকতা, সহমর্মিতা, ধৈর্য, হার-জিত মেনে নেওয়া এবং বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলি তৈরি হয় পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে। মাঠে খেলাধুলা, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা, পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের সান্নিধ্য এবং প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্ক্রিনের সামনে দীর্ঘ সময় কাটানোর অভ্যাস বাড়লে এই স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার পরিসর সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ডিজিটাল পরিবেশে অভিভাবকের ভূমিকা। শিশু কী দেখছে, কতক্ষণ দেখছে এবং অনলাইনে কী ধরনের বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে আসছে, সে বিষয়ে সচেতন নজরদারি জরুরি। প্রযুক্তির সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে নানা ধরনের অনুপযুক্ত বা বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তুর সম্ভাবনা। ফলে শুধু শিশুর হাতে মোবাইল তুলে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না; তার ব্যবহারকে সঠিক পথে পরিচালিত করাও পরিবারের দায়িত্ব। তবে এই আলোচনায় অভিভাবকদের নিজেদের ভূমিকার কথাও উপেক্ষা করা যায় না। শিশুরা মূলত দেখে এবং অনুসরণ করে শেখে। পরিবারের বড়রা যদি সারাক্ষণ মোবাইলের পর্দায় ব্যস্ত থাকেন, তবে শিশুর কাছে মোবাইল ব্যবহারে সংযমের শিক্ষা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাই শিশুদের জন্য নিয়ম তৈরির পাশাপাশি পরিবারের সকলের মধ্যেই প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। সমাধান মোবাইল ফোনকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার মধ্যে নেই। বর্তমান পৃথিবীতে প্রযুক্তি থেকে শিশুদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখাও বাস্তবসম্মত নয়। প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত ও বয়সোপযোগী ব্যবহার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোবাইল ব্যবহার, শিক্ষামূলক ও উপযোগী বিষয়বস্তু বেছে দেওয়া এবং খেলাধুলা, বই পড়া, সাংস্কৃতিক চর্চা ও পারিবারিক সময়কে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়েই তৈরি হতে পারে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য।

শিশুর হাতে প্রযুক্তি তুলে দেওয়ার আগে তাই সমাজ ও পরিবারকে একটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে; আমরা কি প্রযুক্তিকে শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছি, নাকি নিজেদের ব্যস্ততার কারণে তাকে ক্রমশ একটি স্ক্রিননির্ভর শৈশবের দিকে ঠেলে দিচ্ছি? প্রযুক্তি আধুনিক জীবনের বাস্তবতা। কিন্তু প্রযুক্তি কখনও শৈশবের বিকল্প হতে পারে না। একটি শিশুর প্রয়োজন শুধু দ্রুতগতির ইন্টারনেট নয়; তার প্রয়োজন খেলাধুলার মাঠ, বইয়ের জগৎ, পরিবারের সান্নিধ্য, বন্ধুত্ব এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা।

মুঠোফোন থাকবে, প্রযুক্তিও এগিয়ে যাবে। কিন্তু সেই অগ্রগতির দৌড়ে শৈশব যেন পিছিয়ে না পড়ে;সেই দায়িত্ব আজ পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমগ্র সমাজের।

আসানসোল জেলা হাসপাতালে টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্টের সফল অস্ত্রোপচার

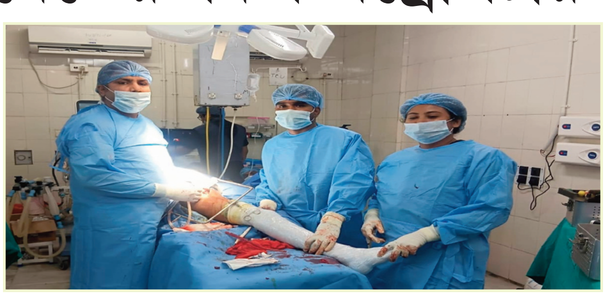

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

আসানসোল জেলা হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে বৃহস্পতিবার প্রথম ‘টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট বা প্রতিস্থাপনের’ সফল অস্ত্রোপচার হলো। হাসপাতালে অর্থোপেডিকস্ সার্জেন ডাঃ সমীরণ দে বছর ৫৭ র সীমান্ত দাস নামে এক রোগীর এই অস্ত্রপচারটি করেছেন। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের হিরাপুর থানার বার্নপুরের বাসিন্দা এই রোগী গত ২৫ আগষ্ট আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন। এদিন ডাঃ সমীরণ দে অ্যানেস্থেটিক ডাঃ শ্রীকান্ত গাঙ্গুলী এবং ডাঃ এ. পালের সহযোগিতায় এই অস্ত্রপচারটি করেন। তাদের সঙ্গে নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা ছিলেন সবমিলিয়ে এই অস্ত্রপচারে সময় লেগেছে এক ঘন্টার মতো। জানা গেছে, আপাততঃ তিন থেকে চারদিন এই রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস এদিন বলেন, জেলা হাসপাতালে এমারজেন্সি বিভাগের উপরে গত ১৭ আগষ্ট ট্রমা কেয়ার ইউনিটটি সরকারি ভাবে চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিভাগের অনেক অস্ত্রোপচার ট্রমা কেয়ারে করেছেন চিকিৎসকেরা। এদিন সেখানে টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্টের একটি অস্ত্রপচার করেছেন ডাঃ সমীরণ দে। অস্ত্রপচারটি সফল হয়েছে। রোগীকে আপাততঃ নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ, দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালু করা সম্ভব হয়েছে। পুরনো পরিকাঠামো দিয়েই তা চালু করা হয়েছে। আরো চিকিৎসা সামগ্রী ও চিকিৎসক চেয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে তদবির করা হয়েছে জেলা হাসপাতালের তরফে।

ফুলেফেঁপে উঠছে দামোদর ! প্লাবনের আতঙ্কে নদীপাড়ের মানুষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালপুর

ডিভিসি ফের জল ছাড়তেই নতুন করে বাড়ছে দামোদর নদীর জলস্তর। নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘনাচ্ছে প্লাবনের আশঙ্কা। নদীতীরবর্তী বাসিন্দা থেকে শুরু করে বাঁধ সংলগ্ন এলাকার সাধারণ মানুষ;নতুন করে আতঙ্কের প্রহর গুনছেন সকলেই। কখন নদীর জল বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলে, সেই আশঙ্কাতেই কার্যত উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে বহু মানুষের। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের শিয়ালী, মার্সিয়ালী, কোরা এবং অমরপুর-সহ দামোদর তীরবর্তী একাধিক এলাকায় প্রতিবছরই ডিভিসির জল ছাড়ার পর পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। নদীতে জল বাড়লেই নিচু এলাকাগুলিতে প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নতুন করে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ফের দেখা দিয়েছে আতঙ্কের সেই পুরনো ছবি। ইতিমধ্যেই যাত্রী নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার ফেরি পারাপার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে নদী পারাপারের উপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষের ভোগান্তিও বেড়েছে। নদীর জলস্তর যেভাবে বাড়ছে, তাতে পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নদীতীরবর্তী মানুষের আশঙ্কা, জল আরও বাড়লে দ্রুত বাঁধের উপর চাপ তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি নিচু এলাকাগুলিতে জল ঢুকে পড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে একদিকে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, অন্যদিকে ফেরি চলাচল বন্ধ;দুইয়ে মিলে জামালপুরের দামোদর তীরবর্তী এলাকায় এখন তৈরি হয়েছে তীব্র উদ্বেগের পরিবেশ। স্থানীয়দের বক্তব্য, দামোদরে জল বাড়লেই শিয়ালী, মার্সিয়ালী, কোরা ও অমরপুরের মতো এলাকাগুলিতে প্লাবনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাই আগেভাগেই প্রশাসনের নজরদারি এবং বাঁধের পরিস্থিতি পর্যালোচনার দাবি উঠেছে। ডিভিসির জল ছাড়ার পর আগামী কয়েক ঘণ্টায় দামোদরের জলস্তর কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে নদীপাড়ের মানুষ।

দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস, আহত দুই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

বুধবার রাত্রি একটার সময় দুর্ঘটনা ঘটে ঝাড়গ্রাম ব্লকের গজাশিমুল এলাকায় ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বেসরকারি যাত্রীবাহী বাসটি কলকাতা থেকে রাঁচি যাচ্ছিল। রাচি যাওয়ার পথে বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাসে থাকা যাত্রীরা সকলেই সুরক্ষিত থাকলেও বাসের চালক উদিত শর্মা ও খালাসী প্রমথ এক্কা আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসের চালক উদিত শর্মা জানান, কলকাতা থেকে রাঁচি যাওয়ার পথে ঝাড়গ্রাম ব্লকের গোজার শিমুল এলাকায় ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি ট্রাক খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই ট্রাককে পাস কাটিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি চাষের জমিতে নেমে যায়। যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটে। বাসার চালক অধিত শর্মার বাঁ পা ভেঙে গিয়েছে এবং খালাসী এক্কার মাথায় চুল লেগেছে। ঠিক কি কারণে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে তার খতিয়ে দেখার জন্য ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

রেললাইনে ধস, আটকে পড়ে দার্জিলিং মেল সহ অন্যান্য ট্রেন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফরাক্কা

টানা ভারী বৃষ্টির জেরে মুর্শিদাবাদের নিউ ফরাক্কা রেলওয়ে স্টেশনে ঢোকার মুখে কেবিনের কাছে আপ রেললাইনে হঠাৎ ধস নামে। নিরাপত্তার স্বার্থে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকেই দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগকারী এই গুরুত্বপূর্ণ রুটে ব্যাপক যাত্রী হয়রানি শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প পথে পরিষেবা সচল রাখার চেষ্টা করে রেল। দক্ষিণবঙ্গের রামপুরহাটের দিক থেকে আসা উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনগুলিকে ফরাক্কার বল্লালপুর স্টেশন দিয়ে ক্রসিং করিয়ে ডাউন লাইন বা সিঙ্গেল লাইন ব্যবহার করে ধীরে-ধীরে চালানো হচ্ছে। এর ফলে আপ ও ডাউন;দুই লাইনেই ট্রেনের গতি অনেকটাই কমে গিয়েছে। এর জেরে যোগবানি এক্সপ্রেস, গৌড় এক্সপ্রেস এবং দার্জিলিং মেলের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান রেলের শীর্ষ আধিকারিক ও কর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে রেললাইন মেরামতের কাজ। নিউ ফরাক্কার স্টেশন ম্যানেজার তন্ময় বিশ্বাস জানিয়েছেন, ধসের কারণে ট্রেন চলাচলের গতি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে এবং সিঙ্গল লাইন দিয়েই আপাতত পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে। রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত লাইন মেরামত করে সম্পূর্ণ নিরাপদ ঘোষণা করার পরই ফের স্বাভাবিক হবে ট্রেন চলাচল।

ছেলের পরে এবার বাবা, মাদক চক্রের আরো এক পান্ডা গ্রেফতার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তিন দিন আগে ছেলে গ্রেফতার হয়েছিল। এবার গ্রেফতার হলেন বাবা। আসানসোলে মাদক চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার এই গ্রেফতারি করেছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ বা এডিপিসির গোয়েন্দা দপ্তর বা ডিডি। ধৃতর নাম মহঃ মুক্তার। ধৃত প্রৌঢ়র বাড়ি ঝাড়খণ্ডের কুমারডুবিতে। তার কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে। শুক্রবার ধৃতকে আসানসোল আদালতে পেশ করা হবে। জানা গেছে, মাদক পাচার সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, বৃহস্পতিবার দুপুর আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের (এডিপিসি) গোয়েন্দা বিভাগ বা ডিডির একটি দল আসানসোলের জিটি রোডের বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন ওল্ড ডুরান্ড সিনেমা হলের কাছে অভিযান চালায়। সেই অভিযানে মহঃ মুক্তারকে আটক ডিডির অফিসাররা। তার কাছ থেকে প্রায় ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এরপরে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত এই ব্যক্তি মাদক মামলায় অভিযুক্ত মহঃ দানিশের বাবা। যাকে মাত্র তিন দিন আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ডিডির তরফে বলা হয়েছে, এই মাদকের সরবরাহকারী চেন বা চক্রকে খুঁজে বার করা হবে। এই চক্রটিকে ভেঙে দিতে এখন তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট বা ডিডি গত ৩০ আগষ্ট রবিবার রাতে একটি দল আসানসোল উত্তর থানার লালগঞ্জ-জুবিলি রোডের রায় ময়দানের কাছে একটি মারুতি সুজুকি এর্টিগা গাড়ি আটক করে। এই ঘটনায় মহঃ দানিশ সহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৬০০ গ্রামেরও বেশি ‘ব্রাউন সুগার’ উদ্ধার করা হয়।

চাকা ভেঙে উল্টে গেল টোটো, আহত চালক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

বর্ধমান-আরামবাগ ৭ নম্বর রাজ্য সড়কে টোটো দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বৃহস্পতিবার। সেহারাবাজার ফাঁড়ির অধীন মোগলমারির কাছে চলন্ত টোটোর একটি চাকা আচমকা ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ায় বিপত্তি ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায় টোটোটি। দুর্ঘটনায় টোটো চালক আহত হয়েছেন। বিকট শব্দে টোটোটি উল্টে যেতে দেখে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা দ্রুত আহত চালককে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য ওই এলাকায় উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, চলন্ত অবস্থায় টোটোর একটি চাকা আচমকা ভেঙে যায়। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি রাস্তার উপর উল্টে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয়রা। কী কারণে চলন্ত টোটোর চাকা ভেঙে গেল, তা নিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘাটালে বাড়ছে বন্যার জল, সমস্যায় বানভাসিরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঘাটাল

নিম্নচাপের বৃষ্টি, সাথে জলাধারা থেকে ছাড়া জলে জল বেড়েছে শিলাবতী নদীতে। নদীর জলে প্লাবিত ঘাটাল শহর এবং গ্রামীণ নিচু এলাকা, ডুবেছে রাজ্য সড়ক। জলে ডুবেছে রাস্তাঘাট চাষের জমি, কোথাও জল পেরিয়ে চলছে নৌকো ডিঙির মাধ্যমে যাতায়াত। ইতিমধ্যেই ঘাটাল পৌরসভার এক থেকে দশটি ওয়ার্ডে জল ঢুকেছে, ঘাটাল পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের আড়গোড়া এলাকায় রাজ্য সড়ক প্লাবিত হয়েছে, সারি-সারি দোকান ডুবেছে জলে এবং ঘাটাল ব্লকের অজবনগর ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন নিচু এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। যদি আরো বৃষ্টি হয় তাহলে দুর্ভোগ বাড়বে এমনই দাবি ঘাটালবাসীর। তবে যেভাবে শিলাবতী নদীতে জল বাড়ছে তার ফলে ঘাটালে বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা। ঘাটালের বিভিন্ন রাস্তাঘাট জলে ডুবে যাওয়ায় যানবাহনের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন স্কুল গুলিতেও জল ঢুকে পড়ায় পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। ঘাটাল মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঘাটাল মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গত এলাকা গুলির উপর নজরদারি শুরু করা হয়েছে।

আলুতে লোকসান, পেঁয়াজে লাভের হাসি !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালনা

একদিকে বাজারে আলুর দর তলানিতে নেমে যাওয়ায় হিমঘরে আলু রেখে লোকসানের মুখ দেখছেন বহু চাষি। অন্যদিকে সম্পূর্ণ উল্টো ছবি পূর্ব বর্ধমানের পেঁয়াজ চাষে। উপযুক্ত পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করে মরসুমের কম দামের সময় বিক্রি না করে কয়েক মাস ধরে ফসল ধরে রাখছেন কালনা মহকুমার কৃষকরা। আর সেই সংরক্ষণ পদ্ধতিই এখন তাঁদের কাছে লাভের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় ৩ হাজার ২০০ হেক্টর জমিতে বছরে প্রায় ৪৮ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। জেলার বিভিন্ন এলাকার মধ্যে কালনা মহকুমার একাধিক গ্রামে পেঁয়াজ চাষ দীর্ঘদিন ধরেই কৃষকদের আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিন্তু উৎপাদনের পর সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় অতীতে সমস্যায় পড়তে হতো চাষিদের। ফসল ওঠার সময় বাজারে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ চলে আসায় দাম কমে যেত। ফলে বাধ্য হয়েই কম দামে পেঁয়াজ বিক্রি করে দিতে হতো কৃষকদের। এখন সেই ছবিতে ধীরে-ধীরে পরিবর্তন আসছে। বিগত কয়েক বছর ধরে কালনা মহকুমার লক্ষ্মীপুর, রামকৃষ্ণপুর-সহ বিভিন্ন এলাকার চাষিরা নিজেদের উদ্যোগেই বাড়িতে পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। বাঁশের মাচা তৈরি করে অথবা বাড়ির ফাঁকা জায়গায় বিশেষ ধরনের পেঁয়াজের গোলা বানিয়ে সেখানে ফসল রাখা হচ্ছে। জমি থেকে পেঁয়াজ তুলে আনার পর সেগুলিকে উপযুক্তভাবে শুকিয়ে ঝুটি বেঁধে রাখা হয়। বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রেখে কয়েক মাস ধরে এই পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করছেন কৃষকরা। চাষিদের দাবি, এই পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা সম্ভব হওয়ায় ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কম দামে বিক্রি করার বাধ্যবাধকতা অনেকটাই কমেছে। বাজার পরিস্থিতি অনুকূল হলে পরবর্তী সময়ে ভালো দামে সেই পেঁয়াজ বিক্রি করতে পারছেন তাঁরা। কৃষকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মরসুমের সময় যেখানে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি মাত্র ৬ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল, সেখানে সংরক্ষণ করে রাখা পেঁয়াজ বর্তমানে ২৬ থেকে ২৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে উৎপাদনের পর দীর্ঘ সময় ধরে ফসল ধরে রাখার সুযোগ পাওয়ায় কৃষকদের লাভের পরিমাণও বাড়ছে। কালনা ও সমুদ্রগড়ের নিমতলা এলাকায় আধুনিক পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি হওয়ায় সেই সুবিধাও পাচ্ছেন এলাকার একাংশের কৃষক। আধুনিক পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণের মাধ্যমে ফসলের অপচয় কমানো এবং দীর্ঘদিন ভালো রাখার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে লক্ষ্মীপুর ও রামকৃষ্ণপুর এলাকার বহু কৃষক এখনও মূলত নিজেদের বাড়িতেই তৈরি করা পেঁয়াজের গোলা বা বাঁশের মাচার উপর নির্ভরশীল। কৃষকদের বক্তব্য, বাড়ির মধ্যে সামান্য জায়গা কাজে লাগিয়ে তুলনামূলক কম খরচে এই ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে বড় পরিকাঠামোর অপেক্ষায় না থেকে অনেকেই নিজেরাই পেঁয়াজ ধরে রাখার উদ্যোগ নিচ্ছেন। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মধ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা যত শক্তিশালী হবে, কৃষক তত বেশি বাজারদরের ওঠানামার সঙ্গে মানিয়ে চলার সুযোগ পাবেন। পূর্বস্থলীর লক্ষ্মীপুর এলাকার পেঁয়াজ চাষি মজিবুল শেখ জানান, সরকারি উদ্যোগে পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য গোলা তৈরিতে চাষিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং ভর্তুকির ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে সেই ভর্তুকির পরিমাণ আরও বাড়ানো হলে বহু ছোট ও প্রান্তিক কৃষক এই ধরনের সংরক্ষণ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারবেন। তাঁর মতে, গ্রামের আরও বেশি কৃষক যদি পেঁয়াজ সংরক্ষণের সুযোগ পান, তাহলে কম দামের সময় ফসল বিক্রি করার চাপ কমবে এবং উৎপাদিত ফসলের প্রকৃত মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে। আর এক চাষি বদরুদ্দিন শেখ জানান, সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার ফলে এখন শুধু স্থানীয় বাজারের উপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে না। ভালোভাবে সংরক্ষণ করা পেঁয়াজ চাহিদা অনুযায়ী ভিন রাজ্যেও পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। অসমের মতো বিভিন্ন রাজ্যে পেঁয়াজ পাঠিয়ে ব্যবসার সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলেও তিনি জানান। বাজারে যখন স্থানীয় উৎপাদন কমে যায়, তখন সংরক্ষিত পেঁয়াজ বিক্রি করে ভালো দাম পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এখনও জেলার বহু পেঁয়াজ চাষি আধুনিক বা উপযুক্ত সংরক্ষণের সুবিধার বাইরে রয়েছেন। সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক কৃষককে এখনও ফসল ওঠার পরপরই কম দামে পেঁয়াজ বিক্রি করতে হয়। ফলে উৎপাদন খরচের তুলনায় প্রত্যাশিত লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। চাষিদের দাবি, সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি, আরও বেশি আধুনিক সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং গ্রামাঞ্চলে কম খরচে পেঁয়াজের গোলা তৈরির প্রকল্প সম্প্রসারণ করা হলে পরিস্থিতির আরও উন্নতি সম্ভব। মরসুমে কম দামে ফসল বিক্রি করার বাধ্যবাধকতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারমূল্য নির্ধারণে কৃষকদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে;এমনটাই এখন আশা কালনা মহকুমার পেঁয়াজ চাষিদের।

গাছ কাটার প্রতিবাদেই ‘বদলা’? বাড়িতে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

গাছের ডাল কাটার প্রতিবাদ। তারপর সংবাদমাধ্যমে নাম ওঠা। আর তার পরেই অভিযোগ, বাড়িতে হামলা! বুধবার সন্ধ্যায় মেমারির জাকরা গ্রামে এক পরিবারের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় একই পরিবারের দুই ছেলে ও এক মেয়ে আহত হয়েছেন বলে দাবি পরিবারের। ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে। জাকরা এলাকায় অবৈধভাবে গাছের ডাল কাটার অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের একাংশ তিনজনকে আটক করে বনদপ্তরে খবর দেন। পরে বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই তিনজনকে নিয়ে যান। কাটা গাছের ডালও উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। এরপর ঘটনার খবর সংগ্রহ করতে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা এলাকায় পৌঁছন। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময় ওই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির বুথ সভাপতি সত্য কর্মকারের নাম উঠে আসে বলে দাবি স্থানীয়দের। অভিযোগ, এরপরই বদলে যায় পরিস্থিতি। পরিবারের দাবি, গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ সত্য কর্মকারের স্ত্রী কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আসাদ শেখের বাড়িতে যান। শুরু হয় বচসা। অভিযোগ, মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পরিবারের মধ্যে।

অভিযোগের মধ্যেই আহত হন আসাদ শেখের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। একজনের মাথায় আঘাত, একজনের হাতে, আর অন্যজনের কোমরে; পরিবারের দাবি, মেয়ের মাথায় আঘাত লাগে। দুই ছেলের মধ্যে একজনের হাতে এবং অন্যজনের কোমরে আঘাত লাগে। আচমকা হামলার ঘটনায় তাঁরা আহত হন বলে পরিবারের অভিযোগ। পরে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনার পর আর দেরি না করে থানার দ্বারস্থ হন আসাদ শেখ। মেমারি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। একদিকে গাছের ডাল কাটার অভিযোগ, অন্যদিকে সেই ঘটনার সঙ্গে নাম জড়িয়ে পড়ার পরেই বাড়িতে হামলার অভিযোগ; পরপর ঘটনাগুলির যোগসূত্র নিয়েই এখন এলাকায় জোর চর্চা। তবে হামলার অভিযোগ কতটা সত্য, ঘটনার সময় ঠিক কী হয়েছিল এবং কারা এতে জড়িত ছিলেন, তা তদন্তেই স্পষ্ট হবে। এই ঘটনায় নাম জড়ানো বিজেপির বুথ সভাপতি সত্য কর্মকার ও তাঁর স্ত্রীর কোনও বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁদের বক্তব্য সামনে এলে অভিযোগের পাল্টা দিকটিও স্পষ্ট হতে পারে। গাছ কাটার প্রতিবাদ থেকে শুরু হওয়া ঘটনা শেষ পর্যন্ত পৌঁছল বাড়িতে হামলা ও তিনজনের আহত হওয়ার অভিযোগে। এখন পুলিশের তদন্তেই অপেক্ষা; ঘটনার নেপথ্যে আসলে কী?

বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে পড়ুয়াদের পথ অবরোধ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

সেবায়তন থেকে জয়নগর যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল স্কুল পড়ুয়ারা। অভিযোগ, দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে এই রাস্তার কোনও সংস্কার হয়নি। ফলে প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াতের সময় চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পড়ুয়াদের। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে বড়-বড় গর্ত। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সাইকেলে করে স্কুলে যাওয়ার সময় পড়ে গিয়ে কখনও হাঁটুতে চোট লাগছে, কখনও আবার গুরুতরভাবে আহত হচ্ছে পড়ুয়ারা। নোংরা কাদা জলে জামাকাপড়ও নষ্ট হচ্ছে। রাস্তার দ্রুত সংস্কারের দাবিতে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ুয়ারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাস্তা সংস্কার নিয়ে আশাবাদী স্থানীয় বাসিন্দা ও পড়ুয়ারা। তাঁদের দাবি, দ্রুত এই রাস্তার সংস্কার করে স্কুলে যাতায়াতের সমস্যা দূর করা হোক। রাস্তার দাবিতেই এবার পথে নামতে হল স্কুল পড়ুয়াদের।

গ্রহরাজ ঠাকুরের বাৎসরিক উৎসবে মানুষের ঢল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাটোয়া

ধর্মীয় ভাবাবেগের সঙ্গে গ্রাম বাংলার চিরাচরিত লোকসংস্কৃতির এক অপূর্ব মিলন ঘটল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ ব্লকের করুই অঞ্চলের কুরচি-সিঙ্গির মোড়ে। পাঁচদিনব্যাপী গ্রহরাজ ঠাকুরের বাৎসরিক উৎসবের সমাপ্তি হলো বুধবার রাতে। পুজোপাঠ, নরনারায়ণ সেবা, যাত্রাপালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিগান, বাউলগান এবং নৃত্য পরিবেশনাকে কেন্দ্র করে পাঁচদিন ধরে উৎসবের আবহে মেতে উঠেছিল গোটা কুরচিগ্রাম ও আশপাশের এলাকা। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার হারিয়ে যেতে বসা লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ। আধুনিক বিনোদনের ভিড়ে যখন কবিগান, বাউলগান ও যাত্রাপালার মতো ঐতিহ্যবাহী শিল্পমাধ্যমগুলি ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে, সেই সময় কুরচিগ্রামবাসীদের এই উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসা কুড়িয়েছে এলাকার মানুষের। উৎসবের পাঁচদিনই গ্রহরাজ ঠাকুরের মন্দির চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকায় ছিল মানুষের ব্যাপক ভিড়। সকাল থেকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং পুজোপাঠে অংশ নেন ভক্তরা। পাশাপাশি নরনারায়ণ সেবার আয়োজনও ছিল উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসেন। উৎসব উপলক্ষে কুরচি-সিঙ্গির মোড়ের রাস্তার দু'পাশে বসেছিল জমজমাট মেলা। মিষ্টি, বিভিন্ন ধরনের খাবার, খেলনা এবং নানান প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকানে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। শিশুদের বিনোদনের জন্যও ছিল নানা আকর্ষণীয় ব্যবস্থা। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই মেলা প্রাঙ্গণ এবং মন্দির চত্বর কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। পরিবার-পরিজন নিয়ে উৎসবে সামিল হন এলাকার মানুষ। পাঁচদিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল কবিগান ও বাউলগানের আসর।

উৎসবের চতুর্থ দিনে অনুষ্ঠিত এই লোকসংস্কৃতির আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী কবিগানের কথার লড়াই এবং বাউল শিল্পীদের সুরেলা পরিবেশনায় মুগ্ধ হন উপস্থিত দর্শকরা। ব্যারাকপুরের ত্রিনয়নী ডান্স গ্রুপের সহযোগিতায় আয়োজিত নৃত্য অনুষ্ঠানে অংশ নেন দলের একাধিক খুদে ও তরুণ শিল্পী। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, এলাকার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সকলের সহযোগিতার কারণেই দ্বিতীয় বছরের এই বাৎসরিক উৎসব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

নয়াগ্রামে ২২টি গরু উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত ২

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াগ্রাম

গভীর রাতে পুলিশের গাড়ি ওভারটেক করে পালানোর চেষ্টা এবং তৎপরতার সঙ্গে ধাওয়া করে ২২টি গরু উদ্ধারের ঘটনায় অবশেষে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম শেখ সাইনুদ্দিন ওরফে ঘানিয়া (৪০) ও শেখ জালাল হোসেন (৩৯)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সাইনুদ্দিনের বাড়ি নয়াগ্রামের ধোবাগোবিন্দপুর গ্রামে। অপর ধৃত জালাল হোসেন বালিগেড়িয়া এলাকার বেলাঝোড় গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার সূত্রপাত গত ১০ আগস্ট। ওই দিন ভোররাত আনুমানিক ৩টে ৫০ মিনিট নাগাদ নয়াগ্রাম থানার পুলিশের একটি দল বালিগেড়িয়া এলাকায় রুটিন টহলদারিতে ছিল। সেই সময় হঠাৎ দুটি পিকআপ ভ্যান অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পুলিশের গাড়িকে ওভারটেক করে পালানোর চেষ্টা করে। অসংলগ্ন গতিবিধি ও পুলিশের গাড়ি দেখে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে গাড়ি দুটির পিছু ধাওয়া করে। বেশ কিছুটা পথ ধাওয়া করার পর বালিগেড়িয়া ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) দপ্তরের কাছে ধুমসাই রাস্তার ওপর গাড়ি দুটিকে ঘিরে ফেলে পুলিশ। এরপর গাড়ি দুটিতে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ। দেখা যায়, ভেতরে অত্যন্ত অমানবিক ও গাদাগাদি অবস্থায় রাখা রয়েছে ২২টি গরু। পুলিশ দ্রুত গরুগুলিকে উদ্ধার করে নিরাপদ হেফাজতে পাঠায় এবং গাড়ি দুটি আটক করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও জেলায় এই গরুগুলিকে পাচারের ছক কষা হয়েছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নেমেই এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সাইনুদ্দিন ও জালালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই চক্রের শিকড় কত দূর বিস্তৃত এবং এর সঙ্গে আন্তঃরাজ্য কোনও বড় চক্র যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।

ঝাড়গ্রামে হোটেল কনক দুর্গা বন্ধের নির্দেশ

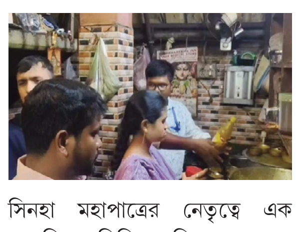

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

শহরের বুকে নামী রেস্তোরাঁয় চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভিযোগে হোটেল বন্ধ করে দিল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, পাশাপাশি সাঁকরাইলের গ্রামীণ বাজারেও ভেজাল ও অনিয়ম রুখতে নামল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম শহরের অন্যতম পরিচিত ও জনবহুল হোটেল কনক দুর্গায় ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ অভিযান চালান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। পরিদর্শনের সময় হোটেলের রান্নাঘর এবং খাদ্য মজুত করার জায়গায় তীব্র অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশ প্রত্যক্ষ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আধিকারিকরা। শহরবাসী ছাড়াও প্রতিদিন বহু পর্যটক এই হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করেন, ফলে খাদ্য সুরক্ষায় একাধিক গুরুতর অসঙ্গতি মেলায় আপাতত হোটেলটি সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এই নজিরবিহীন পদক্ষেপে জেলাজুড়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে এবং অন্যান্য হোটেল ও রেস্তোরাঁর খাবারের গুণমান নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে বড়সড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, বুধবার সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরী বাজারে সাঁকরাইল থানার ওসি সৌমেন সিনহা মহাপাত্রের নেতৃত্বে এক আকস্মিক পুলিশি তল্লাশি চালানো হয়। বাজারের একাধিক মিষ্টি এবং মুদি দোকানে ঢুকে মিষ্টির গুণমান, পচা বা বাসি মিষ্টি রয়েছে কি না এবং খাবার সামগ্রী যথাযথভাবে ঢেকে রাখা হয়েছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক ফুড কালারের ব্যবহার এবং খাদ্য সুরক্ষা নিয়ম মেনে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়। ভুষিমালের দোকানগুলিতে গিয়ে চিনির বাজারদর এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুত খতিয়ে দেখে ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। অভিযানের সময় বাজারের সংকীর্ণ রাস্তায় ক্রেতাদের মোটরবাইক ও সাইকেল এলোমেলো দাঁড় করিয়ে যানজট সৃষ্টির বিষয়টি নজরে আসায় কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় এবং নির্দেশ অমান্য করলে জরিমানার স্পষ্ট বার্তা দেয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আগামী দিনে সাঁকরাইল ব্লকের অন্যান্য বাজারেও এই ধরনের অভিযান আরও ব্যাপকভাবে চালানো হবে।

শতবর্ষে চির উত্তম

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিনম্র শ্রদ্ধা উত্তম কুমারকে

সকালের শিরোনাম
স্বরূপ সনগিরি

বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন চাতরী নিম্ন বুনিয়াদি আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের শিমুল-পলাশ সাংস্কৃতিক সভাকক্ষে ‘শতবর্ষে চির উত্তম’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উত্তম কুমারের জীবন ও কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ছাত্রছাত্রীদের সামনে তাঁর বর্ণময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার মণ্ডল বলেন, ক্ষ্মআমরা এই বিদ্যালয়ে সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ও নানা কর্মসূচি পালন করে থাকি। তারই মধ্যে উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ‘শতবর্ষে চির উত্তম’ অনুষ্ঠানটি পালন করা হল।ক্ষ্ম উত্তম কুমারের অভিনয়জীবন, বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর প্রভাব নিয়ে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে কিংবদন্তি অভিনেতার জীবন ও কৃতিত্ব তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কলাবনি জঙ্গলে পথ হারানো দুই কিশোরী উদ্ধার, সাংবাদিকের তৎপরতায় স্বস্তি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

বাড়ি থেকে দোকানে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পথ ভুলে গভীর অরণ্যের সীমানায় চলে আসা দুই নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলো। কুকড়াকুপি এলাকা থেকে রাস্তা হারিয়ে প্রায় একদিন একরাত পদব্রজে পথ চলার পর ঝাড়গ্রামের কলাবনি সংলগ্ন জঙ্গলে পৌঁছয় তারা। সম্পর্কে দুই বোন ওই দুই কিশোরী স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তাদের বাবা পেশায় একজন সাধারণ রাজমিস্ত্রি। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর ভুল পথে প্রথমে লোধাশুলি এলাকায় পৌঁছয় তারা। সেখান থেকে ঝাড়গ্রামের অভিমুখ ধরে এগোতে থাকলে পথেই সন্ধ্যা নেমে আসে এবং আতঙ্কিত অবস্থায় কলাবনি জঙ্গলের ধারে থাকা একটি যাত্রী বিশ্রামাগারে কোনওরকমে রাত কাটাতে বাধ্য হয় দুই বোন। পরদিন সকালে পুনরায় তারা ঝাড়গ্রামের উদ্দেশে হাঁটা শুরু করলে সংবাদমাধ্যমের নজরে পড়ে বিষয়টি। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের অসহায় অবস্থা ও অসংলগ্ন গতিবিধি দেখে কথা বলেন সাংবাদিক এবং বিস্তারিত পরিচয় জানার পরই দেরি না করে ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর দুই বোনকে সশরীরে নিরাপদে ঝাড়গ্রাম থানায় নিয়ে এসে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ছাত্রীরা নিশ্চিত করেছে যে তারা পথ হারিয়ে ফেলার কারণেই বিভ্রান্ত হয়ে এত দূর চলে এসেছিল। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ দ্রুত তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়ি ফেরানোর বন্দোবস্ত শুরু করেছে এবং এত দীর্ঘ পথ তারা কীভাবে নজর এড়িয়ে চলে এল, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

মহানায়কের জন্মশতবর্ষে চুঁচুড়ায় ফিরে দেখা অমলিন স্মৃতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চুঁচুড়া

জোড়াঘাটের বাড়িতে আজও জীবন্ত উত্তম কুমারের উপস্থিতি। বৃহস্পতিবার তিন সেপ্টেম্বর। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে পালিত হয় নানা অনুষ্ঠান। তাঁর অভিনয়, ব্যক্তিত্ব এবং চলচ্চিত্রের স্মৃতি আজও বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। ১৩৭তম ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানেও মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করার বার্তা উঠে এসেছে। মহানায়কের সেই অমলিন স্মৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে হুগলির চুঁচুড়া। বিশেষ করে জোড়াঘাট সংলগ্ন কালীকানন্দ অবধূতের বাড়ি। সাহিত্যজগতে যাঁকে সকলেই ‘অবধূত’ নামে চিনতেন, সেই কালীকানন্দ অবধূতের সঙ্গে মহানায়ক উত্তম কুমারের ছিল এক বিশেষ সম্পর্ক। ১৯৫২ সালে কালীকানন্দ অবধূত সৃষ্টি করেন তাঁর কালজয়ী সাহিত্যকর্ম ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৫ সালে তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৫৮ সালে পরিচালক বিকাশ রায়ের হাত ধরে ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ চলচ্চিত্রের রূপ পায়। সেই ছবিতে মহানায়ক উত্তম কুমারের অভিনয় বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে ওঠে। আর সেই চলচ্চিত্রের নেপথ্যের মানুষ কালীকানন্দ অবধূতের চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের বাড়িতেই একাধিকবার এসেছিলেন মহানায়ক উত্তম কুমার। আজ জন্মশতবর্ষে সেই পুরনো দিনের স্মৃতিই তুলে ধরলেন কালীকানন্দ অবধূতের পৌত্র তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁর ঠাকুরদা-ঠাকুমার সঙ্গে উত্তম কুমারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রায় ১০ থেকে ১২ বার মহানায়ক তাঁদের জোড়াঘাটের বাড়িতে এসেছিলেন। কখনও সকালের মানুষের ভিড় এড়াতে ছদ্মবেশে, আবার কখনও রাতের অন্ধকারে তিনি এসে পৌঁছতেন সেই বাড়িতে। ঠাকুরদা-ঠাকুমার সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়াও করতেন উত্তম কুমার। উত্তম কুমারের সেই আসা-যাওয়া, ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’কে ঘিরে তাঁর স্মৃতি এবং কালীকানন্দ অবধূতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক;সবকিছুই আজও পরিবারের কাছে অমূল্য সম্পদ। সেই স্মৃতির কথাও তিনি একটি বইয়ে সংরক্ষণ করে রেখেছেন বলে জানান তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ১৯৬৪ সালের পর মহানায়ক উত্তম কুমার তৎকালীন বোম্বেতে চলে গেলেও চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর স্মৃতি আজও অমলিন। শুধু পরিবারের সদস্যদের কাছেই নয়, স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দাদের স্মৃতিতেও জীবন্ত মহানায়ক উত্তম কুমার। ৮০ উর্ধ্ব রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণা করে বলেন, তাঁরা যখন সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতে পড়তেন, তখন জোড়াঘাটের অবধূতের বাড়িতে বহুবার উত্তম কুমারকে দেখেছেন। চুঁচুড়ার মাঠেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর উপস্থিতি দেখেছেন তাঁরা। সেই সময় মহানায়কের ইউ-কাট চুলের স্টাইল যুবসমাজের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। শতবর্ষে এসে চুঁচুড়ায় উত্তম কুমারের সেই স্মৃতি ফের একবার স্মরণ করতে পেরে তিনি আনন্দিত। স্থানীয় বাসিন্দা সপ্তর্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

উত্তম কুমার শুধু বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়কই নন, তিনি ছিলেন বাঙালির ‘ম্যাটিনি আইডল’। তাঁর সঙ্গে চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে অবস্থিত কালীকানন্দ অবধূতের বাড়ির স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। লোকমুখে শোনা যায়, ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের আগে ও পরেও উত্তম কুমার এই বাড়িতে বহু সময় কাটিয়েছেন। আজ মহানায়কের জন্মশতবর্ষে সেই স্মৃতিই যেন নতুন করে ফিরে এসেছে চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে। সময় পেরিয়ে গেলেও মহানায়ক উত্তম কুমারের পদচিহ্ন, তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষজন এবং ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’-এর স্মৃতি আজও বয়ে নিয়ে চলেছে এই শহর। চুঁচুড়ার বাসিন্দাদের কাছে তাই এই স্মৃতি শুধুই অতীতের গল্প নয়;এ এক গর্বের ইতিহাস। মহানায়কের জন্মশতবর্ষে সেই ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার মধ্য দিয়েই যেন আরও একবার ফিরে দেখা হল বাঙালির চিরকালীন মহানায়ক উত্তম কুমারকে।

ফের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু জামুড়িয়ায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুড়িয়া

এক সপ্তাহের ব্যবধানও কাটেনি, তার মধ্যেই ফের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। বৃহস্পতিবার সকালে জামুড়িয়ার মূল সড়কের নিমডাঙা এলাকায় একটি মিনিবাসের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধানবাদ থেকে জামুড়িয়ার একটি বেসরকারি কারখানায় নিজের কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন ওই বাইক আরোহী। নিমডাঙা এলাকায় আচমকাই মিনিবাসের সঙ্গে তাঁর বাইকের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। রাস্তা অবরোধ করে শুরু হয় বিক্ষোভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামুড়িয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এলাকাবাসীর একাংশের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তিও হয়। পরবর্তীতে জামুড়িয়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

ডুবল মহাদেবের মন্দির-আটচালা, হু হু করে বাড়ছে ভাগীরথীর জল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাঁইহাট

ঘাট নেই, জলের নীচে মহাদেবের মন্দির! সামনে থাকা আটচালাটিও উধাও বাড়তে থাকা ভাগীরথীর জলে। দাঁইহাটের গঙ্গার ঘাটে এখন শুধুই জলের দাপট। হু হু করে বাড়ছে নদীর জল। ইতিমধ্যেই জলের নীচে চলে গিয়েছে নৌকা পারাপারের ঘাট। নদীর পাড়ের মন্দিরও জলমগ্ন হওয়ায় চোখে পড়ছে জলস্তর বৃদ্ধির ভয়াবহতা। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি আরও বদলাচ্ছে। যে ঘাট দিয়ে প্রতিদিন নৌকা পারাপার হয়, সেখানে এখন থইথই জল। নদীর পাড়ে থাকা মহাদেবের মন্দিরের চারপাশেও জল উঠে এসেছে। মন্দিরের সামনে থাকা আটচালাটিও চলে গিয়েছে জলের নীচে। ফলে ভাগীরথীর বাড়তে থাকা জলস্তর নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে তৈরি হয়েছে তীব্র ১০ উদ্বেগ। ঘাটের এই চেনা ছবি রাতারাতি বদলে যাওয়ায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ঘাটে আসা মানুষজন। জল আরও বাড়লে নদী সংলগ্ন নিচু এলাকাগুলিতে তার প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে। নৌকা পারাপার এবং নদীর ধারে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও বাড়ছে সতর্কতা। এদিকে, অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার জেরে রাজ্যের একাধিক নদনদীতে জলস্তর বৃদ্ধির খবর সামনে এসেছে। নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন।

দাঁইহাটেও ভাগীরথীর জলস্তর ক্রমশ বাড়তে থাকায় পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘাট ডুবেছে, মন্দির ডুবেছে;এবার ভাগীরথীর জল কোথায় গিয়ে থামে, সেই প্রশ্নেই উদ্বেগ দাঁইহাটে।

চাঁদপুরের পল্টন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ধস, যান চলাচল বিঘ্নিত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামশেরগঞ্জ

বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম ১৩৩ নম্বর জাতীয় সড়ক। অথচ বর্ষা এলেই এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের একাধিক অংশে দেখা দেয় ধসের সমস্যা। এবারও টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে সামশেরগঞ্জের চাঁদপুরের পল্টন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ধস নেমে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যান চলাচল ও জনজীবন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ছবি নতুন নয়। প্রতি বছর বর্ষা এলেই একই জায়গায় ধস নামে। ধস মেরামতের জন্য সরকারি অর্থে বারবার কাজ করা হলেও বর্ষার বৃষ্টি নামলেই ফের ভেঙে পড়ছে রাস্তার অংশ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে প্রশ্ন;বারবার লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে মেরামত করার পরও যদি একই সমস্যা ফিরে আসে, তাহলে স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না কেন? জানা গিয়েছে, বর্ষার শুরুতেই বৃষ্টির জেরে ওই এলাকায় ধসের সমস্যা দেখা দেয়। এরপর কয়েক মাস ধরে বিভিন্নভাবে মেরামতের কাজ চললেও ফের টানা বৃষ্টিতে নতুন করে ধস নেমেছে। শুধু চলতি বছরই নয়, বিগত বছরগুলিতেও ওই এলাকায় ব্যাপক ধসের ঘটনা ঘটেছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, বারবার মেরামতের পরেও কেন টিকছে না রাস্তা? নির্মাণকাজের মান নিয়ে কি কোনও প্রশ্ন রয়েছে? নাকি সড়কের নকশা, মাটি পরীক্ষা কিংবা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাতেই রয়েছে কোনও ত্রুটি? নাকি কাজের তদারকিতে কোনও গাফিলতি হয়েছে? যদিও কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা বলা সম্ভব নয়, তবে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বারবার একই জায়গায় ধস নামার কারণ খতিয়ে দেখে দায় নির্ধারণ করা হোক। কারণ, প্রতিবছর একই জায়গায় সরকারি অর্থ ব্যয়ে মেরামত করে ফের যদি ধস নামে, তাহলে শুধু রাস্তা নয়;প্রশ্নের মুখে পড়ছে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার এবং প্রকল্পের কার্যকারিতাও। বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের এই সড়কে স্থায়ী সমাধানের দাবিই এখন জোরালো হচ্ছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন একটাই ক্ষ্মপ্রতি বছর মেরামত নয়, এবার কি সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে?

জলমগ্ন অবস্থায় আটকে দুটি পরিবার, নৌকায় গিয়ে দেখা করলেন বিডিও

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
সোনামুখী

দফায়-দফায় ডিভিসি'র ছাড়া জলে দামোদর নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, আতঙ্কে রয়েছেন সোনামুখীর দামোদর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষরা। সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর নিত্যানন্দপুর সংসদের দুটি পরিবার বুধবার থেকে জলমগ্ন হয়ে গৃহবন্দী হয়ে পড়েছেন। এই দুই পরিবারের স্থানীয় নিত্যানন্দপুর মিনি মার্কেট ও সোনামুখী শহরে পৌঁছাতে গেলে একমাত্র ভরসা নৌকা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রান্নার হাঁড়ি চাপেনি, না খেয়ে বসে পরিবারের সদস্যরা। ফলে রীতিমতো অসুবিধেতে পরে যান এই দুটি পরিবারের সদস্যরা। পাশাপাশি বেলা বাড়ার সাথে-সাথে অন্যান্য সাধারণ মানুষদের বাড়িতেও জল ঢুকতে শুরু করেছে। দামোদরের জলে ডুবে গিয়েছে বিঘার পর বিঘা সবজি এবং ধান জমি। ফলে আগামী দিনে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছেন ঐ এলাকার কৃষকরা। ঐ দুই পরিবারের দুর্ভোগের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন সোনামুখী ব্লকের বিডিও উজ্জ্বল বিশ্বাস, জয়েন বিডিও হেমন্ত প্রামাণিক, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি চঞ্চল সরকার। দ্রুত ঐ দুই পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হবে বলে জানান প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

ফের অচলাবস্থা বিষ্ণুপুর পুরসভায়

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বিষ্ণুপুর

বিনা নোটিশে একসাথে ১৭৩ জন অস্থায়ী কর্মীকে ছাঁটাইয়ের ঘটনায় ফের অচলাবস্থা তৈরী হল বিষ্ণুপুর পুরসভায়। ঘটনা জানাজানি হতেই এদিন সকাল থেকে বিষ্ণুপুর পুরসভার সামনে আন্দোলনে বসে পড়েন পুরসভায় কর্মরত প্রায় ৫৫০ জন অস্থায়ী কর্মী। অস্থায়ী কর্মীদের আন্দোলনের জেরে এদিন পুরসভার দরজা তালাবন্ধই থাকে। পুরসভায় প্রবেশ করতে পারেনি কোনো আধিকারিক ও স্থায়ী কর্মীরা। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পুরসভায় জলকল, সাফাই ও বিদ্যুৎ বিভাগ সহ সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে প্রায় ৫৫০ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছে। সেই কর্মীদের দৈনিক একটি নির্দিষ্ট হারে মজুরী দেয় পুরসভা। সম্প্রতি সেই মজুরী বৃদ্ধি ও বকেয়া থাকা ২ মাসের মজুরী প্রদানের দাবিতে বারংবার আন্দোলনে নামতে দেখা যায় অস্থায়ী কর্মীদের। এরই মাঝে আজ সকালে সাফাই কর্মীরা পুরসভায় কাজে যোগ দিতে গেলে পুরসভার তরফে ষাটোর্ধ ৪৩ জন কর্মীকে জানিয়ে দেওয়া হয় ষাট বছর অতিক্রম করে যাওয়ায় তাঁদের ছাঁটাই করা হয়েছে। শুধু ওই ৪৩ জন সাফাই কর্মীই নয়, একই কারণে পুরসভার ১৭৩ জন অস্থায়ী কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে বলেও জানতে পারেন অস্থায়ী কর্মীরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই অস্থায়ী কর্মীরা পুরসভার সামনে জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারী অস্থায়ী কর্মীদের আন্দোলনের জেরে এদিন পুরসভার গেট খুলতে পারেনি পুরসভার কর্মী ও আধিকারিকেরা। স্বাভাবিকভাবে এদিন তাঁরা কাজেও যোগ দিতে পারেননি। আন্দোলনকারীদের দাবি, অস্থায়ী কর্মীরা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করেন। তাই তাঁদের অবসরের বয়সসীমা থাকার কথা নয়। তাছাড়াও মজুরী বকেয়া রেখে আগাম কোনো নোটিশ না দিয়ে পুজোর মুখে এভাবে ছাঁটাই তাঁরা কোনোভাবেই বরদাস্ত করবেন না। প্রয়োজনে তাঁরা আরো বৃহত্তর আন্দোলন করবেন।

অন্ধ কৃতি ছাত্রের পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শালবনি থানার মালিদা গ্রামের বাসিন্দা প্রেমজিত সাউ জন্ম থেকেই দুচোখে দেখতে পায় না। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে, বাবা মানসিক ভারসাম্যহীন, কাকার কাছে থেকে সে পড়াশোনা করছে। মাধ্যমিকে ৭০০-র মধ্যে ৬০১ পেয়েছিল, উচ্চমাধ্যমিকে ৫০০ মধ্যে ৪৪৩ পেয়েছিল, বর্তমানে সে মেদিনীপুর কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সে ভর্তি হয়েছে। কয়েকদিন আগে মেদিনীপুরের বিধায়ক ডক্টর শঙ্কর কুমার গুছাইতের কাছে প্রেমজিত সাউ তার পড়াশোনার জন্য তাকে সাহায্য করার আবেদন জানিয়েছিল। সেই আবেদন সাড়া দিয়ে বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর শহরের ধর্মা এলাকায় বিধায়ক কার্যালয়ে প্রেমজিত সাউ কে ডেকে পাঠায় বিধায়ক। বিধায়ক জানান, প্রেমজিত সাউ একজন কৃতি ছাত্র, সে দুচোখে দেখতে পায় না এবং খুবই গরীব পরিবারের। তার থাকা খাওয়া-দাওয়া সহ পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব তিনি বহন করবেন। তিনি বলেন, প্রেমজিত সাউ যতদূর পড়তে চায় তিনি তাকে তার পড়াশোনার জন্য সমস্ত খরচ বহন করবেন। বিধায়ক ডক্টর শংকর কুমার গুছাইতের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন মেদিনীপুর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দারা। বিধায়ক আরো বলেন, দুচোখে দেখতে পায়না প্রেমজিত, তাই তার পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব, থাকা খাওয়ার দায়িত্ব আমি আমার নিজের কাঁধে তুলে নিলাম।

এগরায় জব কার্ড জালিয়াতির অভিযোগ, অন্যের নথিতে তৈরি হলো বাড়ি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
এগরা

তৃণমূল সরকারের আমলে একশো দিনের কাজের জব কার্ড নিয়ে নয়ছয় ও ভুয়ো উপভোক্তা তৈরির অভিযোগে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা। অন্যের নামের জব কার্ড ব্যবহার করে সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধা হাতিয়ে নেওয়ার মতো গুরুতর জালিয়াতির তথ্য সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র এলাকায়। ঘটনার সুবিচার ও সঠিক প্রশাসনিক তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সূত্রে জানা গিয়েছে, জালিয়াতির চরম নিদর্শন সামনে এসেছে এগরা-২ নম্বর ব্লকের দেশবন্ধু গ্রাম পঞ্চায়েতের নরাজপুর এলাকায়। সেখানকার বাসিন্দা শিবপ্রসাদ নায়ক দীর্ঘদিন ধরে সরকারি সহায়তায় নিজের একটি মাথার ওপর ছাদ তৈরির আশা করছিলেন। সম্প্রতি তিনি যখন সরকারি আবাসন পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনলাইনে আবেদন জানাতে যান, তখন সামনে আসে এক অবিশ্বাস্য তথ্য। পোর্টাল চেক করতেই তিনি দেখতে পান, তার নামে থাকা জব কার্ডের নথি ব্যবহার করে আগেই অন্য এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ বাড়ি তৈরি করে সুবিধা হাতিয়ে নিয়েছেন। নিজের চোখের সামনে এই জালিয়াতির তথ্য দেখে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান শিবপ্রসাদবাবু। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে এই কান্ডে জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনানুগ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় সমাজসেবী তথা বিজেপি নেতা আশীষ ধাওয়া শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, ক্ষ্মবিগত তৃণমূল সরকারের শাসনকালে ভুঁড়ি ভুঁড়ি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ ও গরিব মানুষদের প্রাপ্য অধিকার থেকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করা হয়েছে।ক্ষ্ম বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের কথা তুলে ধরে তিনি আরও যোগ করেন, ক্ষ্মনির্বাচনের ফল বেরোনোর পর থেকেই স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্যরা আর পঞ্চায়েত অফিসে আসছেন না। গরিব মানুষের টাকা আত্মসাতের এই পুরো বিষয়টি আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছি এবং এটি আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নজরে আনব।ক্ষ্ম অন্যদিকে, জব কার্ড দুর্নীতি ঘিরে এগরার রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে। একজন প্রকৃত দুস্থ মানুষ কীভাবে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন এবং অন্য কেউ তার নথিপত্র ব্যবহার করে সরকারি অনুদান পেয়ে গেল;এই প্রশ্নের উত্তর এখন খুঁজছেন নরাজপুরের সাধারণ বাসিন্দারা। জালিয়াতির সাথে যুক্ত অপরাধী এবং পঞ্চায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের দ্বারে কড়া নাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

বেআইনি ও জরাজীর্ণ ১০টি আবাসন গুঁড়িয়ে দিল বুলডোজার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাবনি

আসানসোলের বারাবনিতে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড বা ইসিএলের শ্রীপুর-সাতগ্রাম এরিয়ার ভানোড়া গিরমিন্ট কোলিয়ারি এলাকায় বেআইনিভাবে দখল করে রাখা একাধিক জরাজীর্ণ আবাসনে বুধবার বুলডোজার চললো। সিআইএসএফ ও বারাবনি থানার পুলিশের উপস্থিতিতে জেসিবি মেশিন দিয়ে 'সি-টাইপ' ও 'ডি-টাইপ'-র প্রায় ১০টি আবাসন সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ইসিএলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই আবাসনগুলি দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং বসবাসের অযোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও কিছু লোক বেআইনিভাবে সেগুলিতে বসবাস করছিলেন। যার ফলে যেকোনো মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অভিযান চালানোর ১৫-২০ দিন আগেই সকলের উদ্দেশ্যে উচ্ছেদের নোটিশ জারি করেছিল। এমনকি অভিযানের দিনও মাইকিং করে নিরাপত্তার স্বার্থে আবাসন খালি করে দেওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়। বাসিন্দারা বাইরে বেরোতেই বুলডোজার দিয়ে ভাঙার কাজ শুরু হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ইসিএলের আধিকারিকরা বলেন, সাধারণ মানুষের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই উচ্ছেদ অভিযানে ভানোড়া গিরমিন্ট গ্রুপ অব মাইনসের ডেপুটি ম্যানেজার জয়শ্রী যাদব, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রণবীর রাঠোর, সার্ভে অফিসার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, ইসিএলের সুরক্ষাকর্মী, কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী বা সিআইএসএফ এবং বারাবনি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল। ভানোড়া গিরমিট গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজার (এইচআর) জয়শ্রী যাদব বলেন, পরিদর্শনের সময় দেখা গিয়েছিল যে এই সি-টাইপ এবং ডি-টাইপ কোয়ার্টারগুলি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুর্ঘটনা থেকে স্থানীয়দের রক্ষা করতেই এগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমরা আগেই নোটিশ জারি করেছিলাম।

চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ঝিটকার জঙ্গলে রামলাল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

পশু চিকিৎসকদের লাগাতার তৎপরতায় চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে অবশেষে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক হাঁটাচলা শুরু করল জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত দলছুট দাঁতাল রামলাল। পায়ে ক্ষতের যন্ত্রণা কাটিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে লালগড় রেঞ্জের অন্তর্গত ঝিটকা বিটের গভীর জঙ্গলে রামলালকে সপ্রতিভভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন চারেক আগে কোনো ধারালো রড বা লোহার টুকরো ঢুকে রামলালের বাঁ দিকের পিছনের পায়ের নিচের অংশ মারাত্মকভাবে কেটে যায়। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মেদিনীপুর বন বিভাগের আড়াবাড়ি রেঞ্জের মিরগা বিট সংলগ্ন সীমান্ত এলাকার ৫৫৫ গেটের সামনে মাটিতে বসে পড়েছিল হাতিটি। জঙ্গলমহলের সর্বস্তরের মানুষের কাছে রামলাল অত্যন্ত আদরের হওয়ায় তার এই অসুস্থতার ছবি নিমেষে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্রুত উন্নত চিকিৎসার দাবিতে বনাধিকারিকদের কাছে সাধারণ মানুষ ও বন্যপ্রাণীপ্রেমীদের তরফে দফায় দফায় জোরালো আবেদন জানানো হয়। জনগণের উদ্বেগকে গুরুত্ব দিয়ে ১ সেপ্টেম্বরই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বন দপ্তরের আধিকারিক ও বনকর্মীরা এবং রামলালকে খুঁড়িয়ে চলতে দেখে দ্রুত চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২ সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট প্রাণী চিকিৎসক চঞ্চল দত্তের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল গঠন করে বন বিভাগ। ওই দলে থাকা চিকিৎসক সত্যেন দাস এবং মৃণাল রানা হাতিটির পায়ের ক্ষত খতিয়ে দেখে মিষ্টি কুমড়োর মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধ ভরে রামলালকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন।

সেই ওষুধ খাওয়ার পর দ্রুত ক্ষত শুকোতে শুরু করে এবং শারীরিক শক্তি ফিরে পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় ২০ কিলোমিটার পথ হেঁটে নিজের চেনা ডেরা ঝিটকার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে রামলাল। এর আগে গত এপ্রিল মাসে শ্যামলাল নামের অপর এক দাঁতালের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে পায়ে চোট পেয়েছিল রামলাল, তখনও মাণিকপাড়া রেঞ্জের গোবিন্দপুরের জঙ্গলে চিকিৎসার পর সে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছিল। খাবারের লোভে লোকালয়ে ঢুকলেও সাধারণত কাউকে আক্রমণ না করা এবং চালকলের দরজা অবলীলায় তার জন্য খুলে দেওয়ার মতো বহু মানবিক গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা রামলালকে পুনরায় সুস্থ শরীরে অরণ্যে বিচরণ করতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন আপামর জঙ্গলমহলবাসী।

রাস্তা বেহাল, নিকাশী ব্যবস্থা না থাকায় জমেছে বৃষ্টির জল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পাঁশকুড়া

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে রাস্তাশ্রী-পথশ্রী প্রকল্পের কত উদ্বোধন করেছেন, কিন্তু ছবি যেন অন্য কথা বলছে। একদিকে রাস্তার জরাজীর্ণ বেহাল অবস্থা, বোল্ডার বেরিয়ে খানাখন্দ গর্তে পরিণত হয়েছে রাস্তা। সেই রাস্তাই এখন হাঁটু সমান জলের তলায়। বছরের পর বছর এমন বেহাল রাস্তা সহ জলযন্ত্রনায় ভুক্তভোগী এলাকার মানুষজন। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার পুরুষোত্তমপুর থেকে ময়না যাওয়ার দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তাটির যেন হাড় পাঁজড়া বেরিয়ে পরেছে। রাস্তায় জল থৈ-থৈ করছে। তাঁর উপর দিয়েই নিত্যদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে একাধিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী, যানবাহন সহ পথচলতি মানুষদের।

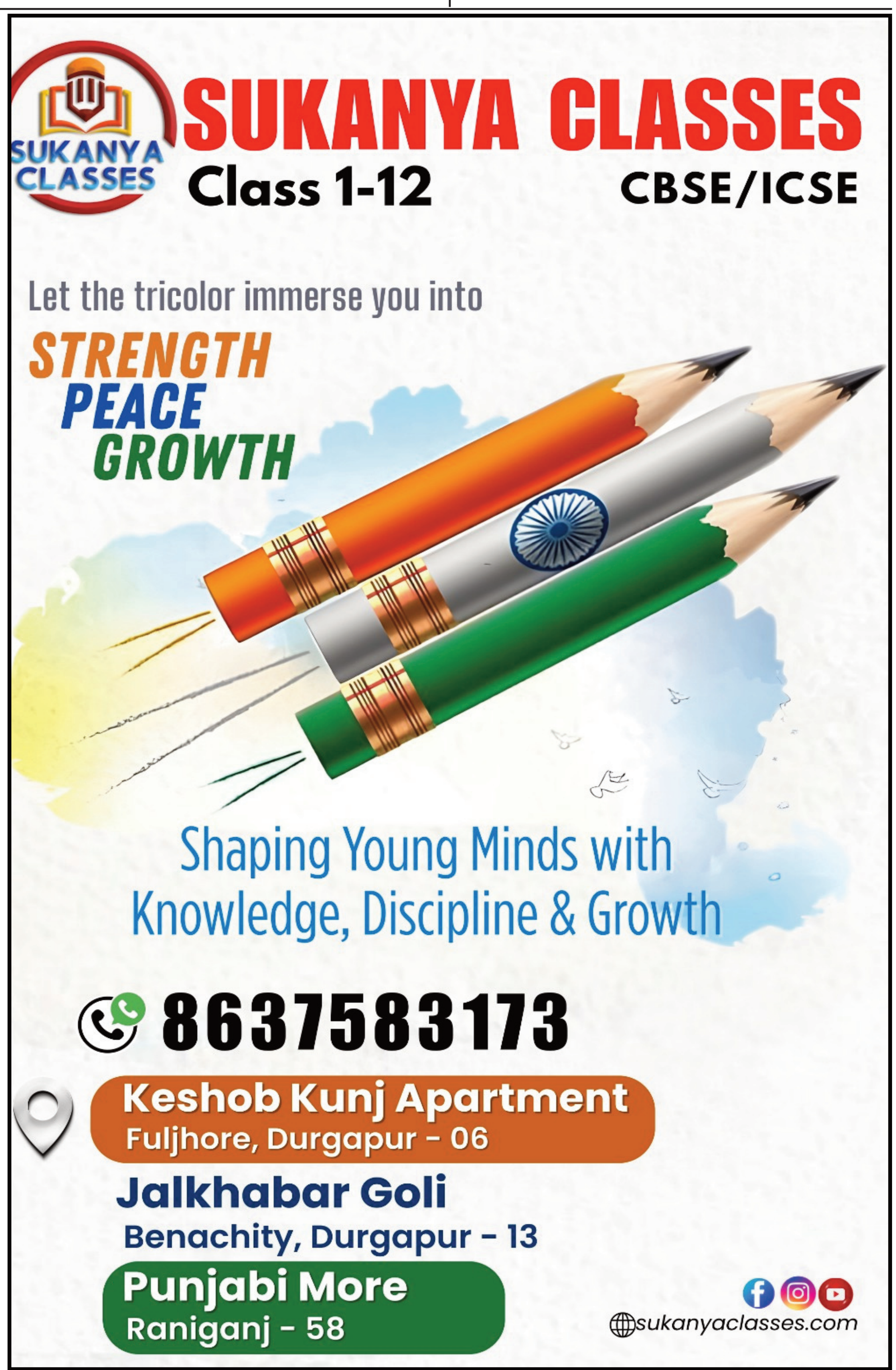

ইন্দাস বাজারে ফুড সেফটি দপ্তরের হানা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ইন্দাস

বিরিয়ানি তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে পুকুরের দূষিত জল! তার সঙ্গে খাবারে মেশানো হচ্ছে ক্ষতিকারক রঙ;এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন ফুড সেফটি অফিসার, বাঁকুড়ার ইন্দাস বাজারের ঘটনা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রীতি সময়ে খাদ্য দপ্তরকে ধমক দিয়েছেন তাদের দায়িত্বে গাফিলতি নিয়ে। এরপরেই তৎপরতা দেখা গেল পাত্রসায়েরের ফুট সেফটি অফিসারের। এদিন ফুড সেফটি দফতরের আধিকারিকরা বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস বাজারের দোকানে দোকানে পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। অভিযোগ, খাবার তৈরির ক্ষেত্রে এমন জল ব্যবহার করা হচ্ছিল, যা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পাশাপাশি বিরিয়ানিতে এমন রং ব্যবহারের অভিযোগও ওঠে, যা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। ঘটনার আরও চাঞ্চল্যকর দিক হল, ইন্দাস বিডিও অফিস থেকেই ওই দোকান থেকে খাবারের অর্ডার করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু ফুড সেফটি অফিসারের বক্তব্য শোনার পরই সেই খাবারের অর্ডার বাতিল করা হয়। অর্থাৎ সরকারি দফতরের কর্মীদের জন্য যে খাবার যাওয়ার কথা ছিল, তা শেষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এদিকে ফুড সেফটি অফিসার দোকানে অভিযান চালালেও দোকানের মালিককে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি।

তার দোকানে ফুড সেফটি অফিসারের হানার খবর পেয়ে তিনি দোকানে আসেননি বলে জানা গেছে। তবে বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখছে না প্রশাসন। ফুড সেফটি দফতরের পক্ষ থেকে দোকানের মালিককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে সাত দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এই সময়ের মধ্যে খাবার তৈরির পরিবেশ, জল এবং খাদ্যসামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এমনকি নিয়ম ভঙ্গের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার মুখেও পড়তে হতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে;সাধারণ মানুষের খাবারে যদি অস্বাস্থ্যকর জল ও ক্ষতিকারক রং ব্যবহারের অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে প্রতিদিন কত মানুষ সেই খাবার খেয়ে স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ছেন? ইন্দাস বাজারের এই ঘটনায় একদিকে যেমন ব্যবসায়ীদের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও খাবারের গুণমান ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ফুড সেফটি দফতরের এই অভিযান আগামী দিনে অন্যান্য খাবারের দোকানেও নজরদারি আরও বাড়ায় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

পঞ্চায়েতে হঠাৎ বিধায়কের ‘সারপ্রাইজ ভিজিট’!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

পঞ্চায়েত এখনও বিজেপির দখলে না এলেও সাধারণ মানুষ সরকারি পরিষেবা ঠিকমতো পাচ্ছেন কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে হঠাৎ নাড়ুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছে গেলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। বৃহস্পতিবার তাঁর এই আকস্মিক পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না-১ ব্লকের নাড়ুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এদিন আচমকাই উপস্থিত হন বিধায়ক সুভাষ পাত্র। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নাড়ুগ্রাম অঞ্চলের বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা এবং সংশ্লিষ্ট মণ্ডল সভাপতি। পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছে বিধায়ক বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম ঘুরে দেখেন এবং কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েত থেকে কী ধরনের পরিষেবা পাচ্ছেন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছচ্ছে কি না, পরিষেবা পেতে সাধারণ মানুষকে কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে কি না;সেই সমস্ত বিষয় নিয়েই খোঁজখবর নেন বিধায়ক। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পরিষেবা সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেওয়ার পাশাপাশি পরিষেবার মান নিয়েও তিনি খতিয়ে দেখেন বলে জানা গিয়েছে। পরিদর্শন শেষে বিধায়ক সুভাষ পাত্র বলেন, আনুষকে সঠিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। যদিও এখনও এই পঞ্চায়েত আমাদের দখলে আসেনি, তবুও পঞ্চায়েতের স্টাফরা কীভাবে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছেন, তা দেখতে এসেছি। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্যক্ষ্য। তিনি আরও জানান, শুধুমাত্র রাজনৈতিক অবস্থান থেকে নয়, একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টি নিয়মিত নজরে রাখা তাঁর দায়িত্ব। কোনও সরকারি পরিষেবা পেতে মানুষকে অযথা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে কি না, কিংবা কোনও সমস্যার কারণে প্রাপ্য সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন কি না;সেসব বিষয়েও ভবিষ্যতে নজরদারি চালানো হবে। বিধায়কের কথায়, সাধারণ মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধান এবং সরকারি পরিষেবার মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক স্তরে বিষয়গুলি তুলে ধরে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। নাড়ুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে রায়নার বিধায়কের এই আকস্মিক পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে এলাকায় স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত এখনও বিজেপির নিয়ন্ত্রণে না থাকা সত্ত্বেও বিধায়কের এই সরেজমিনে পৌঁছে পরিষেবা খতিয়ে দেখার ঘটনাকে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেও মনে করছেন এলাকার একাংশ। আগামী দিনে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা কতটা স্বচ্ছ, দ্রুত এবং নিরপেক্ষভাবে পৌঁছচ্ছে, সেই বিষয়টি আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে;নাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতে আকস্মিক পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে এমনই বার্তা দিলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র।

বালি আউট ব্রিজ ইন বলে কটাক্ষ করে প্রতিবাদ কংগ্রেসের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

পূর্ব বর্ধমানের সদরঘাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার রাস্তার অত্যন্ত জীর্ণ ও কঙ্কালসার দশা নিয়ে সরব হলো বৃহস্পতিবার জেলা আইএনটিইউসি। তেলিপুকুর থেকে শুরু করে ইডেন ক্যানেল, সদরঘাট ব্রিজ হয়ে পোলেমপুর নামার রাস্তা জুড়ে বড় বড় কোমরসমান গর্ত ও বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে পিডব্লিউডি-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সাউথ হাইওয়ে ডিভিশন)-এর কাছে ডেপুটেশন জমা দিল সংগঠনটি। সংগঠনের পক্ষে আইএনটিইউসি সভাপতি গৌরব সমাদ্দার তার অভিযোগ করেন, দীর্ঘ দিন ধরে কোনো রক্ষণাবেক্ষণ বা প্যাচিংয়ের কাজ না হওয়ায় নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এমনকি মুমূর্ষু রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পার হতে পারছে না। প্রশাসনের ‘চেষ্টা করছি’ ধরনের দায়সারা উত্তরের তীব্র সমালোচনা করে তিনি জানান, কোনো সাধারণ নাগরিকের অঘটন ঘটলে তার সম্পূর্ণ দায় পিডব্লিউডি-র আধিকারিকদের নিতে হবে। প্রতিবাদকারীরা আরও অভিযোগ তোলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা বর্ধমানে এলে রাতারাতি রাস্তা বা প্যাচওয়ার্কের কাজ হয়ে যায়, অথচ সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সময়ে প্রশাসন সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। সদরঘাট ব্রিজের পিলারের নিচের বালি সরে যাওয়া নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, যার ফলে যেকোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে তারা হুশিয়ারি দেন। প্রয়োজনে পিডব্লিউডি-র কর্মীর অভাব থাকলে আইএনটিইউসি-র কর্মীরা নিজেরা গিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করতে প্রস্তুত বলেও জানান প্রতিনিধিরা। প্রশাসনের চরম গাফিলতির বিরুদ্ধে সোমবার পর্যন্ত ৩ দিনের সময়সীমা (আল্টিমেটাম) বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যে রাস্তার মেরামত কাজ শুরু না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

ডেঙ্গু রুখতে ‘ম্যাসিভ ড্রাইভ’, কদমতলা বাজারে মিলল লার্ভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ মোকাবিলায় হাওড়া শহরজুড়ে শুরু হয়েছে তিন দিনের বিশেষ ‘ম্যাসিভ ড্রাইভ’ বা ‘স্বচ্ছতা সংকল্প অভিযান’। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার কদমতলা বাজারে এই অভিযানের সূচনা করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার পুর কমিশনার তেজস্বী রানা-সহ পুরসভার আধিকারিকরা। পুর কমিশনার জানান, ৩, ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর তিন দফায় চলবে এই অভিযান। প্রথম দিনে বিভিন্ন বাজার ও বাস ডিপো, দ্বিতীয় দিনে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কারখানা এবং তৃতীয় দিনে নির্মীয়মাণ ভবন, পার্ক ও গার্ডেন এলাকায় অভিযান চালানো হবে। পুরসভার ভেক্টর কন্ট্রোল ও কনসোলিডেটেড টিমের কর্মীরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ডিপ ক্লিনিং এবং মশার লার্ভা ধ্বংসের কাজ করছেন। এদিন কদমতলা বাজারে অভিযান চালাতে গিয়ে কয়েকটি জায়গায় পুরনো বর্জ্য ও জমা জল থেকে মশার লার্ভা পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। দোকানের পিছনে সরকারি জায়গা দখল করে গোডাউন তৈরি করে মালপত্র রাখার অভিযোগও সামনে আসে। এমনকী একটি শৌচালয়েও লার্ভার সন্ধান মেলে। ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জল জমতে না দেওয়া এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এড়িয়ে চলার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। উমেশ রাই জানান, নিয়ম ভাঙলে জরিমানার পাশাপাশি প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। ইতিমধ্যেই হাওড়া পুরনিগমে অনলাইনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা জমা পড়েছে বলে দাবি তাঁর। বড় জমি, বন্ধ কারখানা বা তালাবন্ধ ভবনের ছাদে জমা জল থেকে মশার লার্ভা ধ্বংস করতে পরীক্ষামূলকভাবে ড্রোনের মাধ্যমে লার্ভিসাইড স্প্রে করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এদিকে, জলমগ্ন পরিস্থিতি নিয়েও পুরসভার তরফে তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। পুর কমিশনার জানান, সরকারি পাম্পের পাশাপাশি পোর্টেবল পাম্পও বিভিন্ন এলাকায় চালানো হচ্ছে। রামরাজতলা-সহ ৯, ৪৭, ৪৮ ও ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকটি পকেট এবং জি টি রোডের কিছু অংশে জল জমার সমস্যা রয়েছে। হাওড়ার নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে প্রায় ৪,৭০২ কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে বলে জানান উমেশ রাই। তাঁর দাবি, ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি বর্ষা শেষ হলে দুর্গাপুজোর আগে শহরের অধিকাংশ রাস্তা সংস্কারের আশ্বাসও দেন তিনি।

টোটো চার্জ দিতে গিয়ে মৃত্যু!

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
উখড়া

স্ত্রী বহু বছর আগে গত হয়েছেন, তার আপনজন বলতেছিল বাড়িতে ১২ বছরের একটা ছেলে। ছোটবেলায় মাকে হারানো আর এই বয়সে আবার তার বাবা তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় চরম অসহায় অনিশ্চয়তায় পড়ল ছোট্ট বালকটি। যদিও রানীগঞ্জের বিধায়ক পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সংসারের চাকা সচল রাখতে প্রতিদিনের মতোই টোটো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ৩৯ বছরের চন্দন গড়ায়। সেই টোটোই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের শেষ যাত্রার সাক্ষী! টোটোতে চার্জ দেওয়ার সময় আচমকাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে উখড়ার শুড়ি পাড়া এলাকায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার পর চন্দনকে দ্রুত উদ্ধার করে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীদের মনে তখনও ছিল একটাই আশা;চিকিৎসায় হয়তো বেঁচে ফিরবেন প্রিয় মানুষটি। কিন্তু সেই আশা আর পূরণ হল না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা চন্দনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাত্র ৩৯ বছর বয়সেই এভাবে আচমকা তাঁর চলে যাওয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। যে মানুষটি প্রতিদিন টোটো চালিয়ে সংসারের প্রয়োজনে ছুটে বেড়াতেন, তাঁরই নিথর দেহ ফিরল বাড়িতে। স্বজনদের কান্না আর আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ। এক মুহূর্তের অসাবধানতা কিংবা দুর্ঘটনা যে একটি পরিবারের জীবনে কতটা গভীর অন্ধকার নামিয়ে আনতে পারে, চন্দনের মৃত্যু যেন তারই মর্মান্তিক উদাহরণ। ঘটনার খবর পৌঁছয় রানীগঞ্জের বিধায়কের কাছেও। চন্দনের পরিবারের এই চরম দুঃসময়ে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বিধায়ক বলেন, ক্ষ্মওই পরিবারটির পাশে আমি আছি। যেভাবে সাহায্যের প্রয়োজন হবে, আমি সেভাবেই তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব।ক্ষ্ম চন্দনের আকস্মিক মৃত্যুতে এখন একদিকে প্রিয়জন হারানোর অসহনীয় যন্ত্রণা, অন্যদিকে পরিবারের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। স্বজনদের চোখের জল আর প্রশ্ন একটাই;এত তাড়াতাড়ি কেন থেমে গেল চন্দনের জীবনের পথচলা? মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ উখড়ার শুড়ি পাড়া।

ফ্রিজের মাংস থেকে লাইসেন্স, হঠাৎ হানা খাদ্য দফতরের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

শহরের নামী রেস্তোরাঁয় কী পরিবেশন হচ্ছে? ফ্রিজে রাখা মাংস কতটা নিরাপদ? মাছ, পনির কিংবা অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী কতদিন ধরে সংরক্ষিত রয়েছে? খাবারে মেশানো হচ্ছে কি কোনো ক্ষতিকর রং?;এমন একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবার সরাসরি রান্নাঘরে ঢুকে অভিযান চালাল খাদ্য দফতর। ভেজাল ও বাসি খাবার পরিবেশনের অভিযোগ রুখতে বুধবার মিষ্টির দোকান ও গোডাউন এ অভিযানের পর ফের বৃহস্পতিবার দুপুরে অ্যাকশনে নামে খাদ্য দফতর। পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বর্ধমান শহরের একাধিক প্রতিষ্ঠিত ও নামী রেস্তোরাঁয় আচমকা হানা দেন খাদ্য দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। হঠাৎ এই অভিযানে স্বাভাবিকভাবেই রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের মধ্যে তৈরি হয় তৎপরতা। অভিযান চলাকালীন শুধুমাত্র রেস্তোরাঁর সামনের অংশ ঘুরে দেখেই থেমে থাকেননি আধিকারিকেরা। সরাসরি প্রবেশ করেন রান্নাঘরে। কোথায় এবং কীভাবে কাঁচা ও রান্না করা খাবার সংরক্ষণ করা হচ্ছে, তার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হয়। বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয় রেস্তোরাঁগুলির ফ্রিজে। ফ্রিজ খুলে খুলে পরীক্ষা করা হয় সংরক্ষিত মাছ, মাংস, পনির-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী। খাবারের গুণমান ও সংরক্ষণের পদ্ধতি যাচাই করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সামগ্রী কোথা থেকে কেনা হয়েছে, তার বিল ও রসিদও খতিয়ে দেখেন খাদ্য দফতরের পরিদর্শকেরা। শুধু খাবারের গুণমানই নয়, রেস্তোরাঁ পরিচালনার প্রয়োজনীয় বৈধ লাইসেন্স রয়েছে কি না, তাও পরীক্ষা করা হয় এদিন। রান্নায় কী ধরনের মশলা ব্যবহার করা হচ্ছে, খাবার তৈরির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি কতটা মানা হচ্ছে এবং রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতার মান কেমন;সব বিষয়েই কড়া নজর রাখেন আধিকারিকেরা। বর্তমানে ভেজাল, নিম্নমানের খাবার এবং কৃত্রিম রং ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই বর্ধমান শহরের রেস্তোরাঁগুলিতে খাদ্য দফতরের এই অভিযানকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে খাবারের রং ও গুণমান নিয়ে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। এদিনের অভিযানে বড়সড় কোনো অনিয়ম বা সরাসরি ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহারের প্রমাণ মেলেনি বলে জানা গিয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন থাকার জন্য রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে জরুরি নির্দেশিকা দিয়েছে খাদ্য দফতর। খাবারে কোনো ধরনের কৃত্রিম বা ক্ষতিকর রং ব্যবহার করা যাবে না;এই বার্তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কাঁচা ও রান্না করা খাবার সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, খাদ্যসামগ্রীর গুণমান বজায় রাখা এবং রান্নাঘর থেকে শুরু করে রেস্তোরাঁর সার্বিক চত্বরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। খাদ্য দফতরের এই আচমকা অভিযানের ফলে শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে বাড়তি সতর্কতা। কারণ, খাদ্য দফতরের নজরদারি যে শুধু একদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, শহরের সাধারণ মানুষ ও খাদ্যরসিকদের একাংশ খাদ্য দফতরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, বাইরে খেতে গিয়ে খাবারের গুণমান নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে। তাই নিয়মিত এই ধরনের নজরদারি চললে ভেজাল ও বাসি খাবার পরিবেশনের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। বর্ধমানের নামী রেস্তোরাঁগুলিতে খাদ্য দফতরের এই হঠাৎ অভিযান তাই এখন শহরজুড়ে আলোচনার বিষয়। ফ্রিজের ভিতরে সংরক্ষিত খাবার থেকে শুরু করে মশলার ব্যবহার, মাছ-মাংস-পনিরের উৎস, বিল-রসিদ এবং রেস্তোরাঁর লাইসেন্স;সবকিছুতেই এবার কড়া নজর প্রশাসনের। বার্তা একটাই;খাবারের মান নিয়ে কোনো আপস নয়।

বালিতে ব্যবসায়ীর আবাসনে ইডির হানা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালি

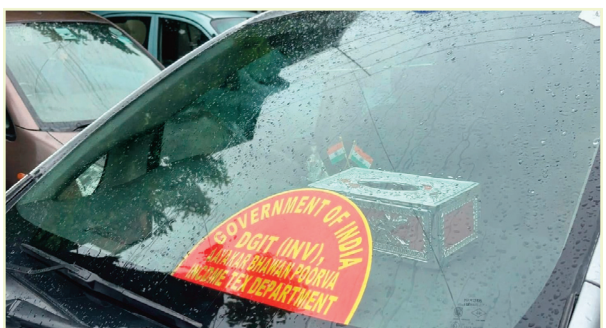

বালিতে ব্যবসায়ীর আবাসনে ইডির হানা, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তল্লাশি ঘিরে চাঞ্চল্য বালির কে পি কুমার স্ট্রিটে। ওই এলাকায় এদিন এক ব্যবসায়ীর আবাসনে ইডির তল্লাশি অভিযানকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে আবাসনে পৌঁছান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। এরপর শুরু হয় তল্লাশি। প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন এবং ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগের তদন্তের সূত্র ধরেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে। আবাসনের বিভিন্ন নথিপত্র ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা বলে খবর। তবে, কোন নির্দিষ্ট মামলার সূত্রে এই তল্লাশি এবং অভিযানের পিছনে ঠিক কী অভিযোগ রয়েছে, সে বিষয়ে ইডির তরফে এখনও বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে চলা তল্লাশি ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও কৌতূহল তৈরি হয়। তদন্ত শেষে কী তথ্য বা নথি ইডির হাতে আসে এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

কলাবনি জঙ্গলে পথ হারানো দুই কিশোরী উদ্ধার, সাংবাদিকের তৎপরতায় স্বস্তি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

বাড়ি থেকে দোকানে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পথ ভুলে গভীর অরণ্যের সীমানায় চলে আসা দুই নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হলো। কুকড়াকুপি এলাকা থেকে রাস্তা হারিয়ে প্রায় একদিন একরাত পদব্রজে পথ চলার পর ঝাড়গ্রামের কলাবনি সংলগ্ন জঙ্গলে পৌঁছয় তারা। সম্পর্কে দুই বোন ওই দুই কিশোরী স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তাদের বাবা পেশায় একজন সাধারণ রাজমিস্ত্রি। বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর ভুল পথে প্রথমে লোধাশুলি এলাকায় পৌঁছয় তারা। সেখান থেকে ঝাড়গ্রামের অভিমুখ ধরে এগোতে থাকলে পথেই সন্ধ্যা নেমে আসে এবং আতঙ্কিত অবস্থায় কলাবনি জঙ্গলের ধারে থাকা একটি যাত্রী বিশ্রামাগারে কোনওরকমে রাত কাটাতে বাধ্য হয় দুই বোন। পরদিন সকালে পুনরায় তারা ঝাড়গ্রামের উদ্দেশে হাঁটা শুরু করলে সংবাদমাধ্যমের নজরে পড়ে বিষয়টি। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের অসহায় অবস্থা ও অসংলগ্ন গতিবিধি দেখে কথা বলেন সাংবাদিক এবং বিস্তারিত পরিচয় জানার পরই দেরি না করে ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর দুই বোনকে সশরীরে নিরাপদে ঝাড়গ্রাম থানায় নিয়ে এসে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ছাত্রীরা নিশ্চিত করেছে যে তারা পথ হারিয়ে ফেলার কারণেই বিভ্রান্ত হয়ে এত দূর চলে এসেছিল। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ দ্রুত তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়ি ফেরানোর বন্দোবস্ত শুরু করেছে এবং এত দীর্ঘ পথ তারা কীভাবে নজর এড়িয়ে চলে এল, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

খাদ্য দপ্তরের হানায় বাজেয়াপ্ত পচা মাংস, মেয়াদোত্তীর্ণ দুধ ও মাশরুম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাদুড়িয়া

সাধারণ মানুষের খাবারের মান রক্ষা ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাদুড়িয়া অভিযানে নামল জেলা খাদ্য দপ্তর। বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বাদুড়িয়া থানা এলাকার একাধিক রেস্তোরাঁ, হোটেল এবং মিষ্টির দোকানে বৃহস্পতিবার খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক ও পুলিশের যৌথ প্রতিনিধি দল আচমকা অভিযান করে। অভিযান চলাকালীন বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকান থেকে উদ্ধার হয় অত্যন্ত নিম্নমানের ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর খাদ্যসামগ্রী।

ফ্রিজ ও রান্নাঘর তল্লাশি করে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে বাসি পচা মাংস, মেয়াদোত্তীর্ণ প্যাকেটের দুধ, মাশরুম এবং খাবারে ব্যবহারের জন্য রাখা ক্ষতিকর রাসায়নিক ও অনুমোদিত অস্বাস্থ্যকর রং। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে এই ধরনের ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাবার মিলছে, তাদের প্রত্যেককে খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নোটিশের সন্তোষজনক উত্তর ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেশ করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট হোটেল ও রেস্তোরাঁ মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবং ভেজাল খাবারের বিক্রি বন্ধ করতে আগামী দিনগুলিতেও সমগ্র বসিরহাট মহকুমা জুড়ে এই ধরনের অভিযান নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপুরে খাদ্যসুরক্ষা দপ্তরের হানা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

পঁচা খাবার থেকে অনুমোদনহীন ফুড কালার একাধিক দোকানে জরিমানা, বাজেয়াপ্ত সামগ্রী। শহরের হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবারের মান ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে ফের কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই দুর্গাপুরের একাধিক এলাকায় কার্যত চিরুনি তল্লাশি চালাল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। চন্ডিদাস, প্রান্তিকা, পাঁচমাথা মোড়, বেনাচিতি-সহ বিভিন্ন এলাকায় হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানে অভিযান চালিয়ে সামনে এল একাধিক অনিয়ম। কোথাও ফুড লাইসেন্স নেই, কোথাও আবার মিলল পচা খাদ্যসামগ্রী। অভিযানে বেশ কয়েকটি দোকানকে জরিমানা করার পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় পচা খাবার এবং অনুমোদনহীন ফুড কালার। খাদ্যসামগ্রীর গুণমান থেকে শুরু করে সংরক্ষণ পদ্ধতি, রান্নাঘরের স্বাস্থ্যবিধি এবং বৈধ ফুড লাইসেন্স;সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিযানে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন দুর্গাপুর থানার পুলিশ এবং দুর্গাপুর নগর নিগমের আধিকারিকরা। অভিযান চলাকালীন একাধিক দোকানে খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম না মানার অভিযোগ সামনে আসে। বিশেষ করে ফুড লাইসেন্স না থাকা এবং খাদ্যসামগ্রী সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করার বিষয়টি নজরে আসে আধিকারিকদের। নিয়মভঙ্গের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট দোকানগুলির বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়। শুধু জরিমানাতেই থেমে থাকেনি প্রশাসন। বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁ থেকে পচা খাদ্যসামগ্রী এবং অনুমোদনহীন ফুড কালার উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফলে অভিযানের পর শহরের খাবারের দোকানগুলিতে নতুন করে তৈরি হয়েছে চাপা আতঙ্ক। শহরবাসীর স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনওরকম আপস করা হবে না;এই বার্তাই এদিনের অভিযানের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিল প্রশাসন। খাদ্যসামগ্রীর গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের অভিযান চলবে বলে জানা গিয়েছে।

দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হল ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫২৫ কিউসেক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে টানা বৃষ্টির জেরে ফের বাড়ছে দামোদর নদে জলস্তর। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে। সেই জল এসে পৌঁছাচ্ছে দুর্গাপুর ব্যারেজে। বৃহস্পতিবার সকাল নটা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫২৫ কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে বলে খবর।

Sakaler sironam...18 August......2026_Layout 1 04-09-2026 05:56 Page 12

ইতিহাস গড়ে গ্র্যান্ড চেস ট্যুর জয় প্রজ্ঞানন্দের

সকালের শিরোনাম

স্পোর্টস ডেস্ক

আমেরিকার সেন্ট লুইসে গ্র্যান্ড চেস ট্যুর ২০২৬-এর ফাইনালে ছয় পয়েন্টে পিছিয়ে থেকেও অবিস্মরণীয় প্রত্যাবর্তনে খেতাব জিতে ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার আর প্রজ্ঞানন্দ। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন চেন্নাইয়ের এই তরুণ প্রতিভা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে শেষ দিনে ম্যাচ কার্যত প্রতিকূল জায়গায় থাকলেও, হার না মানা মনোভাব আর অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাসে ভর করে ট্রফি জিতে নেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে নিজের এই ঐতিহাসিক জয় নিয়ে প্রজ্ঞানন্দ বলেন, শেষ দিনে ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল না, কিন্তু প্রতিপক্ষকে সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তিনি ছিলেন না। বাইরের কোনো চাপের চেয়ে নিজের কাছে প্রত্যাশাই তাঁর আসল চালিকাশক্তি। ম্যাচে হারলেও লড়াই করতে পারলে আফসোস থাকে না, কারণ একটা খারাপ দিন বা একটা ফল দিয়ে তিনি নিজেকে বিচার করেন না। ২০১৬ সালে মাত্র ১০ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার হয়ে ইতিহাস তৈরির পর থেকেই তাঁকে 'বিস্ময় বালক'(প্রডিজি) বলা হয়। তবে এই তকমা নিয়ে একেবারেই ভাবিত নন প্রজ্ঞানন্দ। তাঁর সাফ কথা, ক্ষ্মআমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব, আমি নিজেকে বা আমার প্রজন্মের কাউকে বিস্ময় বালক বলব না। আমরা এখন সেই স্তর পেরিয়ে এসেছি। বিশ্বমঞ্চের সর্বোচ্চ স্তরে সেরাদের সেরা হওয়ার জন্যই এখন আমাদের লড়াই।ক্ষ্ম ২০২৪ সালের একটি কঠিন পর্ব কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর পেছনে নিজের মানসিক পরিবর্তন ও আগ্রাসনকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন এই ভারতীয় তারকা। তিনি জানান, সেই সময় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তিনি পর্যাপ্ত ঝুঁকি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখাচ্ছিলেন না। সেই জড়তা কাটিয়ে খেলায় পরিবর্তন আনার ফলেই সাফল্য ধরা দিচ্ছে। এই যাত্রায় পরিবার, কোচ এবং আদানি স্পোর্টসলাইনের ধারাবাহিক সহায়তাই তাঁকে কোনো চাপ ছাড়া নিজের খেলায় মনোনিবেশ করতে সাহায্য করেছে বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রজ্ঞানন্দ।

চায়না মাস্টার্সে চমক কিদাম্বি শ্রীকান্তের, বিদায় তন্বী ও ধ্রুব-তানিশা জুটির

সকালের শিরোনাম

স্পোর্টস ডেস্ক

চীনের শেনঝেন এরেনায় চায়না মাস্টার্স সুপার ৭৫০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত জয় তুলে নিলেন ভারতের তারকা শাটলার কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বৃহস্পতিবার পুরুষদের সিঙ্গলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের ৯ নম্বর কানাডিয়ান তারকা ভিক্টর লাইকে সরাসরি গেমে হারিয়ে শেষ আটে নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করলেন ভারতের এই প্রাক্তন বিশ্ব এক নম্বর খেলোয়াড়। টানটান উত্তেজনার ম্যাচে শ্রীকান্ত কানাডার শাটলারকে ২১-১৮, ২১-১৯ ব্যবধানে পরাজিত করেন। প্রথম রাউন্ডে চাইনিজ তাইপের চি ইউ-জেনকে মাত্র ৩৫ মিনিটে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দেওয়ার পর এদিনের জয় টুর্নামেন্টে তাঁর ধারাবাহিক ফর্মের প্রমাণ দিল। চলতি মরশুমে গত জুনে ইউএস ওপেনে রানার্স-আপ হওয়ার পর এটি শ্রীকান্তের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল প্রবেশ। শেষ আটের লড়াইয়ে তিনি হংকংয়ের লি চিউক ইয়ুর মুখোমুখি হবেন। শ্রীকান্ত জয় পেলেও দিনের বাকি ম্যাচগুলিতে ভারতীয় শিবিরের জন্য মিশ্র ও হতাশাজনক ছবি ধরা পড়েছে। মহিলাদের সিঙ্গলস তন্বী শর্মা জাপানের তোমোকা মিয়াজাকির বিরুদ্ধে তিন গেমের লড়াইয়ে ১৭-২১, ২১-১৮, ১৬-২১ ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যান। তন্বীর হারে মহিলাদের সিঙ্গলসে ভারতের অভিযান শেষ হলো। এর আগের দিন প্রথম রাউন্ডে বুলগেরিয়ার ক্যালোয়ানা নালবানতোভার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন দেবিকা সিহাগ। মিক্সড ডাবলস ধ্রুব কপিলা ও তানিশা ক্রাস্টো জুটি চাইনিজ তাইপের লিউ কুয়াং হেং ও সু ইন-হুই জুটির কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যান। এর আগে রোহন কাপুর ও রুতভিকা শিবানী গাদ্দে জুটিও চাইনিজ তাইপের জুটির কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। পুরুষদের ডাবলস ভারতের ভরসা বিশ্বের ৫ নম্বর জুটি সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি প্রথম রাউন্ডে মালয়েশিয়ার জুটিকে উড়িয়ে দিয়ে অভিযান শুরু করেছেন। দিনের পরবর্তী ম্যাচে তাঁরা মুখোমুখি হচ্ছেন ফ্রান্সের পপভ ভাইদের (ক্রিস্টো পপভ ও তোমা জুনিয়র পপভ)।

চিনে খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে ভারতের জুনিয়র হকি দল

সকালের শিরোনাম

স্পোর্টস ডেস্ক

মহাদেশীয় মঞ্চে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার লক্ষ্য নিয়ে এএইচএফ জুনিয়র এশিয়া কাপ ২০২৬-এ খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে নামছে ভারতের পুরুষ ও মহিলা হকি দল। চিনের মোকিতে আগামী ৪ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। টানা সাফল্য ধরে রেখে ভারত দুই বিভাগেই নামছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। বিগত দুটি সংস্করণের চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় জুনিয়র মহিলা দলের নেতৃত্বে রয়েছেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার খাইডেম শিলেইমা চানু। নতুন কোচ টিম হোয়াইটের অধীনে বেঙ্গালুরুতে দীর্ঘ শিবির করার পাশাপাশি দলটি সম্প্রতি যুক্তরাজ্য সফর সম্পন্ন করেছে। সেখানে স্কটল্যান্ডের সিনিয়র দল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও বেলজিয়ামের অনূর্ধ্ব-২১ দলের বিরুদ্ধে সাতটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের রণকৌশল ঝালিয়ে নিয়েছেন মেয়েরা। এলিট পুলে থাকা ভারতীয় মহিলা দল আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নামবে। এরপর ৬ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর জাপান এবং ৯ সেপ্টেম্বর আয়োজক চিনের মুখোমুখি হবেন চানুরা। অন্যদিকে, পুরুষদের বিভাগে রেকর্ড পাঁচবারের (যার মধ্যে বিগত তিনটি সংস্করণেই চ্যাম্পিয়ন) বিজয়ী ভারত এবারও ট্রফি ঘরে তুলতে মরিয়া। দলের অধিনায়কত্ব করবেন ডিফেন্ডার আনমোল এক্কা এবং এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই দলের নতুন কোচ হিসেবে দায়িত্ব শুরু করছেন ফ্রেডেরিক সোয়েজ। টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি হিসেবে ভারতীয় পুরুষ দল বেলজিয়াম সফরে অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের মতো শক্তিশালী দলগুলির বিরুদ্ধে খেলেছে। এরপর বেঙ্গালুরুতে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ এবং চিনের দালিয়ানে চিনা দলের বিরুদ্ধে তিনটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে দল। পুল 'এ'-তে থাকা ভারতীয় পুরুষ দল আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযান শুরু করবে। এরপর ৬ সেপ্টেম্বর জাপান, ৮ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোরিয়া এবং ৯ সেপ্টেম্বর চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলবেন এক্কারা। দীর্ঘ প্রস্তুতি ও বিদেশের মাটিতে কঠিন ম্যাচের অভিজ্ঞতায় আত্মবিশ্বাসী দুই ভারতীয় দলই এশিয়ান মঞ্চে ট্রফি ধরে রাখতে প্রস্তুত।

শ্রীলঙ্কাকে সরিয়ে ভারতে প্রথম মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

আইসিসির ঘোষণায় ফেব্রুয়ারি জুড়ে জমজমাট ক্রিকেট

সকালের শিরোনাম

স্পোর্টস ডেস্ক

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ ও প্রশাসনিক অচলাবস্থার জেরে সে দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো আসন্ন মহিলাদের প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। বুধবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শ্রীলঙ্কায় আয়োজনের কথা থাকলেও উদ্বোধনী মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এখন ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে বর্তমানে এক অন্তর্বর্তী কমিটি কাজ করছে এবং আইসিসির জুলাইয়ের বার্ষিক সম্মেলনে প্রস্তাবিত কাঠামোগত প্রশাসনিক সংস্কার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সে দেশে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন স্থগিত রাখার কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আইসিসির ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, আগামী বছর ১৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতের মাটিতে প্রথম সংস্করণের এই মেগা টুর্নামেন্ট খেলা হবে।

বর্তমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও ইংল্যান্ড, ভারত, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কা;এই ছয়টি শক্তিশালী দেশ রাউন্ড-রবিন লিগ ফরম্যাটে একে অপরের মুখোমুখি হবে।

লিগ টেবিলের শীর্ষ দুই দল আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে চূড়ান্ত ফাইনালে নামবে।

টুর্নামেন্টের সমস্ত ম্যাচ আয়োজিত হবে মুম্বইয়ের ঐতিহাসিক ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়া (সিসিআই) এবং বরোদার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

বৃষ্টির বাধা কাটিয়ে ইউএস ওপেনে আলকারাজ ও সাবালেঙ্কার দাপট

সকালের শিরোনাম

স্পোর্টস ডেস্ক

বৃষ্টির কারণে তৈরি হওয়া জট কাটিয়ে ইউএস ওপেনে কোর্টে ফিরেই স্বমহিমায় ধরা দিলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিনা সাবালেঙ্কা এবং চোট সারিয়ে ফেরা কার্লোস আলকারাজ। বুধবার আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে প্রথম সেট হাতছাড়া হওয়ার পর দুরন্ত কামব্যাক করেন দ্বিতীয় বাছাই আলকারাজ। পর্তুগালের জাইমে ফারিয়াকে ৪-৬, ৬-০, ৬-৩, ৬-২ গেমে উড়িয়ে দিয়ে কবজির চোট নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্ত আশঙ্কা উড়িয়ে দেন স্প্যানিশ তারকা। ম্যাচের পর আলকারাজ জানান, দ্রুত খেলা শেষ করার ইচ্ছে থাকলেও চার সেটের এই লড়াই তাঁর শরীরের সক্ষমতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। একই কোর্টে বেলারুশের বিশ্ব এক নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কা কার্যত একপেশে ম্যাচে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই উড়িয়ে দেন রুশ কোয়ালিফায়ার পলিনা ইতসেনকোকে। ৬-১, ৬-১ ব্যবধানে জিতে টুর্নামেন্টের আগে তাঁর প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা সাংবাদিকদের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন সাবালেঙ্কা। অন্যদিকে লুইস আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামে খেলতে নেমে মাঝপথে নেট-এ একজোড়া পাখির উপদ্রব সত্ত্বেও রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভ ৬-১, ৬-৩, ৭-৫ গেমে হারান মার্কিন ওয়াইল্ডকার্ড সেবাস্টিয়ান গোরজনিকে। ঘরের কোর্টে সফল মার্কিন তারকা জেসিকা পেগুলাও মাত্র ৫৬ মিনিটে ৬-৩, ৬-১ সেটে উড়িয়ে দেন প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন সোফিয়া কেনিনকে। কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়েও চার সেটের ম্যাচে পোল্যান্ডের হুবার্ট হুরকাজকে ৬-৩, ৫-৭, ৭-৬(৩), ৭-৫ ব্যবধানে পরাস্ত করেন অষ্টম বাছাই বেন শেলটন। এছাড়া এমা নাভারো ও ফ্রান্সেস টিয়াফো জয় পেলেও ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন স্লোয়ান স্টিফেনস স্ট্রেট সেটে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন লিন্ডা নসকোভা ও ক্যারোলিনা মুচোভা সহজ জয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছনোর পাশাপাশি এক রোমাঞ্চকর পাঁচ সেটের ম্যাচ জিতে ১৯৫৮ সালে জয়ী হওয়া নিজের ঠাকুরদা এদুয়ার্দোর স্মৃতি ফিরিয়ে আনেন পেরুর ইগনাসিও বুসে।

গম্ভীর-আগারকরদের টেবিলে বিশ্বকাপের রূপরেখা ও রোহিতের ভবিষ্যৎ

সকালের শিরোনাম

বিশেষ প্রতিবেদক

বছরের শেষে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ এবং আগামী বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে মুম্বইয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক হাইভোল্টেজ পর্যালোচনা বৈঠক শুরু হয়েছে। এই উচ্চপর্যায়ের মেগা বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর, জাতীয় নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর এবং সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের (সিওই) প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ। সাম্প্রতিক ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের চুলচেরা বিশ্লেষণ এই বৈঠকে অন্যতম এজেন্ডা হলেও, আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায়। বিশেষ করে চোটের কবলে থাকা দুই তারকা জসপ্রীত বুমরাহ এবং হার্দিক পান্ডিয়ার ফিটনেস এবং তাঁদের মাঠে ফেরার নির্দিষ্ট সময়সীমা নিয়ে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের কাছে স্পষ্ট রিপোর্ট চেয়েছেন নির্বাচকরা। বিশ্বকাপের রোডম্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে একদিনের ক্রিকেটে রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়েও নীতিগত আলোচনা ওঠার সম্ভাবনা জোরালো। একই সঙ্গে জাতীয় নির্বাচকমণ্ডলী, কোচিং স্টাফ এবং বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় আরও নিশ্ছিদ্র ও গতিশীল করে তোলার বিষয়ে রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে এই বৈঠকে।

আফগানিস্তান সিরিজে সঞ্জু ও বৈভবের নতুন ওপেনিং সমীকরণ

সকালের শিরোনাম

বিশেষ প্রতিবেদক

জিম্বাবোয়ে সফরে বিশ্রামে থাকার পর আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনের প্রত্যাবর্তন ভারতীয় দলের ব্যাটিং অর্ডারের শীর্ষস্থান নিয়ে জল্পনা ফের উসকে দিয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দলের ব্যাটিং লাইনআপে, বিশেষ করে ওপেনিং কম্বিনেশনে ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের সুবাদে জাতীয় সিনিয়র দলে দ্রুত সুযোগ করে নেওয়া তরুণ প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী ইতিমধ্যেই অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেন করে নির্বাচকদের নজর কেড়েছেন। জিম্বাবোয়ে সিরিজে ব্যাট হাতে বিধ্বংসী মেজাজে দেখা গিয়েছিল বৈভবকে। তিনি তিন ইনিংসে ১৯৬.১০ স্ট্রাইক রেট এবং ৫০.৩৩ গড়ে মোট ১৫১ রান সংগ্রহ করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি ম্যাচ জেতানো ৮১ রানের চোখ ধাঁধানো ইনিংস। নবনিযুক্ত টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে ভারত যখন আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের কাছে হারের ধাক্কা সামলে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম সিরিজ জয় নিশ্চিত করে, তখন সেই টুর্নামেন্টে 'প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ' নির্বাচিত হন বৈভব। অন্য দিকে, বিশ্বকাপে নজরকাড়া অবদানের পরেও পরবর্তী কিছু ম্যাচে ধারাবাহিকতার অভাবে দল থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল সঞ্জু স্যামসনকে। তবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আয়োজিত হতে চলা আসন্ন সিরিজে ডাক পেয়ে নিজের ব্যাটিং সামর্থ্য ও হারিয়ে যাওয়া ওপেনিং জায়গা পুনরুদ্ধারের এক সুবর্ণ সুযোগ চলে এসেছে সঞ্জুর সামনে। এমন টানটান আবহে ভারতীয় দলের টপ অর্ডারের রণকৌশল নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিকল্পের প্রস্তাব রেখেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটকিপার তথা বিশিষ্ট ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ দীপ দাশগুপ্ত। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি জানান যে, আসন্ন সিরিজে সঞ্জু স্যামসন এবং বৈভব সূর্যবংশীকে দিয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করানো ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ পরীক্ষা হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে সঞ্জু ও অভিষেককে ইনিংস শুরু করতে দেখা গিয়েছিল, আবার জিম্বাবোয়ে সফরে বৈভব ও অভিষেকের যুগলবন্দিও প্রত্যক্ষ করেছে ক্রিকেটবিশ্ব। তবে সঞ্জু ও বৈভবের কম্বিনেশন এখনও পর্যন্ত ভারতীয় দলের জার্সিতে একসঙ্গে ওপেন করেনি। তাই এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ও মেজাজের ব্যাটারকে একসঙ্গে ক্রিজে পাঠিয়ে তাঁদের বোঝাপড়া ও কার্যকারিতা দেখে নেওয়া টিম ম্যানেজমেন্টের দূরদর্শী চিন্তার পরিচায়ক হতে পারে। দীপ দাশগুপ্ত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই প্রস্তাবের অর্থ কোনো নির্দিষ্ট ক্রিকেটারকে দল থেকে বাদ দেওয়া নয়। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে হাতে থাকা আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলিকে কাজে লাগিয়ে সব ধরনের সম্ভাব্য জুটি এবং প্রতিটি ক্রিকেটারকে পর্যাপ্ত খেলার সময় দিয়ে পরখ করে নেওয়া জরুরি, যাতে মেগা ইভেন্টের আগে ভারতের কাছে সবচেয়ে নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য ওপেনিং কম্বিনেশন প্রস্তুত থাকে।

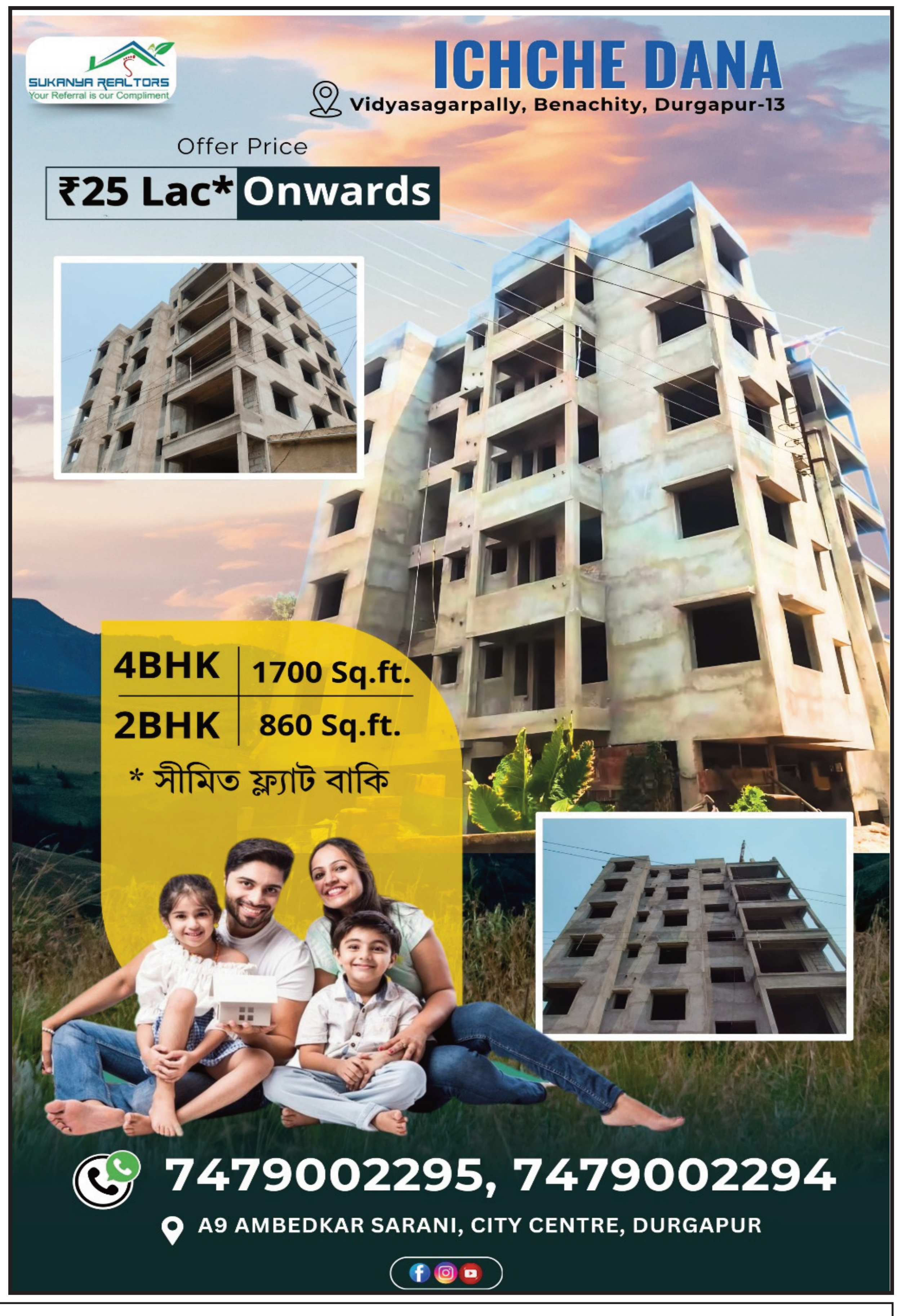

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।।
রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh, Contact - sakalershironam@gmail.com